আধুনিক বিশ্বে

ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী

আবদুস শহীদ নাসিম

ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলনে মাওলানা মওদূদীর অবদান

প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিতে

সংকলন

আবদুস শহীদ নাসিম
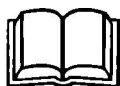
সম্পাদনা

ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

শতাব্দী প্রকাশনী

ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাইল : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

E-mail : shotabdipro@yahoo.com

www.maudoodiacademy.org

ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলনে

মাওলানা মওদূদীর অবদান

(প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিতে)

সংকলন

আবদুস শহীদ নাসিম

সম্পাদনা

ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

শ. প্র. : 74

ISBN : 978-984-645-082-5

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেইলগেট, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

www.maudoodiacademy.org

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১১ ঈসায়ী

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ১২৫.০০ টাকা মাত্র

Islami Renesa Andolone Maulana Maudoodi'r Obodan, Compiled by Abdus Shaheed Naseem, Edited by Dr. Mian Muhammad Ayub, Publised by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Mogbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217. Phone : 8311292, Mobile: 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com, www.maudoodiacademy.org 1st Edition : July 2011. Price Tk. 125 .00 only.

সূচিপত্র

আমাদের কথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামের নির্ভুল উপস্থাপনাই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ইসলামের উপর অতীত মনীষীগণের অবদান, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. আধুনিক কালে ইসলামের কাজে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে একাডেমী অন্যান্য কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন সময় রচনা প্রতিযোগিতাও আহবান করেছে।

আশির দশক, নব্বইয়ের দশক এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিভিন্ন সালে অনেকবারই রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনেকগুলো রচনাই বেশ মান সম্পন্ন।

এ বছর একাডেমী বিজয়ীদের রচনাগুলোর সংকলন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে হিসেবে আপাতত দুটি সংকলন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয়। এটি প্রথম সংকলন। এ সংকলনটিতে পঁচিশ জনের রচনা স্থান পেয়েছে।

১৯৯২ সালে চার গ্রুপে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে প্রতি গ্রুপ থেকে শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন বিজয়ীকে পুরস্কার দেয়া হয়।

২০০৪ সালে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন বিজয়ীকে পুরস্কার দেয়া হয়।

২০০৫ সালে দু'গ্রপে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দু'শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্য থেকে প্রতি গ্রুপে শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন বিজয়ীকে পুরস্কার দেয়া হয়।

এই বিজয়ীদের রচনাই এ সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব সংকলনটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা আশা করি এই সংকলনটি থেকে বিদগ্ধ পাঠক সমাজ আধুনিক বিশ্বে ইসলামি জাগরণে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর অবদান সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

আর সে আশা নিয়েই সংকলনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

আবুদস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

ইসলামের জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী রহ.

ছাত্র গ্রুপ

আলী আহ্‌মদ তাহ্‌কীক
মুহাম্মদ নেয়ামুল বশির সরকার
আতাউল হক সুমন
মুহাম্মদ রাকিব হাসান (সজীব)
মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

আলী আহ্‌মদ তাহ্‌কীক

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ১৯৯২ ঈসায়ী। এ সময় আলী আহমদ তাহ্‌কীক টিএন্ড টি উচ্চ বিদ্যালয়, মগবাজার, ঢাকার দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.। ইতিহাসের পাতায় এমন বিরাট মনীষীর উল্লেখ খুব কমই পাওয়া যায়। সাধারণত গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে কিছুলোক সাময়িকভাবে চমক সৃষ্টি করতে পারেন; কিন্তু বিশ্বের দরবারে কেন আপন সমাজেও তাদের স্থায়ী ও কল্যাণকর প্রভাব তারা রেখে যেতে পারেননি। মাওলানা মওদূদী অতি প্রতিকূল পরিবেশে এক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন এবং এ বিপ্লবে সাফল্য লাভ করেছেন। তার চরিত্রের মধ্যে ইমাম আযম রহ., ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., ইমাম তাইমিয়ার চরিত্রের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ইসলামি পণ্ডিত ও মনীষী তাকে এ যুগের 'তাইমিয়া' বলেও আখ্যায়িত করেছেন। সকল ইমামের মতো তিনিও ইসলামের জাগরণের জন্য নিজের প্রাণকে করেছেন নিবেদিত। যেসব মতবাদ ও বিশ্বাস মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসে, সেসবের তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মানবসমাজে অকল্যাণ, বিশৃঙ্খলা ও দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে এনে কোনো বিষয় নেই যার বিরুদ্ধে তিনি শক্তিশালী অসিচালনা করে তা খণ্ডন করেননি। তাই বলা যায় এ শতাব্দীর বিশ্বে ইসলামের জাগরণের ক্ষেত্রে সকল দিক দিয়ে মাওলানা মওদূদীর অবদান সবচেয়ে বেশি।

২. বর্তমান ইসলামি জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী

যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো বর্তমানে বিশ্বের সমস্ত জায়গায় ইসলামি জাগরণ সংগঠিত হচ্ছে। আজকে তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ সবার মনে একটাই উচ্চাশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা "আমরা আল্লাহ্‌র আইন চাই, সৎ লোকের শাসন মোতাবেক বাঁচতে চাই"। এ জাগরণের পেছনে মাওলানা মওদূদীর অবদান সবচেয়ে বেশি। মাওলানা মওদূদী আগে যতটুকু পরিচিত ছিলেন, এ জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সৃষ্ট তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, বই তাকে আজ বিশ্বের সকলের কাছে পরিচিত করে তুলেছে আরো গভীরভাবে। মাওলানা মওদূদীর দেয়া ধারণার ভিত্তিতে ছাত্র, যুবক, তরুণ সবার মাঝে এ চেতনার সৃষ্টি হয়েছে।

এমনকি যেসব দেশে আজ এ জাতীয় জাগরণের চিন্তা শুধুই কল্পনা, সেসব দেশের মানুষও আজ এ জাগরণের পক্ষে নেমে এসেছে।

৩. ষড়যন্ত্র ও ইসলামি জাগরণ

বর্তমান বিশ্বে যে ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। এই জাগরণের জন্য যারা চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের উপর প্রত্যক্ষভাবে আঘাত আসছে আবার পরোক্ষভাবেও আঘাত আসছে। বিশ্বে ইসলামি জাগরণকামী এ যুবকদের ষড়যন্ত্রকারীরা কুমন্ত্রণা, কুসংস্কার, অত্যাচার, নির্যাতন ও লোভ দেখাচ্ছে যেন তারা এ জাগরণের পক্ষে বলিষ্ঠভাবে কাজ করতে না পারে। কিন্তু এ যুগের যুবক, তরুণ, কিশোরেরা ষড়যন্ত্রের অন্ধকার গুহায় আবদ্ধ থাকতে চায় না। তারা শুনতে চায় বহু প্রতিক্ষিত সেই "প্রভাত পাখির মুক্তির গান।" মাওলানা মওদূদী রহ. অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ ভাষায় দুইভাবে এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যুবকদের সচেতন করেছেন। কীভাবে ষড়যন্ত্র হতে পারে এবং কীভাবে এ ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা যায় রসূল সা. এর নির্দেশের ভিত্তিতে তিনি তা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। যার কারণে ষড়যন্ত্রের ফলেও তরুণরা সামনে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের ইসলামি জাগরণের এই অগ্রযাত্রাকে কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

৪. ইসলামি জাগরণ দেশে দেশে

এসব দেশে তো বটেই অমুসলিম দেশগুলোতেও আজ ইসলামের জাগরণ হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ নাম করা যেতে পারে আমেরিকা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের। এমনকি যেসমস্ত দেশের মাটিতে এ জাতীয় জাগরণের কথা চিন্তা করা যেতো না সেই কম্যুনিজম বা সমাজতান্ত্রিক দেশেও আজ এ জাগরণের হাওয়া এসে লাগছে। এর পেছনে মাওলানা মওদূদীর অবদান সবচেয়ে বেশি। তার লেখা বই এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে জার্মান, জাপানি ও রুশ ভাষাতেও তার বই প্রচারিত হচ্ছে। 'ইসলাম পরিচিতি', 'সত্যের সাক্ষ্য', 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' –তার এ জাতীয় বই যে চেতনার সৃষ্টি করেছে তা তুলনাহীন। এর একটা বই যেন একটা জাগরণের প্রতীক।

৫. ইসলামি জাগরণ ও তাফহীমুল কুরআন

আল-কুরআন নাযিল হয়েছে বিশ্বমানতার মুক্তির জন্য। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে এটা মানুষের জন্য 'হেদায়াত'। মানুষ এটা জানবে, বুঝবে, সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে। ফলে মানুষ লাভ করবে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি। বস্তুত মাওলানা মওদূদী রহ. কুরআনের এরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমেই এ শতাব্দীর মুসলিম জনতাকে ইসলামি জাগরণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। "কুরআনই ইসলামী জাগরণের মূল ভিত্তি" –এ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সুন্দর, সহজ ভাষায় বিশ্ববাসীর সামনে তার লেখনী তুলে ধরেছিলেন। তাঁর সেই লেখনী পরবর্তীতে

এ ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে শোষণ মুক্ত ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠায়, এক কথায় ইসলামি জাগরণে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। তিনি তাঁর লেখনীতে এক জায়গায় বলেছিলেন: "এই ইসলামি জাগরণের সফলতার চাবিকাঠি হিসেবে মানুষ যদি কুরআনকে অনুসরণ করে তাহলে মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষের মর্যাদায় সমাসীন হবে, বিশ্বজুড়ে মানবতার বিকাশ ঘটবে। মনুষত্বের প্রাধান্য সৃষ্টি হবে। পশুত্ব দাপট নিয়ে চলার সুযোগ পাবেনা। কুরআনের অনুসারীরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। নেতৃত্বের রাজমুকুট তারাই লাভ করবে। এখনকার মতো পরাজিত শক্তি হিসেবে দুর্বিষহ যাতনায় কালাতিপাত করবে না।" তিনি আরো বলেছিলেন: "এর জন্য প্রয়োজন কুরআনকে আঁকড়ে ধরা। প্রয়োজন জীবন্ত ও অনুসরণীয় গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা।"

এমনিভাবে কুরআনের সহজ ব্যাখ্যাকে মানুষের সামনে প্রচারের মাধ্যমে তিনি ইসলামি জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন।

৬. ইসলামি জাগরণ ও বিপ্লব

"যারা বাতাসের গতিবেগকে পাল্টিয়ে দিতে চায়, নদীর স্রোতকে বদলিয়ে দেবার মতো সৎ সাহস বুকে পোষণ করে, তাদের জন্য ইসলাম।" এমনি সব লেখনীর মাধ্যমে মাওলানা মওদূদী ইসলামি জাগরণ ও বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

ইসলামি জাগরণ আজকে এমন এক সফল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, সফলভাবে নেতৃত্ব দিতে পারলে সারা বিশ্বে আজ ইসলামের বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। মাওলানা মওদূদী এ জাগরণ তথা বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। মাওলানা মওদূদী সেই জাগরণের ডাক দিচ্ছেন যা মুক্তিকামী মানুষের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। প্রবাহমান স্রোতকে পাল্টে নতুন পৃথিবী গড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করছে। হারিয়ে যাওয়া মহাসত্যকে কাংখিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়ার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এ অবস্থায় বুঝা যায় যে, সারা বিশ্ব আজ এ বিপ্লবের বিজয়ের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হবে, হয়তো আগামী শতাব্দীই হতে পারে এ ইসলামি জাগরণের বিপ্লবের বিজয়ের শতাব্দী।

৭. মনীষীদের দৃষ্টিতে মওদূদী ও ইসলামি জাগরণ

বিশ্বের বহু বিখ্যাত মনীষী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এর সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তাঁরা এ শতাব্দীর ইসলামি জাগরণে তাঁর অবদানের ব্যাপারেও মন্তব্য করেছেন। তাদের মন্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে, এ জাগরণের পেছনে মাওলানা মওদূদীর অবদান সবচেয়ে বেশি। নিম্নে বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য উল্লেখ করা হলো :

৭.১. পাকভারতের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ও মাসিক পত্রিকা 'ফারানে'র সম্পাদক জনাব মাহিরুল কাদিরী বলেন "তিনি ইসলামি জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। তিনি মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকার ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। যিনি কুরআন ও সুন্নাহর সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে এ শতাব্দীকে ইসলামের শতাব্দী বানিয়েছেন। তিনি এমন এক মুজাহিদ, মৃত্যুদণ্ডাদেশ শ্রবণেও যার মনমস্তিস্কে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। তিনি ইতিহাস সৃষ্ট নন বরং ইতিহাস স্রষ্টা।"

৭.২. আলজেরিয়ার জননেতা ও তথাকার জমিয়তে ওলামায়ে মুসলিমীনের সভাপতি, আল্লামা মুহাম্মদ আল বশিরুল ইবরাহীমী বলেন: "আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেছেন। সকলকে তিনি ন্যায়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করেন। তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা ও তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী জাগরণ ও বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী আল্লাহ্‌র পথে যে জিহাদের অভিযান শুরু করেছেন, তার জন্য এ জগতে এতটুকু প্রতিদানই যথেষ্ট যে দুনিয়ার মুসলমান তাকে সাহায্য করার জন্য একতাবদ্ধ হয়েছে। তার চেয়ে বিরাট ও চিরস্থায়ী প্রতিদান তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট গচ্ছিত আছে।"

৭.৩. ডা. মুহাম্মদ আতাউর রহমান নদভী বলেন: "মাওলানা মওদূদী যেন ইবনে তাইমিয়ারই রঙ।"

৭.৪. আগা সুরেশ কাশমীরী বলেন: "যে সময়ে আমাদের ইসলামি ভাবধারা দুইশত বৎসরের পরাধীনতার নাগপাশে পরিত্যক্ত হয়েছিল, সে সময়ে মাওলানা মওদূদীই ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে পেশ করে ইসলামের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন।"

৮. ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান

৮.১ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিবেশন করা: বর্তমানের ইসলামের এই জাগরণের পূর্ব মুহূর্তের মুসলিম জাতির নিকট ইসলাম কতক ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি হিসেবেই পরিচিত ছিলো। নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত, কুরবানি এবং যিকর ও তেলওয়াত নিয়ে ইসলাম একটি ধর্ম হিসেবে টিকে ছিলো।

রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো বিধান আছে কিনা সে বিষয়ে আলেম সমাজেও তেমন কোনো চর্চা ছিলো না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্যের কোনো ধারণাই সমাজে ছিলো না। ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক ও সাধক হওয়াকেই উন্নত মানের দীনদারী মনে করা হতো।

এ সময় মাওলানা মওদূদীই সর্বপ্রথম 'রেসালায়ে দীনিয়াত' বা 'ইসলাম পরিচিতি' নামক বইতে সহজ ভাষায় ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। ইসলামের

জাগরণ সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে পরিবেশন করার জন্য তাঁর লেখা বই এক বিরাট তালিকা। তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের পার্থিব জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় করার জন্যই আল্লাহ্ পাক একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান দান করেছেন। ইসলাম যে মানুষকে সংসারত্যাগী বানাতে আসেনি, বরং সঠিকভাবে পার্থিব জীবনযাপনের জন্যই পথ দেখাতে এসেছে সে কথা তিনি কুরআন ও সুন্নাহর বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

৮.২ ইকামতে দীনের দায়িত্ব যে, মুসলিম জীবনের জন্য প্রধানত ফরয, একথা বলিষ্ঠ যুক্তিসহকারে প্রমাণ করাঃ

আল্লাহ্র দীন যে বাতিলের অধীনে কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য প্রেরিত হয়নি এবং রসূল সা. কে যে দীনে হককে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছিল সে কথার চর্চা ওলামা সমাজেও ছিলো না। মুসলমানদের ঐ চরম দুর্দিনে ওলামায়ে কেরাম নিঃসন্দেহে বহুভাবে দীনের মূল্যবান খেদমত করেছেন। এ দিক বিবেচনা করলে মাওলানা মওদূদীর অবদান বিরাট মর্যাদার দাবি রাখে। মাওলানাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৯৪১ সালে ইকামতে দীন ও ইসলামী জাগরণের আওয়াজ দেন। তাঁর ইসলামী জাগরণের এই উদ্যোগের ফলে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার মাধ্যমেই ওলামায়ে-কেরাম রাজনৈতিক ময়দানে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হন। আবার দেখা গেছে এ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবেই তারা শেষ পর্যন্ত আদর্শহীন রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থকের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন। ইসলামের জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর এ দৃষ্টিভঙ্গি যে কত বড় অবদান রেখেছিল তা নিঃসন্দেহে আমাদের স্বীকার করতে হবে।

৮.৩ ইসলামের জাগরণে কুরআন মজিদকে দীনের 'গাইড বুক' হিসেবে সহজবোধ্য পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা :

আল্লাহ্র কিতাব দুর্বোধ্য একটি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পরম ভক্তির সাথে শুধু সওয়াবের নিয়তে তেলওয়াত করার রীতিই সমাজে চালু ছিলো। মাদরাসায় তাফসির ক্লাসে যতটুকু আলোচনা হতো তার বাইরে জনগণের মধ্যে কুরআন বুঝবার কোনো রেওয়াজই ছিলো না। আলেম সমাজের মধ্যে পর্যন্ত কুরআন বুঝবার ও বুঝাবার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। দারসে কুরআনের কোনো প্রচলন ছিলো না।

মাওলানা মওদূদী রহ. রচিত 'তাফহীমুল কুরআন' নামক তাফসীরের সন্ধান যখন মানুষ পেলো তখন থেকেই ইসলামী জাগরণ শুরু হলো। মানুষ কুরআনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেলো। 'তাফহীমুল কুরআন' ইসলামের জাগরণে কত বড়

অবদান রেখেছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। আধুনিক যুগের মন মগজের জন্য তিনি কুরআন বুঝার সহজ পথ বলেছেন। তাঁর তাফসীরে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, "রসূল সা. এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ের সাথে মিলিয়েই কুরআনকে বুঝতে হবে। এ কুরআন ইসলামি আন্দোলনের 'গাইড বুক' হিসেবে এসেছে।" আজ ইসলামি জাগরণ যারা চায় তাদের নিকট কুরআন এখন সব চাইতে আকর্ষণীয় পাঠ্য বই। জাতির জন্য মাওলানা মওদূদীর এ এক অনন্য খেদমত।

৮.৪ ইসলামি জাগরণ বা আন্দোলনের আদর্শ নমুনা পেশ করা :

মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করে এবং ইসলামের জাগরণের দিশারী হিসেবে কুরআনের তাফসির করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, রসূলের অনুকরণে ইসলামের জীবন বিধানকে কায়েম করার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি শুধু চিন্তাবিদের দায়িত্বই পালন করেননি, তার বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। নবী ও রসূলগণ ছাড়া মানব জীবনে এমন চিন্তাবিদ অত্যন্ত দুর্লভ যিনি সমাজ বিপ্লবের চিন্তা ও পরিকল্পনা পেশ করে নিজেই বাস্তব আন্দোলন পরিচালনা করেছেন ও ইসলামি জাগরণের সৃষ্টিতে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা রেখেছেন।

'জিহাদ' সম্পর্কে প্রচুর গবেষণার কারণেই তিনি জিহাদের কঠিন ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং মানুষকে জিহাদের পথে ডাক দিয়েছেন। ইসলামি আন্দোলনের ময়দানে মাওলানা মওদূদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এ যুগে নতুন করে প্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

৮.৫ ইসলামি জাগরণ সৃষ্টির উপযোগী নিখুত সংগঠন গড়ে তোলা

মাওলানা মওদূদীকে আল্লাহ্ তায়ালা শুধু ইসলামের সঠিক ধারণাই দান করেননি, ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি করার মতো উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে যে নিখুঁত ধারণা তার কাছে পাওয়া গেছে তা আল্লাহ্ তায়ালার এক বিরাট অনুগ্রহ। ইসলামের জাগরণের উপযোগী নিখুঁত সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। ইসলামের গবেষক মওদূদীর চেয়ে সংগঠক মওদূদী কম বড় নয়। মাওলানা মওদূদীর এ সাংগঠনিক অবদান ইসলামী আন্দোলনের ও বর্তমান বিশ্বে ইসলামি জাগরণের জন্য এক মহামূল্যবান সম্পদ। ইসলামি সংগঠনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে মাওলানা মওদূদী বিস্তারিত বিধিবিধান রচনা করেছেন। ইসলামের বাস্তব পুনরুজ্জীবন নিখুঁত সংগঠন ছাড়া সম্ভবপর নয় বলেই এ অবদানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

৮.৬ ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে চিন্তাধারা পরিবেশন করে ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি করা:

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার, ইউরোপের রেনেসাঁ আন্দোলন ও গোটা বিশ্বে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রচলন ও এর প্রতিক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উত্থান মানব জাতিকে চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত করে রেখেছিল। এর প্রতিরোধকল্পে ইসলামি জাগরণ সৃষ্টির জন্য মাওলানা মওদূদী ছাড়া অন্য কেউই আর এ ব্যাপারে আর সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদকে 'বস্তুবাদ' নামক এই কুমাতার জঘন্য 'দু-সন্তান' আখ্যা দিয়ে তিনি উভয় অর্থ ব্যবস্থার সকল মারাত্মক গলদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। 'সুদ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি এ বিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্থ করেছেন, "ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারের গালভরা বুলিতে মানুষকে ভুলিয়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মানবজাতিকে চরমভাবে শোষণ করার জন্য এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে মোক্ষম সুযোগ করে দেয়, আর সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে শোষিত ও বঞ্চিত জনগণকে সরকারের চিরস্থায়ী গোলাম বানিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে দেয় এবং তাদের গলায় চরম রাজনৈতিক গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়।"

৮.৭ জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি থেকে মুসলমানদের মুক্তির সন্ধান দান করে ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি করা:

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে এ উপমহাদেশকে স্বাধীন করার আন্দোলন যখন দানা বেধে উঠল তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে "সর্বভারতীয় ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ' বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। নেতৃত্বস্থানীয় আলেমগণ এ বিভ্রান্তির দুঃখজনক শিকার হয়ে পড়লেন।"

১৯৩৮ সালে মাওলানা মওদূদী "মাসআলায়ে কাওমিয়াত" নামক বিখ্যাত পুস্তকে জাতীয়তার ইসলামি রূপ তুলে ধরেন ও অখণ্ড ভরতের ভৌগলিক এলাকাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী মতবাদ বলে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক অকাট্য যুক্তি পেশ করেন। মাওলানা মওদূদী রহ. কংগ্রেস সমর্থক মুসলমানদেরকে "জাতীয়তাবাদী মুসলিম" ও মুসলিম লীগ সমর্থকদের "মুসলিম জাতীয়তাবাদী" আখ্যা দিয়ে একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে দু'টো মতাদর্শের কোনোটিই সমাজে গ্রহণীয় মতাদর্শ নয়। এমনিভাবে এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করে তিনি এ উপমহাদেশে ইসলামী জাগরণের সৃষ্টিতে এক অবিসংবাদিত ভূমিকা পালন করেন।

৮.৮ ইসলামের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা:

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে ইতিবাচক কাজের পাশাপাশি প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব পরিকল্পিত

হামলা চালানো হয় তার প্রতিরোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া না হলে ইসলামের পুনরুজ্জীবন দূরের কথা ইসলামের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে মাওলানা মওদূদী রহ. বিভিন্ন বইয়ের মাধ্যমে এ সম্পর্কে প্রতিরোধমূলক তথ্য প্রকাশ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৯. উপসংহার

ইসলামি আন্দোলনের আজকের এই পরিস্থিতিতে তরুণ, যুবক, ছাত্রদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই জাগরণকে কাজে লাগিয়ে যদি বিপ্লব আনতে হয় তাহলে আমাদের করণীয় হবে: এই জাগরণে সকল শিশু যুবকদের শামিল হতে হবে; এই জাগরণ বা চেতনার আলোকে নিজেদের গড়তে হবে; নিজেদেরকে খুব মজবুত সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে হবে; নিজেদেরকে বাস্তব নমুনা হিসেবে পেশ করতে হবে।

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান এমন সুদূরপ্রসারী যে, এর প্রভাবে ইসলাম আজ এক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম এক সক্রিয় চেতনার সৃষ্টি করেছে। মাওলানা মওদূদী ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে যে বিরাট অবদান রেখেছেন তাতে যেহেতু তিনি শুধু এক নিষ্ক্রীয় চিন্তাবিদের ভূমিকাই পালন করেননি, সেহেতু তার বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ ছাত্র, শ্রমিক, মহিলাসহ সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সচেতন সাড়া জাগাতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু এ উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি আন্দোলন ও ইসলামি জাগরণ আজ যে গতি লাভ করেছে তাতে মাওলানা মওদূদীর অবদান সর্বাধিক বলে স্বীকৃত।

১৯৭০ সালে লন্ডনে মাওলানার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক বিরাট সুধী সমাবেশে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব বলেন, “সর্বযুগে সকল দেশে ইসলামি চিন্তাবিদ পয়দা হয়। এ যুগেও দুনিয়ার বেশ কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য ইসলামি চিন্তাবিদ রয়েছেন। আপনারা জানেন এ ব্যাপারে আমিও কিছু চিন্তা করে থাকি। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মাওলানা মওদূদীই শ্রেষ্ঠতম ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামকে এমন সুন্দর, সহজবোধ্য ভাষায় আর কেউ পরিবেশন করতে সক্ষম হয়নি। এ ব্যাপারে তিনি সত্যিই অতুলনীয়।”

ঐ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব সালীম আযযাম মাওলানাকে সম্বোধন করে বলেন: “আপনার নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনের তালিকাভুক্ত কর্মীদেরকেই শুধু আপনার অনুসারী মনে করবেন না, বিশ্বের সর্বত্র যেখানেই ইসলামি আন্দোলনের সংগঠন রয়েছে তাদের সব কর্মীই আপনাকে তাদের প্রিয় নেতা মনে করে।”

◆◆◆

মুহাম্মদ নেয়ামুল বশির সরকার

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ১৯৯২ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ নেয়ামুল বশির সরকার তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার দাখিল (দশম) শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্র গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

অবতরণিকা

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও ইসলামি আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ছিলেন ইসলামি জাগরণের অগ্রপথিক। তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় একদিকে কঠোর শ্রম সাধনা, অগাধ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় এবং অপরদিকে বিশ্বমানবতার কাছে দীন ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে উপস্থাপনায় যেমন তাকে উপস্থাপন করেছে কুরআন হাকীম। তারপর ইসলামকে যারা বুঝলো এবং সত্য বলে গ্রহণ করলো তাদের কাছে তার দাওয়াত ছিলো ইসলামের ছাঁচে গোটা জীবন গড়ে তোলার, বাতিল ব্যবস্থা ভেঙে চূরমার করে ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রাম করার। তার জন্যে তাঁকে হাসিমুখে বরণ করতে হয়েছে অজস্র কটুক্তি, অমূলক অভিযোগ, অপবাদ এবং বিশেষ শ্রেণীর পক্ষ থেকে ফতোয়ার অবিরল গোলাবর্ষণ। বারবার তাঁকে যেতে হয়েছে কারার অন্তরালে, এমনকি ফাঁসির মঞ্চে ও অন্ধকার সংকীর্ণ কুঠরীতে। সত্যের পথে সংগ্রামকারী মনীষীবৃন্দের সাথে যুগে যুগে এ ধরনের আচরণই করা হয়েছে বাতিলপন্থীদের পক্ষ থেকে।

সর্বশেষ নবীর পর আর কোনো নবী আসবেনা বলেই আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যেই এমন ব্যক্তি পয়দা করে এসেছেন যারা শেষ নবীর শিক্ষাকে সঠিকরূপে আবার মানব জাতির সামনে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ সা. ঘোষণা করেছেন : "প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ্ তায়ালা এই উম্মাতের জন্য এমন ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি উম্মাতের দীনকে নতুন করে চালু করবেন।" (আবু দাউদ)

ইসলামের জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী

কুরআন ও সুন্নাহর আসল শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে মানুষ যখন ইসলামের প্রাণহীন খোলস নিয়ে বাতিল শক্তির অধীনে জীবনযাপন করে, তখন ইসলামের প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে কায়েম করার প্রচেষ্টাকেই ইসলামের জাগরণ বলে। হিজরী চৌদ্দ শতকে ইসলামের সকল দিক ও

বিভাগের সামগ্রিক পুনর্জাগরণের যে বিরাট কাজ হয়েছে তাতে এ উপমহাদেশে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নাম সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত।

মাওলানা মওদূদী ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৯১৮ সালে বিজনোরের সাপ্তাহিক মদীনার সম্পাদনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। যে সময়ে তিনি কর্মজীবনে পদার্পণ করেন সে সময়টা মুসলিম জাতির চরম অধঃপতনের যুগ। ইসলামি আদর্শ থেকে ক্রমশ: বিচ্যুত হবার পরিণামে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপের গোলামী মুসলিম জাতিকে সর্বদিক থেকে পঙ্গু করে ফেলে।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম জাতির ধ্বংসাবশেষ হিসেবে উসমানী খেলাফত যখন খতম হয়ে গেলো তখন অধ:পতনের আরও নিকৃষ্টরূপ দেখা দিলো। এ সময় অমুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যতো কিছু করা হয়েছে তা দুশমনদের অন্যায় আচরণ হিসেবেই মুসলমানরা বিবেচনা করেছে। তাই প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হলেও ঐ সবের বিরুদ্ধে মুসলিম মানসে চরম বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল । তখন মুসলিমদের মধ্যে সুবিধাবাদী একটি শ্রেণীও সৃষ্টি হয়ে গেলো। এ জাতীয় তথাকথিত মুসলিমদের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে ইসলামের উপর যখন হামলা শুরু হলো তখন এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজে সংক্রমিত হতে শুরু করলো। কামাল পাশা আরবি ভাষা উৎখাত করে ছাড়লো। এভাবে ইসলামি সভ্যতার সব বাহ্যিক রূপ তিরোহিত করে ইউরোপের অন্ধকার অনুকরণ করাকেই উন্নতির সোপান বলে একশ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত লোক মনে করলো।

এইভাবে গোটা মুসলিম জাতি যখন ইসলামী নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে চিন্তার বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত তখনই মাওলানা মওদূদী ইসলামের মুখপাত্র হিসাবে আবির্ভূত হন। অবশ্য তখনকার রাজনৈতিক ডামাডোলে তার আওয়াজ গোটা জাতির কানে পৌঁছতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তীকালের মানুষ তাঁকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারেনি। উপমহাদেশের ঐ মুসলিম জাতি বর্তমানে কয়েকটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা সবকয়টি দেশেই ইসলামকে এক বলিষ্ঠ আন্দোলনের রূপদান করেছে।

মাওলানা মওদূদীর এই বিপ্লবী চিন্তাধারা সম্পর্কে অনেক আগেই বিখ্যাত ইখওয়ান নেতা সিরিয়ার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মরহুম ডক্টর মুস্তাফা যারকা বলেছিলেন: "মাওলানা মওদূদী দীনি চিন্তাধারার দিক দিয়ে ইমাম গাজ্জালী রহ. ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর সমপর্যায়ের চিন্তাবিদ।"

মাওলানা মওদূদীর জীবনের লক্ষ্য ছিল ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি করা। এ সম্পর্কে তাঁর দু'টি উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

এক. "আমার লক্ষ্য ইসলামী আন্দোলনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বা পুনর্জীবন। আমাকে ক্রমান্বয়ে আমার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে হয়েছে। তর্জুমানুল কুরআনের জীবনের প্রথম চার বছর (১৯৩২-৩৬) এ চেষ্টায় অতিবাহিত হয় যে, মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গোমরাহীর যে সকল রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে তা ধরিয়ে দেয়া এবং ইসলাম থেকে দৈনন্দিন যে দূরত্ব তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল তা প্রতিহত করা।"

দুই. তাঁর সম্পাদনার ১৯৩২ সালে তর্জুমানুল কুরআনের প্রথম সংখ্যার তৃতীয় পৃষ্ঠায় মাওলানা বলেন- "ইসলামকে তার প্রকৃত আলোকে পেশ করতে হবে যে আলোকে কুরআন হাকীম তাকে পেশ করেছে।"

ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর ভূমিকা

ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি মুসলিম উম্মার এবং বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের এক ইতিহাস স্রষ্টা মহাপুরুষ।

আল্লাহ্ তায়ালা মাওলানা মওদূদীকে ক্ষুরধার লেখনীশক্তি দান করেছিলেন এবং তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সভ্যতা সংস্কৃতি 'এক্সরে' করে তার ত্রুটিবিচ্যুতি, অন্তঃসারশূন্যতা এবং অনিষ্টকারিতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন একটি আত্মবিস্মৃত জাতির মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য মাওলানা মওদূদী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত ইসলামী সাহিত্য রচনা করেন।

ইসলামকে মুক্ত স্বাধীন করার জন্য পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার যাদুর প্রভাব নস্যাৎ করার প্রয়োজনীতার কথা উল্লেখ করে মাওলানা তাঁর তর্জুমানুল কুরআনের সূচনাতে বলেন-

"এ সময়ে কাজের যে ক্রমিকধারা আমার মনে রয়েছে তা এই যে, সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার প্রভাব দূর করা যা মুসলমানদের প্রতিভাবান লোকদের মনমস্তিস্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, ইসলামের নিজস্ব একটি জীবন বিধান রয়েছে, নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে যা সবদিক দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল বিষয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।"

মাওলানা মওদূদী পাশ্চাত্য চিন্তাধারা দূরীকরণার্থে এবং ইসলামের জাগরণের জন্য যে সমস্ত অবদান রেখে গেছেন তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করা হলো:

১. পাশ্চাত্য সভ্যতার বেড়াজাল থেকে শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়কে উদ্ধার

পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে এমন ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তারা ইসলাম সম্পর্কে চরম হীনমন্যতায় ভুগছিল। ইসলামের বহু আইন ও সমাজ বিধানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তারা সন্দেহের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছিল। সুদকে জায়েজ করার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত তারা রোধ করতে লাগলো। বিবাহ ছাড়া নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা অন্যায় মনে না হলেও একাধিক বিবাহ তাদের নিকট খুবই লজ্জাজনক বোধ হলো। জিহাদের হুকুম ইসলামে থাকায় তারা কৈফিয়তের সুরে এর অপব্যাখ্যা দিতে লাগল। চুরি, জিনা, শরাব ইত্যাদির জন্য ইসলামি আইনের কঠোর শাস্তিকে তারা বর্বরতা মনে করতে লাগল।

মাওলানা মওদূদী ১৯৩২ সালে মাসিক তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে এ সমাজকে হীনমন্যতা থেকে দূর করার প্রচেষ্টা চালান। তখন শিক্ষিত মহল থেকে তাঁর নিকট আক্রমণাত্মক প্রশ্ন সন্দেহবাদী প্রশ্ন ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নাবলী বন্যার মত আসতে থাকে। তাঁর মাসিক পত্রিকার "রাসায়েল ও মাসায়েল" ফিচারে ঐ সব প্রশ্নের অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী জওয়াব তিনি দিতে থাকলেন যা বর্তমানে ৭ খণ্ড গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। তাঁর 'তানকীহাত' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থটি দর্শন ও যুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলকে মুসলিম মানস থেকে উৎখাত করার যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

২. পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে পেশ করা

আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই একমাত্র দীন। কিন্তু মুসলিম জাতির নিকট ইসলাম কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক রীতি হিসেবেই পরিচিত ছিলো। নামায, রোযা, হজ, যাকাত, কুরবানি ইত্যাদি নিয়েই সামাজিক বিধি মুসলমানদের পারিবারিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে বেঁচে ছিলো।

মানব সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, আইনকানুন এবং এ ধরনের পার্থিব কাজকর্মের বিষয়ে ইসলামের কোনো বিধান আছে কিনা সে বিষয়ে আলেম সমাজেও কোনো চর্চা ছিলো না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্যের কোনো ধারণাই সমাজে ছিলো না। মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত এ ধারণার প্রচলন রয়েছে। এ ধারণা মুসলমানদেরকে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিমুখ করে রেখেছে। অথচ কুরআন

পরিষ্কার এ কথা বলে যে : "কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করে তা কখনো কবুল করা হবে না।" (সূরা আলে ইমরান)

মাওলানা মওদূদী ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য 'রেসালায়ে দীনিয়াত' নামক বইতে অতি সহজ ভাষায় ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পরিবেশন করার জন্য তাঁর লেখা বইয়ের তালিকা বিরাট। তিনি এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের পার্থিব জীবনকে সুন্দর, সুশৃংখল ও শান্তিময় করার জন্যই আল্লাহ্ পাক একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান দান করেছেন। কারণ "Islam is the complete code of life." ইসলাম যে মানুষকে সংসার ত্যাগী বানাতে আসেনি; বরং সঠিকভাবে পরকালীন ও পার্থিব জীবনযাপনের পথ দেখাতে এসেছে সে কথা তিনি কুরআন সুন্নাহর বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

৩. দীন প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য কর্তব্য সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতন করা

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে হাকীমে বলেছেন : "তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠা না হয়।" (সূরা বাকারা)

রসূল সা.-কে যে দীনে হককে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠান হয়েছিল সে কথার চর্চাও ওলামা সমাজে ছিলো না। মানুষের মনগড়া আইন ও সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকবে আর তার অধীনে মুসলমানরা শুধু নামায রোযা করার সুযোগ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে এমন মনোভাব আর যাই হোক সত্যিকার ঈমানের পরিচায়ক নয়।

মুসলমানদের ঐ চরম দুর্দিনে ওলামায়ে কেরাম নিঃসন্দেহে দীনের বহু মূল্যবান খেদমত করেছেন। তারপরেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইকামাতে দীনের কোনো ধারণা এ শতকের ওলামাদের মধ্যে ছিলো না। যদি থাকতো তাহলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের পেছনে মুক্তাদীর ভূমিকার পরিবর্তে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মুসলিম জাতির ইমামতের দায়িত্বই পালন করতেন।

এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে মাওলানা মওদূদীর অবদান বিরাট মর্যাদার দাবি রাখে। মাওলানাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৯৪১ সালে ইকামাতে দীনের আওয়াজ দিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থক না হয়ে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম যদি ইকামাতে দীনের দাওয়াত নিয়ে মুসলিম জাতিকে সংগঠিত করতে পারতেন তাহলে উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো। এ শতাব্দীতে উপমহাদেশে আর কেহ এ বিপ্লবী দাওয়া নিয়ে ময়দানে আসেনি।

৪. ইসলামের জাগরণের জন্য সংগঠন গড়ে তোলায় মাওলানা মওদূদী

আল্লাহ্ পাক বলেছেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ- "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে, এবং তাহারাই হবে সফলকামী।" (সূরা ইমরান)

আল্লাহ্র ঘোষিত এ আয়াতের মাধ্যমে এটা সুস্পষ্ট যে ইসলামি সংগঠন কায়েম করে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা মুসলমানদেও জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

আল্লাহ্ তায়ালা মাওলানা মওদূদীকে এ শতাব্দীর একজন যোগ্য সংগঠক হিসেবে সৃষ্টি করেন। তাঁর যেমন ছিলো ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা তেমনি ছিলো সাংগঠনিক প্রজ্ঞা।

সংগঠনের কাঠামো, কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নিম্ন ইউনিট পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রম নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, সংগঠনকে সকল পর্যায়ে ত্রুটি মুক্ত রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি এমন বিষয় যার মূল সূত্র কুরআন ও হাদিস থেকে বের করা সম্ভব হলেও এর অনেক খুঁটিনাটি দিকের সঠিক ধারণা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর মননশীলতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। কুরআন ও হাদিস থেকে জ্ঞান আহরণ করার চেয়ে নিখুঁত সংগঠন গড়ে তোলা কম দুঃসাধ্য কাজ নয়। এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী রহ. অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

মানবজীবনের গোটা ব্যবস্থাকে তার সমস্ত দিক ও বিভাগ (দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গী, ধ্যান-ধারণা, ধর্ম ও নৈতিকতা, চরিত্র ও আচরণ, শিক্ষা ও প্রক্ষিণ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও রাজনীতি, আইন ও আদালত, যুদ্ধ ও সন্ধি এবং যাবতীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) সহ আল্লাহ্র দাসত্ব ও নবীগণের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার জন্য ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামি নামে ইসলামি সংগঠন কায়েম করেন। মাওলানা মওদূদীর এ সাংগঠনিক অবদান ইসলামের জাগরণের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ।

৫. দীন প্রতিষ্ঠার দিশারী হিসেবে কুরআনকে সহজবোধ্য পদ্ধতিতে পেশ করা

কুরআনের ভাষা, বর্ণনা মাধুর্য, আলোচ্য বিষয় এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রের পথ নির্দেশনা এবং সমস্যার সমাধানের বাস্তবতাই প্রমাণ করে এর মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ নাই এবং ইহাই মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক।

মাওলানা মওদুদীর সমসাময়িক সময়ে আলেম সমাজের মধ্যে কুরআন বুঝবার ও বুঝাবার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে যেসব বিষয়ে জনগণ মাসলা মাসায়েলের জন্য ওলামায়ে কেরামের খেদমতে হাযির হতো, সেসব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ফিকাহর কিতাবই শুধু চর্চা করা হতো। কোনো কোনো মসজিদ ও মাদ্রাসা থাকলেও খুবই অল্প সংখ্যক লোক তা থেকে উপকৃত হতো।

মাওলানা মওদূদী ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, এবং বিভিন্ন জ্ঞানের-বিশ্বকোষ হিসেবে অতি সহজ ভাষায় "তাফহীমুল কুরআন" পেশ করেন।

'তাফহীমুল কুরআন' ইসলামের জাগরণে বিরাট অবদান রেখেছে। আধুনিক যুগের মনমগজের জন্য কুরআন বুঝার সহজ পথ এতে দেখানো হয়েছে। এ তাফসীরে এ কথাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে রসূল সা. এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ের সাথে মিলিয়েই কুরআনকে বুঝতে হবে। এ কুরআন ইসলামি আন্দোলনেরই 'গাইড বুক' হিসেবে এসেছে।

৬. ইসলামের জাগরণের জন্য মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য রচনা

মাওলানা মওদূদী এক অতি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধকার, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল। একথা অনস্বীকার্য যে, তিনি উর্দু ভাষাকে এক নতুন রূপ ও জীবনীশক্তি দান করেছেন। তাঁর লেখনীর ধরন, বাক্যগঠন পদ্ধতি, প্রকাশভঙ্গি একান্তই তাঁর নিজস্ব। অসাধারণ লেখার প্রেরণা যেন তাঁর জন্মগত এবং এ প্রেরণা প্রকাশ লাভ করে অতি বাল্যকালেই।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর যাবত মাওলানা মওদূদীর বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী সাহিত্য লক্ষকোটি মানবসন্তানের মনমস্তিষ্কে বিপ্লব এনে দিয়েছে। অসংখ্য নর-নারীর মনে খোদা ও রসূলের প্রতি গভীর ও নিবিড় ভালোবাসার সঞ্চার করে তাদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে কতজনকে ছাঁটাই বাছাই করে বাতিলে বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে নিয়োজিত করেছে।

তাঁর অসংখ্য গ্রন্থরাজি প্রায় ৬০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র মানবমন দোলা দিয়ে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষিত যুব মানসে ইসলামের সুমহান আদর্শের সঠিক চিন্তাধারা, সুষ্ঠু সমাধান ও কর্মসূচির প্রেক্ষিতে জীবন গঠন, ইসলাম ও মানবপ্রেম তথা আত্মদান ও ত্যাগ-তিতিক্ষার যে উদগ্র বাসনার সৃষ্টি হয়েছে তা কেবলমাত্র তাঁর মনজয়ী সাহিত্যের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

পাক-ভারতের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক এবং মাসিক পত্রিকা 'ফারানের' সম্পাদক জনাব মাহেরুল কাদেরী তাঁর লেখনী শক্তির প্রশংসা করে বলেন–

"আমি মাওলানার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করি, আমার বিশ্বাস লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি দীনের যে খেদমত করেছেন, বর্তমান যুগে তার তুলনা বিরল। এমনকি আরব দেশগুলোতেও তার তুলনা নেই।"

এককথায় ইসলামের জাগরণের জন্য মওদূদীর এই অজস্র সাহিত্য ভাণ্ডার বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

৭. ইসলামি অর্থব্যবস্থার রূপরেখা পরিবেশন করা

"Islam is the complete code of life." আর অর্থব্যবস্থা ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য অতি প্রশংসিত, বাস্তব এবং মধ্যমপন্থী। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি মানুষকে চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত করে রেখেছে। পুঁজিবাদের দর্শন হলো ভোগবিলাসিতা। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পদের একমাত্র ব্যক্তিমালিকানাই স্বীকৃত। অপরপক্ষে সমাজতন্ত্রের দর্শন হলো- There is no leader of the world. সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সম্পদের সকল মালিক রাষ্ট্র।

ইসলামের অর্থব্যবস্থা- এ দু'প্রান্তিকতাকে স্বীকার করে না। এ যুগের মুসলিম চিন্তাবিদের মধ্যে অন্যান্য বহু বিষয় চর্চা থাকলেও ইসলামের কোনো অর্থব্যবস্থা আছে বলে কেউ দাবি করেনি। এ ময়দানে এ যুগে মাওলানা মওদূদীর আগে কেউ ইসলামি অর্থব্যবস্থার সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি।

তিনি অকাট্য যুক্তিতে এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারের গালভরা বুলিতে মানুষকে ভুলিয়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মানবজাতিকে চরমভাবে শোষণ করার জন্য এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে মোক্ষম সুযোগ করে দেয়। আর সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে শোষিত ও বঞ্চিত জনগণকে সরকারের চিরস্থায়ী গোলাম বানিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে দেয়।

আজ সুদমুক্ত ও শোষণহীন ইসলামী অর্থনীতির প্রবক্তা হিসেবে দুনিয়ার সর্বত্র বহু ইসলামি চিন্তাবিদ পাওয়া যাচ্ছে। সুদবিহীন ইসলামি ব্যাংককে এখন আর অবান্তর কল্পনা বলে বিদ্রুপ করার সাহস কারো নাই। এটা আজ স্বীকৃত যে, ইসলামি অর্থব্যবস্থার আধুনিক ধারণার জন্মদাতা মাওলানা মওদূদী রহ.। আর তাঁর কারণেই অর্থব্যবস্থায় এক ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

৮. শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা

এ উপমহাদেশে স্বাধীনতা লাভের কিছু পূর্বে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বপ্রথম একটি পরিপূর্ণ শিক্ষা বিপ্লবের আওয়াজ শ্রুতিগোচর হয়। এ ছিলো সাইয়েদ

আবুল আ'লা মওদূদীর আওয়াজ। এ আওয়াজের সাথে সাথে মাওলানা ক্রমাগত বিভিন্ন প্রবন্ধাদি ও ভাষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক শিক্ষা পরিকল্পনা এবং তা কার্যকর করার বাস্তব কর্মসূচি রেখে দিয়েছেন। মাওলানা একটি সত্যিকার ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে এত বেশি মসিচালনা করেছেন যে, সেসব আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে এখানে তার কেন্দ্রীয় দৃষ্টিকোণ সংক্ষেপে পেশ করা। তিনি বলেন–

"এখন এটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে, এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে যে দু'টি বিপরীতমুখী শিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীনে যে প্রাচীন ধর্মীয় শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষা তার বিলোপ সাধন করতে হবে। এ উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে এমন এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন যা একদিকে যেন অতীতের সকল ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত হয় এবং অপরদিকে ঐ সকল প্রয়োজন পূরণ করতে পারে যা একটি মুসলমান জাতি, স্বাধীন এবং উন্নয়নকামী জাতি হিসেবে এ সময়ে আমাদের জন্য অপরিহার্য।"

মাওলানা বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তিবর্গ তৈরি করা যারা আধুনিক যুগে দীনে হকের মূলনীতি অনুযায়ী সঠিকভাবে দুনিয়ার নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন না হলে ইসলামের জাগরণ সম্ভব নয়। এ জন্য মাওলানা মওদূদী অত্যন্ত সুন্দর শিক্ষানীতি পরিবেশন করেছেন। ইসলামের জাগরণের জন্য মাওলানা মওদূদীর এ শিক্ষানীতি অত্যন্ত তাৎপর্যের দাবিদার।

৯. ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর অন্যান্য অবদান

মাওলানা মওদূদীর সারাজীবনের কর্মসাধনার সঠিক মূল্যায়ন করলে একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয় যে, একজন বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক ও ইসলামের জাগরণের অগ্রপথিক হিসেবে নিম্নলিখিত দীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন:

১. সমসাময়িক বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি মূল্যায়নের পর ইসলামের মধ্যে কতখানি বিকৃতি এসেছে, তার দেহের ভেতর জাহেলিয়াত কোথায়, কোথায় আঘাত হানলে জাহেলিয়াতের বাঁধন ছিন্ন হবে এবং ইসলাম পরিপূর্ণ শক্তি হিসেবে সমাজের কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে তার জন্য তিনি ব্যাপক সংস্কার সংশোধনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা পেশ করেছেন এবং তদনুযায়ী কাজও চলছে।
২. তিনি মানুষের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, জীবন দর্শন ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলার তিনি সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

৩. ইসলাম দুশমন শক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ করে ইসলামের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছেন।

৪. ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। যাতে করে জাহেলিয়াতের হাত থেকে কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের চাবিকাঠি ছিনিয়ে নিয়ে ইসলামি নেতৃত্বের হাতে সোপর্দ করা যায়।

৫. উপরোক্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি এক বিশ্বজনীন আন্দোলনের সূচনা করে গেছেন– যার ফলে বিশ্বের সর্বত্র ইসলামের জাগরণের গুঞ্জরণ শুনা যাচ্ছে।

উপসংহার

ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর উপরোল্লিখিত অবদান এমন সুদূরপ্রসারী যে এর প্রভাবে ইসলাম আজ এক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসেবে পরিচয় লাভ করেছে। মুসলমানদের পতনযুগে, পাশ্চাত্যের খোদাহীন মতবাদ ও চিন্তাধারা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও আচার আচরণ যেভাবে মুসলমানদের মনমস্তিস্ক আচ্ছন্ন করে তাদের পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক প্রভুদের মানসিক গোলামে পরিণত করেছিল মাওলানা তাঁর শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে পাশ্চাত্য মতবাদ ও চিন্তাধারার অন্ত:সারশূন্যতা ও ধ্বংসকারিতা প্রমাণ করে তার প্রবল প্লাবন থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেন। শুধু তাই নয় ইসলামকে একমাত্র গতিশীল, প্রাণবন্ত ও মানবজাতির জন্য মঙ্গলকর পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে সুস্পষ্ট করে জগতের সামনে তুলে ধরেন। জগতের কোটি কোটি শিক্ষিত যুবক ও সুধী ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে উপলব্ধি করে তার আলোকে নিজেদের মনমস্তিষ্ক ও চরিত্র গড়ে তুলেছে। আজ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের যে গুঞ্জরণ শুনা যাচ্ছে তা মাওলানার সাহিত্য ও বিশ্বজনীন ইসলামী দাওয়াতের ফসল।

মাওলানা মওদূদী ছিলেন আধুনিক মুসলিম বিশ্বের আলেমকুল শিরোমণি, ইসলামের নির্ভরযোগ্য মুখপাত্র। তিনি আজ দুনিয়ায় নেই। কিন্তু তাঁর সাধনা, বিশ্বজনীন তাঁর দাওয়াত, রেখে যাওয়া তাঁর জ্ঞানের ফসল তাঁকে অমর করে রাখবে চিরদিনের জন্য। তিনি চলে গেছেন রেখে গেছেন তাঁর অমূল্য সাহিত্য ভাণ্ডার, যার থেকে আলো পাচ্ছে অগণিত মানবজাতি।

◆◆◆

আতাউল হক সুমন

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ১৯৯২ ঈসায়ী। এ সময় আতাউল হক সুমন, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্র গ্রুপে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল ছিলো 'ইসলামের স্বর্ণযুগ'। অতঃপর রাজতন্ত্রের আগমনে ইসলামের এই স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে। ক্রমান্বয়ে শাসন ব্যবস্থার নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের দীর্ঘকালীন পৃথিবীর শাসনের সকল ক্ষমতা, ঐতিহ্য লোপ পেতে থাকে। মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি সবকিছুতেই একটা অন্ধকারের অমানিশায় ছেয়ে যায়। একসময় আধুনিকতার ছোয়ায় ইসলামের আলো নিভে গেলো ধীরে ধীরে। ইসলাম যেন পুরনো অচল একটা জিনিসে পরিণত হলো। পৃথিবী যতোই সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হলো ইসলাম ততোই বিশ্ববাসীর কাছে প্রাচীন সেকেলে ধর্মের রূপ নিল। পক্ষান্তরে আধুনিক বিশ্বে ইসলামের সঠিক রূপ, এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীতা এবং জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণে একদল ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও মুজাদ্দিদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। তাঁদের প্রচেষ্টার প্রভাব ও ফলস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামের যে তৎপরতা ও গ্রহণযোগ্যতার শ্লোগান ওঠে তাকে ইসলামী জাগরণ বলা যায়।

বিশ্বজুড়ে ইসলামি জাগরণ

বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের জাগরণ একটা উল্লেখযোগ্য দিক। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যেই নয় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ইসলাম যেন স্বমহিমায় জেগে উঠতে চায়। বিশেষ মানুষের গড়া মতবাদগুলোর চরম ব্যর্থতার কারণে সর্বত্রই আজ ইসলামের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আধুনিক বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ব্যাপক আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তুরস্ক, জর্দান, সুদান, ইরাক, মিশর সবখানেই ইসলামি আন্দোলন চলছে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে। এ দেশগুলোর কোনো কোনোটিতে ইসলামি আন্দোলনের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন নিয়ে ভূমিকা পালন করছে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামি জাগরণের অংশ হিসেবে আন্দোলন চলছে। আফগানিস্তানে আজ একটি ইসলামি আন্দোলন বলিষ্ঠতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি আজ একটি সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে আজ ইসলামি আন্দোলন মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা, লন্ডন, কানাডা সবখানে ইসলামি জাগরণ শুরু হয়েছে। আমেরিকায় ইসলামি সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা নামে কাজ হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে এবং অন্যান্য এলাকায় ইসলামি আন্দোলন তৎপর।

কাশ্মিরের মুসলমানদের আন্দোলন আজ সারাবিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। ইরান অবশ্য ইসলামি জাগরণ সৃষ্টিতে সরা বিশ্বে যে জোয়ার শুরু হয়েছিল তার প্রথম কাতারে রয়েছে। বিশ্বজুড়ে ইসলামি জাগরণের নেপথ্যে সর্বকালেই কতিপয় মহান ব্যক্তিত্বের ভূমিকা থাকে। বিংশ শতাব্দীতে আমরা যে ক'জন বিপ্লবী ব্যক্তির কথা বলতে চাই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ও হাসানুল বান্না শহীদ রহ.। এঁরাই সেই মহান পুরুষ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের মাঝে যাদের চিন্তা চেতনা ও নেতৃত্বে বিশ্বময় ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে মাওলানা মওদূদীর জীবনের উপর আলোকপাত করছি।

"কুরআন কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক ইহাকে বুঝিতে চাহিলে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও অনাবিল মন মগজ লইয়া বসিতে হইবে। পূর্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার ধারণা, কল্পনা, বিশ্বাস এবং অনুকূল কিংবা প্রতিকূল সকল প্রকার ঝোঁক প্রবণতা হইতে মন-মগজকে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এইভাবে কুরআন মজিদ বুঝা ও অনুধাবন করার একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য লইয়া কুরআন পাঠ শুরু করা আবশ্যক।"

একজন পাঠকের বিবেককে ধাক্কা মেরে পয়লাই সচকিত করে দেয়ার মতো সহজ কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ইসলামি জাগরণের অনন্য ব্যক্তিত্ব মাওলানা মওদূদী রহ. এর কণ্ঠে। অনেক তাফসির গ্রন্থের অধ্যয়নে প্রণীত তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন' অধ্যয়নকারীর হৃদয়ে দুলে উঠবে সত্যিকার সেই ইসলামি চেতনা, আন্দোলনের বাতাস, এবং রসূল সা. এর মিশনের সচিত্র অনুভূতি। সুতরাং ইসলামের জাগরণ সৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদীর অবদান কতো তা এ একটিমাত্র বিষয়ের নিরিখেই অনুমান করা যায়।

পৃথিবীতে বিভিন্নকালে এমন সব লোকের আগমন হয় যারা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকেন তাঁদের যোগ্যতা, প্রতিভা, এবং তৎপরতার মাধ্যমে। ইতিহাসের ধারা প্রবাহ পাল্টে দিতেও এরকম মনীষীদের প্রতিভার পরিচয় মেলে। যুগ যুগ ধরে তাদের অবদান চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সে রকমই একজন মহাপুরুষ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.। দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদ শহরের এক নামকরা বংশে তাঁর জন্ম হয় ১৯০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর।

পারিবারিক পরিচিতি

মাওলানা মওদূদীর পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী। মাতা রোকেয়া বেগম। দাদা ছিলেন পীর সাইয়েদ হাসান মওদূদী। বংশানুক্রমে তাঁরা ছিলেন নবী সা. এর অধস্তন পুরুষ। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ইসলামি জ্ঞান চর্চা ও মানুষের মাঝে দীন ইসলামের প্রচার কার্যে সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। এ পরিবার থেকেই পয়দা হয়েছে অনেক বড় বড় সুফি সাধকের।

শৈশব-কৈশোর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর পিতা একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী ছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্য ভেঙ্গে তিনি ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন কিন্তু এতে তাঁর কুরআন-হাদিসের গভীর জ্ঞান আহরণের পারিবারিক ঐতিহ্য ক্ষুণ্ন হয়নি। মাওলানা মওদূদীর পিতা তাঁর জন্মের পূর্ব থেকেই পারিবারিক পরিবেশ ইসলামি রীতিতে গড়ে তুলেছিলেন। ফলে নৈতিকতার এক সুন্দর পরিবেশে হাজির হলেন শিশু মওদূদী। বাবা-মায়ের উন্নত ইসলামি জীবন যাপনের পরিবেশ শিশু মওদূদীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলার কারণে শৈশব হতেই তিনি গড়ে উঠার সুযোগ পান ইসলামি ভাবধারায়।

শিক্ষাজীবন

পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান পুত্রকে একজন খাঁটি আলেম হিসেবে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন। সে অনুযায়ীই তিনি মওদূদীর শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হাতে নেন। প্রাথমিক স্তরের পর আরবি, ফার্সি ও উর্দুতে কুরআন-হাদিস, ফেকাহ্ ইত্যাদি বিষয়ে তাকে শিক্ষা দেয়া হয়। তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা থেকে মওদূদীকে দূরে রাখা হলো। লেখাপড়ার পাশাপাশি চরিত্র গঠনের দিকেও তাঁর পিতা দৃষ্টি রেখেছিলেন। সুদক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গৃহেই বার বছর পর্যন্ত তাঁকে পড়ানো হয়। এরপর ভর্তি করা হলো স্কুলে। ঔরঙ্গাবাদ মাদরাসায় তিনি পড়াশুনা করেন। সেখানেই পরে মৌলভী ক্লাসে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন ও সংখ্যা বিজ্ঞানসহ আধুনিক বিজ্ঞানেও জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর হায়দারাবাদ দারুল উলুমেও মওদূদীকে শিক্ষালাভের জন্য পাঠানো হয়।

সমসাময়িক পরিবেশ

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের শোষণ পেষণের থাবা থেকে বিশ শতকের বিশ্ব মানবতার মুক্তি, ইসলামি দুনিয়ার সংহতি, অবচেতন মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলা এবং বিশ্বজুড়ে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনে মাওলানা মওদূদীর

ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে বিশ্বব্যাপী এজন্যই তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হন যখন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা দেশ হারা, রাজ্য হারার অবস্থায় পরাধীনতার জিঞ্জির ও শেকলে বন্দী। বৃটিশদের উপনিবেশের শিকার। তাদের নির্যাতন নিষ্পেষণে জর্জরিত। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপটে নিরাশায় ডুবেছিল। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিলো না। সেখানে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব পুরোমাত্রায় বিরাজমান। মুসলমানদের সে সময় পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রের বড় বড় পদসমূহ থেকে রবখাস্ত করে তাদেরকে নানাভাবে অচল করে দেয়া হয়েছিল। আর এসবকিছু ইংরেজ বেনিয়াদের কর্তৃত্বে সংঘটিত হতো। সে সময় ইসলামের আসল জ্ঞান লাভের পথ বন্ধ ছিলো। মুসলিম সমাজে মাযহাবী কোন্দলকে ঘিরে নানা সংঘাত সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ ও ব্রেলভীর আন্দোলনের অকৃত কার্যতায় মুসলমানরা হতাশা ও নিঃসঙ্গতভাবে সাগরে ভাসছিলো। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অনৈক্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে এদেশগুলো পরাশক্তিগুলোর তাবেদারে পরিণত হয়েছিল। সে সময় পুঁজিবাদ ও ধীকৃত সমাজতন্ত্রের মতবাদের রমরমা অবস্থা ও জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশে দেশে আধুনিক সভ্যতার পরশ এবং উন্নতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষের বেসামাল অবস্থা। জাহেলিয়াতী বস্তুবাদী এ সভ্যতায় মানুষ নিমজ্জমান। উপমহাদেশে মাওলানা মওদূদী রহ. আবির্ভূত হলেন ঠিক সে সময়েই।

আন্দোলনের সূচনা

মাওলানার কর্মজীবন শুরু হবার সময় তাঁর বয়স তখন মাত্র সতের বছর। উপমহাদেশের মুসলমানদের দুর্দশা দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তাদের মুক্তি ও কল্যাণের চিন্তায় তার চঞ্চলতা বেড়ে উঠলো। ঠিক এ সময় পিতার ইন্তেকাল তাকে বিরাট সমস্যায় ফেললো। বিদ্যালয়ের পড়াও বন্ধ করে দিতে হলো। এ সময় পত্রিকার মাধ্যমে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন নিদ্রিত মুসলিম জাতিকে সচেতন করবার। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েও তিনি সেখানে যোগদান না করে তার অর্থকষ্টের সমাধানের সুযোগ না নিয়ে তিনি পত্রিকার মাধ্যমে জাতির খিদমতে নিয়োজিত হলেন এবং ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে একটা বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করেন।

এ পথে যোগ্যতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে ইসলামি আন্দোলন, কুরআন, হাদিস, ফেকাহ্, জেহাদ, যুদ্ধ ও সন্ধি, ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক ও

আন্তর্জাতিক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে শৈশবকাল থেকে ১৯৩২ সালের পূর্ব পর্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। আধুনিক জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথেও তাঁর পরিচয় ঘটে সুনিবিড়ভাবে।

মাওলানা মওদূদীর জীবনের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়ে ১৯৩২ সালে। সে সময় তিনি 'তর্জুমানুল কুরআন' নামক মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামি আদর্শের বিভিন্ন দিক বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরেন সমাজের কাছে। ১৯৩২ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ নয় বৎসর তিনি কলমের মাধ্যমে জেহাদ পরিচালনা করেন।

দীন কায়েমের প্রতিজ্ঞায়

সময়টা মাওলানার জীবনের তৃতীয় স্তর। ১৯৪১ সাল। দীর্ঘদিন লেখনীর মাধ্যমে একাকী উপমহাদেশে ইসলামি আন্দোলন শুরু করার পর একদা তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে লাহোরে তিনি এক কনভেনশন আহ্বান করলেন। লক্ষ্য হলো সত্যিকার ইসলামি হুকুমত কায়েম করার সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা। উমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উক্ত কনভেশনে ৭৫ জন মর্দে মুজাহিদ যোগদান করেন। এরা সবাই ছিলেন তর্জুমানুল কুরআনের নিয়মিত পাঠক। মূলত তর্জুমানুল কুরআনই দীনি আন্দোলন সংগঠিত করণে মাওলানা মওদূদীর অন্যতম হাতিয়ার ছিলো। পাঠকের মাঝে এটা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। অতঃপর ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে দীর্ঘ আলোচনার পর দীন প্রতিষ্ঠার বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করে তিনি 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি দল গঠন করেন। তখন থেকে সংগঠনের মাধমে দ্রুত শক্তি অর্জন করে আল্লাহ্‌র জমীনে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করেন।

চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব

বলা যায় মাওলানা মওদূদীর সত্যানুসন্ধিৎসা ও বিপ্লবী চিন্তাধারা একটা বিপ্লবেরই ঘোষণা করছিল। আর সেই বিপ্লব ছিলো ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে। তিনি পূর্ণাঙ্গ রূপেই অনুভব করেছিলেন যে তাঁর অবলম্বিত পথ কণ্টকাকীর্ণ, বিপদ সংকল ও নিঃসঙ্গ। তবু সত্যের আহ্বান তাকে পাগল করে তুলেছিল। একদিকে পাশ্চাত্য ধর্মহীন পুঁজিবাদী সভ্যতা মানব সমাজকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। অপরদিকে কমিউনিজমের মায়া মরিচীকা মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে পশুর খোয়াড়ে বন্দী করছে। এ অবস্থায় ইসলামি শিক্ষা বিবর্জিত মুসলিম জাতি মানসিক বিভ্রান্তির বন্যায় ভেসে চলছে। ঠিক এ সংকট সন্ধিক্ষণেই মাওলানা

মওদূদী কুরআন ও হাদিসের মশাল জ্বালিয়ে সত্যের ও মুক্তির পথের দিকে আহ্বান জানালেন। তাঁর খুব জানা ছিলো যে এ পথটা ফুল বিছানো নয় বরং অতি বন্ধুর, অতি বিপদসংকল। তবু তিনি ছুটে চললেন নির্ভীক চিত্তে। সাহসে বুক বেধে।

ইসলামি পুনর্জাগরণে অবদান

বিংশ শতাব্দীতে ইসলামি পুনর্জাগরণে মাওলানা মওদূদীর সংস্কার কর্মসূচিতে দেখা যায় তিনি অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের মাঝে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরার চরম গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। দুইশত বছর ইংরেজ শাসনে থেকে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় তারা। এ জন্য দীন ইসলাম সম্পর্কে অসংখ্য ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তাদের ভ্রান্তি নিরসনে প্রয়াস চালান। তিনি ইসলামকে একটি আন্দোলন হিসেবে পেশ করেন।

অবদানের নানান দিক

ক. ইসলামকে একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয় বরং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে যুক্তি-প্রমাণ ও চিন্তাধারার মাধ্যমে পেশ করা। এজন্য তার অসংখ্য সাহিত্য ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষকে সঠিক ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে।

খ. ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন। যা একটি অবাস্তব বিষয় হিসেবে বিংশ শতাব্দীতে অনুমিত ছিলো। কিন্তু মাওলানা মওদূদী এক্ষেত্রে এক শক্তিশালী চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন।

গ. দীন কায়েমের আন্দোলন অপরিহার্য হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে একটি বাস্তব চেতনার সৃষ্টি করা: যার ফলে বর্তমান বিশ্বে ইসলামি আন্দোলন একটি জীবন্ত রূপ হিসেবে অগ্রসর হচ্ছে।

ঘ. কুরআনকে জীবন চলার পথনির্দেশিকা তথা সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা ও এর সহজবোধ্য বিশ্লেষণ পেশ করা: এজন্য তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'তাফহীমুল কুরআন'। আধুনিক বিশ্বে এটি একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসির। দীন কায়েমের লক্ষ্যে দীর্ঘ তেইশ বছর পর্যায়ক্রমে যে কুরআন নাযিল হয়েছিল সেই চেতনা এবং পরিবেশ তাফহীমুল কুরআনের পাতায় পাতায় অনুভূত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ 'তাফহীমুল কুরআন' বিভিন্ন ভাষায় ইসলামি আন্দোলনের সৈনিকদের পথ দেখাচ্ছে।

ঙ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাগরণ সৃষ্টি: ইসলামি অর্থনীতির সুস্পষ্ট ধারণা এক সময় মুসলমানদের ছিলো না। এক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী আধুনিক যুগের

সাথে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে সুন্দর ধারণা পেশ করেছেন এবং 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং', "ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ" এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ইসলামি অর্থনীতির এ ধারণা থেকে আজ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত এবং ভূমিকা পালন করছে অর্থনৈতিক অঙ্গনে।

চ. সাংস্কৃতিক বিষয়ের ধারণা দানঃ এটা সত্য যে বর্তমানে অপসংস্কৃতি আগ্রাসনে বিশ্ব অস্থির। মুসলমানদের সংস্কৃতি কেমন হবে তার দিকনির্দেশনা করেছেন বলিষ্ঠ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে "ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা" তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ছ. ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার রূপ কাঠামো গঠন ও প্রণয়ন : আধুনিক বিশ্বে আধুনিক পরিবেশ শিক্ষাব্যবস্থার নানান ত্রুটি ও অসারতা প্রমাণ করে মাওলানা মওদূদী শিক্ষার সঠিক পরিকল্পনা বিশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা কোন্ পদ্ধতিতে কল্যাণকর হবে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। 'শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামি দৃষ্টিকাণ' এ সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ।

এছাড়া মাওলানা মওদূদী মাযহাবী কোন্দলের অবসান, হিন্দুদের অপপ্রচারের বলিষ্ঠ জবাব, দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি থেকে সঠিক পথের সন্ধান দান করার ভূমিকা পালন করেন।

পরিশেষে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর এই বিখ্যাত মানুষটি যাঁর অক্লান্ত সাধনায় আজ বিশ্বে ইসলামি জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর অসমাপ্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মুসলিম উম্মাহকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া দরকার। এ জাগরণের যেনো পূর্ণতা লাভ ঘটে। অকাল মৃত্যু না হয় সেদিকে সচেতন দৃষ্টি, ভূমিকা পালন করা অপরিহার্য বিশ্বের প্রতিটি কর্ণারে কর্ণারে। আল্লাহ্ এই মহান মানুষটির কল্যাণ করুন।

◆◆◆

মুহাম্মদ রাকিব হাসান (সজীব)

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ১৯৯২ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ রাকিব হাসান (সজীব) মগবাজার আই.ই.এস. স্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্র গ্রুপে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

“প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংখ্যক বই-পুস্তকের আলমারী উজাড় করে পড়াশুনা করেছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কুরআন পাক পড়লাম তখন সত্যি মনে হলো যে এযাবত যা পড়াশুনা করেছি তা সবই ব্যর্থ। জ্ঞানের মূল এখন আমার হাতে। ক্যান্ট হেগেল, নিতশে, মার্কস, এবং দুনিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলগণ আমার কাছে একেবারে শিশু মনে হয়েছে। তাদের প্রতি করুণা হয় যে, তারা যে সব সমস্যার সমাধানের জন্য সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে এবং যে সবের উপর বিরাট বই রচনা করেছে, সে সবের সমাধান পেশ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এসব সমস্যার দুই এক কথায় সুষ্ঠ সমাধান পেশকরা হয়েছে। এসব বেচারা যদি এ মহাগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকতেন, তাহলে তারা তাদের জীবন এভাবে ব্যর্থতায় কাটিয়ে দিতেন না।”-আল্লামা মওদূদী রহ.

আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তুলবার জন্যই যুগে যুগে নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। যখনই মানুষ নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়েছে তখনি আবার কোনো নবী এসে নতুন করে শিক্ষা দান করেছেন। কিন্তু শেষ নবীর পর আর কোনো নবী আসবেন না বলেই আল্লাহ পাক যুগে যুগে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই এমন এমন ব্যক্তির পয়দা করেছেন যারা শেষ নবীর শিক্ষাকে সঠিক রূপে আবার মানব জাতির সামনে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ইসলামের পুনর্জাগরণে অবদান সম্পর্কে মূল্যায়ন করার পূর্বে আমাদের তার সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া দরকার।

যে সময় তিনি কর্মজীবনে পদার্পণ করেন সে সময়টা মুসলিম জাতির জন্য ছিলো চরম অধঃপতনের যুগ। ইসলামি আদর্শ থেকে ক্রমশ: বিচ্যুত হবার পরিনামে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে। উনবিংশ শতের মাঝামাঝি ইউরোপের গোলামী মুসলিম জাতিকে সর্বদিক থেকে এমন পঙ্গু করে ফেললো যে, ওলামায়ে কেরাম কোনো রকমে

কুরআন ও হাদিসকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টাও চালু রাখতে সক্ষম হননি।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম জাতির ধ্বংসাবশেষ হিসেবে উসমানী খেলাফত যখন খতম হয়ে গেলো তখন অধঃপতনের আরও নিকৃষ্ট রূপ দেখা দিলো, এতোদিন অমুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলামনদের বিরুদ্ধে যতোকিছু করা হয়েছে তা দুশমনদের অন্যায় আচরণ হিসেবেই মুসলমানরা বিবেচনা করেছে। তাই প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হলেও ঐ সবের বিরুদ্ধে মুসলিম মানসে চরম বিদ্বেষ সৃষ্টি হবার ফলে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের কোনো ফাটল তৈরি হয়নি।

কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিমদের মধ্যে সুবিধাবাদী একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গেলো। ইউরোপিয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাদের মন-মগজ ও চরিত্র এমনভাবে গঠিত হলো যে, নামে মুসলিম সত্ত্বেও চিন্তা ও কর্মে তারা বিজাতীয় আদর্শের অনুসারী হয়ে পড়ল। এ জাতির তথাকথিত মুসলিমদের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে ইসলামের উপর যখন হামলা শুরু হলো তখন এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজে সংক্রমিত হতে শুরু করলো। মুসলমানদের উন্নতির দোহাই দিয়েই এ সব হামলা চালানো হলো। কামালপাশা আরবি ভাষাকে উৎখাত করে ছাড়লো। এভাবে ইসলামি সভ্যতার সব বাহ্যিক রূপ তিরোহিত করে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করাকেই উন্নতির সোপান বলে এক শ্রেণীর আধুনিক মনে করে বসলো।

সবচেয়ে গুরুতর হয়ে দেখা দিলো উপমহাদেশের নতুন নবুয়্যত চালু ইসলাম থেকে জিহাদের ধারণা রপ্ত করার মাধ্যমে, ইংরেজ রাজত্বকে চিরস্থায়ী করার ষড়যন্ত্র। কুরআনই যথেষ্ট বলে শ্লোগান দিয়ে হাদিসকে অস্বীকার করা হলো। ওলামায়ে কেরাম সে সবের প্রতিরোধে এগিয়ে এলেও মুসলিম জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্বে ইউরোপিয় মন-মগজধারী মুসলমানদের নেতৃত্বেই চালু হয়ে রইলো। উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ রাজত্ব খতম করে স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি দেখা দিলো। একদল নেতৃত্বে সব ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেই ইসলামের নামে সমর্থন জানালেন, অপর দল পৃথক মুসলিম জাতীয়তার সমর্থন করে আন্দোলনে শরিক হলেও আসল নেতৃত্ব সেসব মুসলমানদের হাতেই থাকলো যারা চিন্তা ও কর্মে ইউরোপের অনুসারী।

এভাবে মুসলিম জাতি যখন ইসলামি নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে চিন্তার বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত, ঠিক তখনই মাওলানা মওদূদী ইসলামের

মুখপাত্র রূপে আবির্ভূত হন। নিম্নে ইসলামের পুনর্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো।

আল কুরআনের যথার্থ উপস্থাপন

আল কুরআন নাযিল হয়েছে বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত। মানুষ এটা জানবে, বুঝবে সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবেন। ফলে মানুষ লাভ করবে দুনিয়ার কল্যাণ ও পরকালের মুক্তি। বিশ্ব জুড়ে মানবতার বিকাশ ঘটেব। কুরআনের অনুসারীগণ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। নেতৃত্বের রাজমুকুট লাভ করবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মুসলমানদের রাষ্ট্রশক্তি হারানোর পর কুরআনকে মুসলমানরা সেভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। আল্লাহর কিতাবকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে ভক্তির সাথে শুধু তেলাওয়াত করা এবং দোয়া দুরূদ পড়াই তখনকার সমাজে চালু ছিলো। আলেম সমাজের মধ্যে পর্যন্ত কুরআন বুঝবার, বুঝাবার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনকে অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক, এছাড়া যে ঈমানের দাবি পূরণ হতে পারেনা। এ মৌলিক ধারণাটাই লুপ্ত হতে বসে ছিলো।

এহেন অবস্থায় মাওলানা 'তাফহীমূল কুরআন' এর মতো বিখ্যাত তাফসির লিখে একথাই বুঝিয়েছেন যে, রসূল সা. এর তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবনই কুরআনের আসল ব্যাখ্যা। কুরআন আল্লাহর পক্ষ হেদায়াত। মানব জাতির সুখ, শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা মর্যাদা কুরআন এর অনুসরণের উপরই নির্ভর করে। যারা দীন প্রচেষ্টার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেনা তাদের নিকট কুরআনের আসল মর্মকথা স্পষ্ট হতে পারেনা। কুরআন বুঝা তাদের জন্যই সহজ যারা ঐ আন্দোলনে সক্রিয়। এভাবে মাওলানা কুরআনকে গাইড বুক হিসেবে মুসলমান ও বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি জোড় দিয়ে বলেন– "একটি গতিশীল সুন্দর সংগ্রামী জীবনের প্রস্ফুটিত নক্‌শা কুরআনে আছে, অন্য কোথাও নেই।"

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তার ধারণার যথার্থ উপস্থাপন

বিশ্ব ব্যাপীত বটেই এই উপমহাদেশেও ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ছিলো খুবই সংকীর্ণ। পৃথিবীতে অন্য যে সমস্ত ধর্ম প্রচলিত আছে তা মূলত মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ঐ ধরনের ধর্মের সাথে তুলনা করার কারণে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা একই রূপ বদ্ধমূল ছিলো। পোপ যাজকগণ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে জালিম শাসকদের পক্ষে সক্রিয় সহযোগিতা করতে থাকে। ব্রাহ্মণগণের দেখা

৩—

গেছে জনগণকে গোত্রীয় বিষাক্ত অনলে দাহ করতে। ফলে "ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার রাষ্টীয়, সমাজজীবন এর কোনো স্থান নেই।" এ বক্তব্য বিশ্বব্যাপী প্রভাব সৃষ্টি করে ফেললো। তারই প্রভাবে মুসলমানদের সমাজে ইসলাম শিক্ষা, নামায রোযার মাসয়ালা মাসায়েল ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামকে ব্যক্তিজীবনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখার ষড়যন্ত্র চললো। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান আছে কিনা সে বিষয়ে আলেম সমাজেও তেমন কোনো চর্চা ছিলো না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব ও রসূল সা. আনুগত্যের কোনো ধারণাই সমাজে ছিলো না। মাওলানা মওদূদী এ দিকটা উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের মন-মগজ থেকে এ ভুল ধারণা তাড়াতে হবে নতুবা দুনিয়ার মানুষ মানব রচিত মতবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকবে। তাই তিনি করআন ও হাদিসের দলিল দিয়ে প্রমাণ পেশ করলেন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা আল্লাহ মানুষকে একটি স্থায়ী অটল ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান দান করেছেন। যা মানুষের জীবন যাপনের জন্য একমাত্র সরল, পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট ও ঋজু পথ।

ইকামতে দীনে আন্দোলন যে সবচেয়ে বড় ফরয তার বলিষ্ঠ যুক্তি উপস্থাপন

তখনকার মুসলমান সমাজে একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম, কোনো ঝামেলা পছন্দ করে না। যার মানার সে মানবে। অর্থাৎ ইসলামকে একটি আপোষকামী ধর্ম হিসেবে প্রচার করা হচ্ছিল। অথচ আল্লাহর দীন যে বাতিলের অধীনে কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য প্রেরিত হয়নি এবং রসূল সা.-কে যে, দীনের হক বিজয়ী করার জন্য দায়িত্ব দেয়া ছিলো, সে কথার চর্চা আলেম সমাজেও চালু ছিলো না। মাওলানা মওদূদী রহ. বলিষ্ঠভাবে আওয়াজ তুললেন যে ইসলাম একটি আন্দোলন। ইসলাম পরাজিত হওয়ার জন্য বা আপোষ করে চলার জন্য আসেনি। ইসলাম বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে। গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এসেছে। তিনি কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

ইসলামি আন্দোলনের আদর্শ নমুনা পেশ

মাওলানা শুধু ইসলামকে এমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান, ইকামাতে দীনের দিশারী রূপে কুরআন পাকের তাফসির করে ক্লান্ত হননি। রসূল সা. এর অনুকরণে ইকামতের দীনের প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞানসম্মত আন্দোলনের রূপ ও নেতৃত্ব দান করেন। যে কোনো আন্দোলনের সাফল্য প্রধানতঃ যোগ্য নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে। মাওলানা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেছেন আন্দোলনের ময়দানে।

নিখুঁত সংগঠন গড়ে তোলা

দুনিয়াতে যে কোনো বড় কাজ সম্পাদন করতে প্রয়োজন সংগঠিত শক্তি। এটা একটা বাস্তব সত্য কথা। দুনিয়াতে এ যাবত যারাই কিছু করেছে বা যেসব শক্তি বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা সকলেই সংগঠিত শক্তি। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের ভিতরে সেই চিন্তা ছিলোনা বলেই চলে। প্রায় সকল ক্ষেত্রে দুঃখজনকভাবে তারা ছিলো অসংগঠিত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। মাওলানা বলিষ্ঠভাবে কুরআনের মাধ্যমে সংগঠিত জীবনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। রসূলের সা. এর জিন্দেগীর নক্শা উপস্থাপন করে প্রমাণ করেন যে, সংগঠন বহির্ভূত জীবনে ঈমানী দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা যায়না। তিনি ইসলাম কায়েম করার উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত সাংগঠনিক কাঠামোর নিখুঁত ছক তৈরি করেছেন। সাংগঠনিক কাঠামো সংগঠনের বিভিন্ন টাওয়ার কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রম নির্ধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, সাংগঠনিক জটিলতা ও দূর করার উপায় ইত্যাদি এমন বিষয় যার মূল সূত্র কুরআন ও হাদিস থেকে বের করা সম্ভব হলেও এর খুঁটিনাটি দিকের সঠিক ধারণা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর মননশীল ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। সংগঠনের কাঠামো এমন নিখুঁত হওয়ার কারণেই এখানে নেতৃত্বের কোন্দল সৃষ্টি হবার কোনো পথ নেই।

ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা

ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে যে একটি রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হতে পারে এ শতাব্দীর শুরুতে সে ধারণা মুছে গিয়েছিল। অপর দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক বাহকরা এই বিষ ছড়াচ্ছিল যে যদি ঐ রকম কিছু হয়ই তাহলে বর্বর অসভ্যকদর্যের প্রতীক। তারা তাদের পোপ পাদ্রী যাজকদের নিয়ন্ত্রিত Theoratic state এর প্রতিনিধিত্ব করছিল। উল্লেখিত উভয় বিধ প্রচারণা ইসলামি উম্মাহকে নিস্তেজ করে দিয়েছিল।

মাওলানা মওদূদী আধুনিক পরিভাষায় গণতান্ত্রিক বিশ্বের সচেতন মহলের উপযোগী গ্রহণযোগ্য ভাষায় ইসলামি রাষ্ট্র, শাসনতন্ত্র 'ইসলামি সরকারের আইন' শাসন ও বিচার বিভাগ সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট ধারণার উল্লেখ করেছেন যা অতুলনীয়। 'খিলাফত ও মুলকিয়া' নামক বইতে তিনি একটি আদর্শ ইসলামি শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তিনি এ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রসূল সা. এর প্রতিনিধিত্বতার প্রমাণ দান করেছেন। জনগণের পথ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আল্লাহও রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এটাই হলো ইসলামের মূল উদ্দেশ্য।

তিনি বলেছেন রাষ্ট্রধর্ম ও সরকারে মধ্যে এতোটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে সরকার যদি অমুসলিম হয়, তবে তা জুলুম বেইনসাফীর হাতিয়ার এবং তা দ্বারা সংগঠিত চেংগিজী ধ্বংসলীলা। পক্ষান্তরে ইসলাম যদি হয় রাষ্ট্র সরকার বিহীন তবে বাদ পড়ে থাকে বিরাট অংশ এবং বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর দীন হয় পরাজিত ও দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ। এজন্যই রাষ্ট্রকে ইসলামের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করা, সরকারকে ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করা এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা জালানো জরুরি। কেননা রসূল সা. বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَيَدَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لاَ يَدَعُ بِالْقُرْآنِ

"আল্লাহ তায়ালা রাষ্ট্র ক্ষমতা দ্বারা যে সব জিনিসই বন্ধ করে দেন যা শুধু মাত্র কুরআন দ্বারা বন্ধ করা যায় না।"

ইসলামি অর্থনীতির ব্যাপক ধারণা

আমাদের দেশের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমাজ চিন্তানায়কগণ কারও ভিতরে ইসলামি অর্থনীতির ব্যাপারে তেমন কোনো ধারা ছিলোনা বললেই চলে। সাধারণভাবে তখনকার সময় তিনটি ধারণা লক্ষ্য করা যেতো। এক : পুঁজিবাদী অর্থনীতি। দুইঃ সমাজতন্ত্র, তিনঃ উভয়ের মিশ্রিত অর্থনীতি।

এ যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যান্য বহু বিষয়ে চর্চা থাকলেও ইসলামের কোনো অর্থনীতি আছে বলে কেউ দাবি করেননি। ইউরোপিয় পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মুসলিম জাতির মুক্তিকামী চিন্তাবিদদের কেউ কেউ পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলামের অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে করতেন।

ঠিক সেই সময়ে মাওলানা মওদূদী পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে বস্তুবাদ নামক একই কুমাতার জঘন্য দুই সন্তান বলে তিনি অর্থব্যবস্থার সকল মারাত্মক ভুল অতি সহ ভাষায় তুলে ধরলেন। তিনি অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারের বুলিতে মানুষকে ভুলিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাধ্যমে চরমভবে শোষণ করার জন্য, সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে শোষিত ও বঞ্চিত জনগণকে সরকারের গোলাম বানিয়ে রাখার ব্যবস্থা।

তিনি অকাট্য যুক্তি দ্বারা কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামি অর্থনীতির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। তিনি শুধু উল্লেখই করেননি বরং ইসলামের যে

একটি স্বতন্ত্র অর্থব্যবস্থা আছে যার মাধ্যমে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে তার প্রমাণও দিয়েছেন।

জাতীয়তাবাদের অন্ধ মোহ থেকে মুসলমানদের রক্ষা

খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর ভারতীয় মুসলমানগণ চরম নৈরাশ্যের শিকার হন। বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের কবল থেকে এই উপমহাদেশ মুক্ত করার আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠলো তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলিম জাতীয়তাবাদ তখনকার মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। নেতৃ স্থানীয় আলেমগণও দুঃখজনক ভাবে এই বিভ্রান্তির শিকার হন। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে সভাপতি মাওলানা হোসাইন আহমেদ মাদানী রহ. ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো বিশ্ব বিখ্যাত আলেমগণ ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের সমর্থকের ভূমিকায় নামেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি আরও দৃঢ় হয়।

ঠিক সেই সময় মাওলানা মওদূদী অকাট্য যুক্তি ও কুরআন হাদিসের দলিল প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, অখণ্ড ভারতের ভৌগলিক এলাকা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী মতবাদ। তিনি প্রমাণ করেন যে, অমুসলিমদের সাথে মিশে মুসলমান কখনো এক হতে পারেনা, মাওলানার 'মাসালায়ে কাওমিয়াত' বইখানি হিন্দু ভারতের একজাতীয়তার ভিত্তিতে রামরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সাধ ভেঙ্গে দেয় এবং পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে। মাওলানা মওদূদীর রহ. এই বিরাট খেদমতের ফলে আজ লক্ষ লক্ষ মুসলমান অনৈসলামি সংস্কৃতির কালো হাত থেকে বের হতে পেরেছে।

পাশ্চাত্যে সভ্যতার প্রভাব থেকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রক্ষা

তখনকার সময়ের শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এমন ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে, মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তারা হীনমন্যতায় ভোগছিলো। সদু, ঘুষ, অবাধ নারী পুরুষের মেলা মেশা, চুরি, মদপান ইত্যাদির জন্য কঠোর শাস্তিকে তারা বর্বরতা মনে করতে লাগলো। জিহাদের অপব্যাখ্যা করতে লাগলো।

মাওলানা বিপুল পরিমাণে বই লিখে এবং শিক্ষিত মহলের বিভিন্ন প্রশ্নের অত্যন্ত নিখুঁত জবাব দেন এবং তার 'তানকিহাত' গ্রন্থটি দর্শন ও যুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলকে মুসলিম মানুষকে সমূলে উৎখাত করার যোগ্য ভূমিকা পালন করে।

মাওলানার অন্যান্য অবদানসমূহ

- সমসাময়িক বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির মূল্যায়নের পর ইসলামের মধ্যে বিকৃতি এসেছে তা নির্ণয় করে ইসলামকে তার সঠিক রূপে তুলে ধরেছেন।
- কোথায় আঘাত হানলে জাহেলিয়াতের বাধন ছিন্ন হবে, ইসলাম পুনরায় শক্তিশালী হবে তার সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী কাজ করেছেন।
- তিনি মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা, জীবন দর্শন, আমল ইসলামের ছাচে গড়ে তোলার সফল চেষ্টা চালান।
- বংশানুক্রমিক রসম রেওয়াজ ও ইসলামের নামে নতুন নতুন বিদয়াতের মূলোৎপাটন করেন।
- উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো হাসিলের জন্য তিনি এক বিশ্বজনীন আন্দোলনের ঘোষণা করেন– যার ফলে বিশ্বের সবত্র ইসলামি পুনর্জাগরণের শুনা যাচ্ছে।
- ইসলামে নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তিনি তার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

সর্বশেষে এই কথা বলতে চাই যে, মাওলানা বিদায় নিয়েছেন এ দুনিয়া থেকে। কিন্তু তিনি পূর্ণ করে গেছেন তার কাজ তার জীবনের সাধনা তার বিশ্বজনীন দাওয়াত রেখে যাওয়া জ্ঞানের ফসল তাকে অমর করে রাখবে চিরদিনের জন্য। তিনি চলে গেছেন রেখে গেছেন তার অমূল্য সাহিত্য ভাণ্ডার এবং অগণিত রূহানী আওলাদ যারা ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্যাপী এবং তার ফেলে যাওয়া কাজ চলতে থাকবে যুগ যুগ ধরে।

ইসলামের পুনর্জীবনে মাওলানার অবদান ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে, থাকবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে।

> "নাহি সেত আজ ধুলার ধরায়
> আছে শুধু তার জ্বালানো আলো
> পথ হারা কত লক্ষ পথিক
> সে আলোতে পথ পেলো।"

◆◆◆

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ১৯৯২ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্র গ্রুপে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

উপক্রমণিকা

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন ইসলাম"। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইতিপূর্বে বহু ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটেছিলো। সেগুলো ছিলো মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত। মানবতার কল্যাণ সাধনে সেগুলো ব্যর্থতায় পর্যবষিত হয়েছে বহু আগে। মানবতার কল্যাণ সাধনে মানুষের চিন্তাধারায় তৈরি আদর্শ সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ। কারণ, মানবের চিন্তারাজ্যের রয়েছে সীমাবদ্ধতা, তাই সৃষ্টির জাগতিক ও পারলৌকিক উন্নতিতে স্রষ্টার প্রদর্শিত পথই একমাত্র সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে সামর্থ। আর বিশ্ব স্রষ্টা হলেন মহান রাব্বুল আলামিন।

রাব্বুল আলামিনই আমাদের সামগ্রিক জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন ইসলামকে। অতএব, দীন হিসেবে ইসলামের দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই।

ইসলাম কি?

'ইসলাম' (إِسْلَام) একটি আরবি শব্দ। এ শব্দটি 'সিলমুন' (سِلْمٌ) ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ শান্তি। আর ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে– আত্মসমর্পণ (Surrender), নিজেকে সপে দেওয়া।

আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়ার মাধ্যমে নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে সপে দেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলে এর নাম হয়েছে 'ইসলাম'। দুনিয়া জাহানের প্রভু আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম। তাই এদিক দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির ধর্মই হচ্ছে ইসলাম।

কিন্তু, মানুষকে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন নিজস্ব চিন্তা, মত ও কর্মের স্বাধীনতা। তাই সকল মানুষকে মুসলিম বলা চলে না। একমাত্র তাঁরাই মুসলিম যাঁরা তাঁদের এ চিন্তা, নির্বাচনের ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ প্রদর্শিত চলার পথ বেঁছে নিয়েছেন।

জাগরণ কি?

'জাগরণ' এর শাব্দিক অর্থ জেগে থাকা, নিদ্রা ভংগ হওয়া তথা অচৈতন্য অবস্থা থেকে চৈতন্য ফিরে পাওয়া। এককথায়, অবস্থার পরিবর্তন হওয়া।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে মানব জীবনের মাঝেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগতে থাকে। এ পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগে পরিবর্তন হতে হতে মানুষ এমন একটা পর্যায়ে আসে যখন মানুষ হয় দিকভ্রান্ত, ন্যায় অন্যায়ের প্রার্থক্যশক্তি হয় বিলুপ্ত, অনাচার, কুসংস্কার স্থানজুড়ে নেয় সদাচার ও সংস্কারের, ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামী স্থলাভিষিক্ত হয় ধর্মাচারের, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রেরণ করে এ সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাহাই 'ইসলামি জাগরণ'। একে আরবিতে বলা হয় 'তাজদীদ' (تَجْدِيْد)। আর যাঁদের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এ মহান কাজের আঞ্জাম দেন, তাঁরাই হলেন 'মুজাদ্দিদ' (مُجَدِّد) বা সংস্কারক।

এ জাগরণ কাদের দ্বারা হবে?

পৃথিবীর আদিকাল থেকে মানবের জন্যে আল্লাহর প্রদর্শিত দীন ছিলো ইসলাম। তাই একথা ভুল হবে যে, উম্মতে মুহাম্মদি সা. এর দীন শুধু ইসলাম। বরং ইসলাম পূর্ববর্তী সকল নবী ও রসূলদের ধর্ম তথা দীনও বটে।

তাই, মুহাম্মদ সা. এর আবির্ভাবের পূর্বে আল্লাহর মনোনীত দীন ছিলো ইসলাম। তখন ইসলামের জাগরণ হতো নবীদের মাধ্যমে। কিন্তু, মহানবী হযরত সা. নবীদের সর্বশেষ। তার পরে কোনো নবী আসবেনা।

স্বয়ং তিনি বলেন– لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ আমার পর কোনো নবী নেই।"

অতএব, নবী মুহাম্মদ সা. এর পরে কাদের দ্বারা এ জাগরণ সম্পাদিত হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে হাদিস-

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا (رواه أبو داود)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মহান রাব্বুল আলামিন প্রতি শতাব্দীর মাথায় এ উম্মতের জন্য (উম্মতে মুহাম্মদি সা.) এমন এক ব্যক্তি প্রেরণ করেন যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করেন। (আবু দাউদ)

মাওলানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাওলানা মওদূদী রহ. বিংশ শতাব্দীর এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। এ বৈচিত্রময় পৃথিবীতে অনেক খ্যাতিমান মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে। পৃথিবী থেকে বিদায়

নিলেও তাঁদের সুনাম, কৃতিত্ব ও অবদান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁদের অন্যতম।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা মওদূদী রহ. ১০৯৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদের আওরংগজেব শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম-সাইয়েদ মৌলভী আহমদ হাসান।

তাঁর উর্ধমুখী বংশ পরস্পরার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাঁর ৩৯তম পূর্বপুরুষ ছিলেন 'আসাদুল্লাহ' হযরত আলী রা.।

শিক্ষা গ্রহণ

শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে "Education is the harmonious development of body, mind and soul" এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাওলানা মওদূদী রহ. ছিলেন একজন যথার্থ শিক্ষিত। তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতা সাইয়েদ মৌলভী আহমদ হাসানের নিকটই সমাপন করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার্থে ভূপালে যান। ১৯১৪ ইং সালে মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তিনি মৌলভী পরীক্ষা পাস করেন। অতঃপর ১৯১৫ ইং থেকে ১৯২১ ইং পর্যন্ত সময়ে তিনি তাঁর ভাই আবুল খায়ের মওদূদী রহ. এর সাথে উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম হযরত মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াজি রহ. এর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াজি রহ. উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ অলীও ছিলেন। মাওলানা মওদূদী রহ. তঁর নিকট মানতিক, দর্শন, কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি এলেম হাসিল করেন। মাওলানা আবদুস সালাম নিয়াজি রহ. বলতেন, “আমার আড়াইজন ছাত্র আছে; তারা হচ্ছে– আবুল আ'লা মওদূদী, আবুল খায়ের মওদূদী, আর অর্ধেক হচ্ছে বাকি অন্যান্যরা।”

মাওলানার কর্ম জীবন

মাওলানা মওদূদী রহ. এর কর্মজীবন ব্যাপক। তাঁর জীবনের কোনো অংশেই তিনি অকর্মণ্য ছিলেন না। তাই, তাঁর কর্মজীবন মানে তাঁর সারাটি জীবন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯১৮ সালে ১৫ বছর বয়সে বজনূর থেকে প্রকাশিত 'মদীনা' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এ বছরেই তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালে “আনজুমানে ইয়ানতে নজর বন্দানে ইসলাম” সংস্থার সক্রিয় সদস্য হন। ১৯২০ সালে 'তাজ' এবং ১৯২২ সালে জমিয়তে ওলামা হিন্দের মুখপাত্র 'মুসলিম' পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯২৫

সালে দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'আল জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। আর ১৯২৮ সালে এ দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন।

এরপর তিনি দীন ইসলামকে মানুষের নিকট বোধগম্য ও সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য ইসলামি সাহিত্য রচনায় মনোযোগ দেন। তাঁর রচিত ইসলামি সাহিত্যের মধ্যে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম', ১৯৩০ সালে প্রকাশিত 'রেসালায়ে দীনিয়াত', ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা', ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'মাসালায়ে কাওমিয়াত' জনমনে ব্যাপক সাড়া জাগায়। ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট লাহোরে তিনি ৭৫ জন লোক নিয়ে 'জামায়াতে ইসলামী' প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তাঁকেই আমীর নির্বাচিত করেন উক্ত ৭৫ জন লোক। বাকি জীবন তিনি তাঁর এ প্রাণপ্রিয় সংগঠনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ইসলামের জাগরণ তথা বিপ্লবের জন্য আন্দোলন করে যান।

১৯৫৩ সালে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে 'কাদিয়ানী সমস্যা' বইটির লেখক হওয়ার অপরাধে সামরিক আইনের অধীনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১১ই মে সামরিক আদালত মাওলানার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। এদিকে সারা পৃথিবীতে এ অন্যায় এবং ষড়যন্ত্র মূলক দণ্ডাদেশের প্রতিবাদের ঝড় উঠে। অবশেষে, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার মৃত্যুদণ্ড মওকূফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। ১৯৫৫ সালের ২৯শে এপ্রিল একটি বিশেষ আইনে মাওলানার তাঁর সঙ্গীদের সহকারে মুক্তি লাভ করেন।

এমনিভাবে এ মহান পুরুষ নানা ধরনের নির্যাতন কারাভোগ ও মৃত্যুর হুমকির মধ্য দিয়ে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে যান। অবশেষে, ১৯৭৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের সময় অনুযায়ী সন্ধা ৫টা ৪৫ মিনিটে আমেরিকার বাফেলো হাসপাতালে এ মহান বিশ্ব ইসলামি চিন্তাবিদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

যদিও মাওলানা মওদূদী রহ. আজ আমাদের মাঝে নেই তবুও তার কর্মজীবন আমাদের সঠিক পথ নির্দেশনায় সহায়ক হবে। তাই, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি অমরতা লাভ করেছেন। কবির ভাষায়–

> "নাহি সেত আজ ধুলার ধরায়
> আছে শুধু তার জ্বালানো আলো
> পথ হারা কত লক্ষ পথিক
> সে আলোতে পথ পেলো।"

মাওলানা কি মুজাদ্দিদ?

আমাদের প্রবন্ধের শিরোনাম যেহেতু "ইসলামের জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী রহ." তাই প্রথমে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা দরকার যে, মাওলানা কি এ যুগের মুজাদ্দিদ? কারণ, দীনকে সংস্কার তথা ইসলামের জাগরণের জন্য মুজাদ্দিদের প্রয়োজন রয়েছে। মুজাদ্দিদ কারা? এ প্রসঙ্গে হাদিস : "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তায়ালা প্রতি শতাব্দীর মাথায় এ উম্মতের জন্য এমন এক ব্যক্তি প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করবেন।" (আবু দাউদ)

আর মাওলানা মওদূদী রহ. এর জন্মও এ পৃথিবীতে একটি শতাব্দী তথা বিংশ শতাব্দীর মাথার দিকে। তাঁর কর্মজীবন থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। আজ বিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বের ইসলামি আন্দোলনগুলো তাঁর বিশ্লেষিত কর্মপন্থায় পরিচালিত হচ্ছে। নিম্নে ইসলামের জাগরণে তাঁর ভূমিকা থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হচ্ছে।

ইসলামের জাগরণে সংগঠক হিসেবে মাওলানার ভূমিকা

لَا إِسْلَامَ إِلاَّ بِالْجَمَاعَةِ "সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। হযরত ওমর রা. এর এ উক্তির যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন মাওলানা মওদূদী রহ.। তাই, তিনি ১৯৪১ সালের ২৬শে আগষ্ট লাহোরে ৭৫ জন লোক নিয়ে "জামায়াতে ইসলামী" নামে একটি আদর্শ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোপূর্বে আরো বহু ইসলামি সংগঠন ও সংগঠকের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু, ইসলামি সংগঠনকে সুন্দর ত্রুটিমুক্ত রাখার সাগঠনিক দক্ষতা মাওলানা মওদূদী রহ. ব্যতীত বিরল। তাই, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "আমি চিন্তাবিদ মওদূদীর চেয়ে সংগঠক মওদূদীকে শ্রেষ্ঠতর মনে করি।" মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলাম কায়েম করার জন্য কালোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত যে সাংগঠনিক কাঠামোর ধারণা দিয়েছেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ উপমহাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তৌহিদী জনতা আজ 'জামায়াতে ইসলামী'র মত আদর্শ সংগঠনের পতাকা তলে সমবেত হয়েছে।

দা'য়ী ইলাল্লাহ্ হিসেবে

ইসলামের জাগরণের জন্য একজন দা'য়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইসলামি জাগরণ জনমনে ইসলামি চেতনার প্রতিফলন। আর জনমনে ইসলামি চেতনা জাগাতে একজন দা'য়ী ইলল্লাহই পারেন। তাই দা'য়ী ইলাল্লাহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ, "ঐ ব্যক্তির কথার চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে দা'য়ী ইলাল্লাহর কাজ করে, সৎকাজ করে। আর বলে যে, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলমান।"

মাওলানা মওদূদী রহ. এ দা'য়ী ইলাল্লাহর অন্যতম। তিনি আজীবন তাঁর সমস্ত শক্তি, শ্রম, মেধা, প্রজ্ঞা সবকিছুই আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার জন্য ব্যয় করে গেছেন। তিনি যেখানেই থাকতেন না কেনো সেখানেই মানুষকে দীন সম্পর্কে বুঝাতেন। এমনকি ১৯৬৪ সালে তৎকালীন সরকার সামরিক আইনে তাঁকে যখন কারাবন্ধ করেন তখনও তিনি তাঁর কামরার আশপাশের লোকদের সামনে সকালে নাস্তার পর দারসে কুরআন এবং বিকালে দারসে হাদিস পেশ করতেন। মোদ্দকথা তার সমগ্র কর্মজীবন পর্যালোচনা করলে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তাঁর সকল কাজকর্মের মূলে যে উদ্দেশ্য ছিলো তাহলো মানুষের নিকট আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছানো।

সংস্কারক হিসেবে

ইসলামের জাগরণ মানেই ইসলামকে কুসংস্কার ও রেসেম রেওয়াজ থেকে মুক্ত করে ইসলামের প্রকৃতরূপ তুলে ধরার মাধ্যমে জনমনে বৈপ্লবিক চেতনা সৃষ্টি করা। মাওলানা মওদূদী রহ. সেই মহান ব্যক্তিত্ব যিনি এ কাজটি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ইসলামের কতিপয় পরিভাষা সমাজে যার অপব্যাখ্যা প্রচলিত ছিলো তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে জেহাদ কথাটি শুনলেই শ্রোতার মনে ভীতসন্ত্রস্ততা ফুটে উঠতো এবং জেহাদ মানেই রক্তারক্তি ও যুদ্ধবাজি মনে হতো। মাওলানা মওদূদী রহ. তার 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' বইটিতে জেহাদের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং মানুষকে একথা বুঝানোর চেষ্টা চালান যে, একজন মুসলমানের প্রতিটি কাজের মধ্যে জিহাদ একান্ত কাম্য হওয়া উচিত। উপরন্তু, মাওলানা তাসাউফের বর্তমান পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন, "ইহা মুসলমানদেরকে জীবন সংগ্রাম থেকে দূরে রেখেছে এবং খানকাগুলোতে হা-হু ব্যতীত আর কিছুই নয়। তিনি তাঁর 'ইসলাম পরিচিত' বইয়ের 'দীন ও শরিয়ত' অধ্যায় তাসাউফের সঠিক ধারণা প্রদান করেন।" এভাবে তিনি ইসলামের আরো বহু কার্যকলাপের প্রচলিত ধারণার ভ্রান্ততা প্রমাণ করে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ উপস্থাপনকারী হিসেবে

"Islam is the complete code of life" একথাটি আজ প্রতিটি মানুষ তার বাস্তবজীবন যাই হোকনা কেনো তার আলাপ আলোচনার সূচনা। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা আদিকাল হতে। কিন্তু, এ সম্পর্কে মানুষের সঠিক জ্ঞান ছিলোনা। তারা নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কতিপয় ধর্মীয় আচরণের মাঝে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলো। এক সময় বলা হতো শাসন ক্ষমতার সাথে, পার্লামেন্ট পরিষদের সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক? এ হচ্ছে মসজিদ মাদরাসার জিনিস। মসজিদের মুসাল্লায় ইসলামের কথা হবে। রাজপথের মঞ্চে ইসলামের কি বক্তব্যই বা আছে? মাওলানা মওদূদী রহ. সর্বপ্রথম 'রেসালায়ে দীনিয়াত' নামক বইতে সহজ ও যুক্তিযুক্ত ভাষায় ইসলামের পরিচয় তুলে ধরে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আলতাফ হাসান কুরাইশী বলেন, "মাওলানার সবচেয়ে বড় অবদান এই যে, তিনি ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে উপস্থাপিত করেন।"

লেখক হিসেবে

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে সারাবিশ্বে ইসলামের জাগরণ তথাবিপ্লবের যে সূর্য উঁকি মারছে তার মূলে মাওলানা মওদূদী রহ. এর ক্ষুরধার লেখনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আজ বিশ্বব্যাপী ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের নৈতিকমান উন্নয়নে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর রচিত ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়ন পূর্বশর্ত। তিনি ৬০টিরও অধিক সম্পন্ন মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও মাওলানার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও রচনা রয়েছে যেগুলোর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮০০০ (আঠার হাজার) এরও বেশি। তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যে সুচিন্তিত ও যুক্তিসংগত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার সাথে সাথে প্রত্যেকটি বিষয়কে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। তাঁর রচিত ইসলামি সাহিত্য আজ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। তাই, তার রচিত ইসলামি সাহিত্য পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ইসলামি সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিদের বইয়ের তাকে শোভা পায়।

মুফাস্‌সির হিসেবে

ইসলামের জাগরণের জন্য জনসাধারণের কুরআনে পাককে সঠিকভাবে উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন। আর কুরআনে কারীমকে বুঝার সবচে' বড় মাধ্যম তাফসির। কিন্তু, মাওলানা মওদূদী রহ. এর তাফসির লিখার আগ পর্যন্ত যতোগুলো তাফসির ছিলো সেগুলো মাদরাসা শিক্ষিত ছাড়া অন্যদের বোধগম্য ছিলোনা।

মাওলানা মওদূদী রহ. একমাত্র মুফাচ্ছির যিনি কুরআনে কারীমকে বৈজ্ঞানিক এবং উন্নত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিতদের বোধগম্য করে তুলেন। তাঁর ৩০ বছর সাধনার ফসল 'তাফহীমুল কুরআন' আজ তাই বিশ্বনন্দিত তাফসির। তিনি তাঁর এ তাফসিরে এ কথাই বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, রসূল সা. এর বিপ্লবী আন্দোলনই জীবন্ত ও বাস্তব কুরআন। তাঁর এ অবদানের ফলে মাদরাসা শিক্ষিত না হয়েও বহুলোক কুরআন বুঝার প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাংবাদিক সালাহউদ্দিন বলেন, "যখন আমি এদিক দিয়ে চিন্তা করি যে, আমাদের প্রতি মাওলানার সবচে' বড় এহ্সান কি? তখন স্পষ্টই অনুভব করি যে, তিনি একজন সাধারণ মুসলমানের সম্পর্ক কুরআনের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন।"

ইসলামি রাষ্ট্রের রূপ প্রণয়নকারী হিসেবে

ইসলামের জাগরণকে স্থায়ী ও দৃঢ় করার জন্য জাগরণউত্তর ইসলামি রাষ্ট্রের ভূমিকা অপরিহার্য। অথচ তৎকালীন মুসলমান এমনকি আলেম সমাজেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা ছিলোনা যে, বর্তমান পৃথিবীতে পরিপূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্র কি সম্ভব? সাধারণ মানুষ ইসলামকে নিছুক ধর্ম হিসেবে মনে করতো। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতেও যে ইসলামি আদর্শের প্রতিফলন ঘটতে পারে এ বিষয়ে তারা ছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

মাওলানা মওদূদী রহ.ই এ সময়ে এক মহান ব্যক্তিত্ব যিনি ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম হন। তাঁর রচিত "Islamic law and constitution" বইটিতে তিনি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নিকট ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে এমন ধারাবাহিক ও সিষ্টেমেটিক আলোচনা করেন যে, ইসলামি রাষ্ট্রের খুঁটিনাটি বিষয় তার থেকে বাদ পড়েনি। ১৯৭৫ সালে ইংল্যান্ডের 'ফসিস' (Fossis) নামে প্রসিদ্ধ ইসলামি ছাত্র ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলনে "The concept of Islamis state and Govt." সম্পর্কে আলোচনায় প্রধান অতিথি সুদানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সাদেকুল মাহদী বলেন, এ বিষয়ে আমি একটি বইকে যথেষ্ট মনে করি। বইটি হলো মাওলানা মওদূদী রহ.-এর "Islamic law and constitution".

রাজনীতিবিদ হিসেবে

ইসলামের জাগরণের পূর্বশর্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা। আর রাষ্ট্রীয় পর্যায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা ইসলামি রাজনীতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। মাওলানা মওদূদী রহ.-ই এ যুগে ইসলামি রাজনীতির আবিষ্কারক। ইতোপূর্বে উপমহাদেশের আলেম সমাজের মাঝে রাজনীতি সচেতন আলেমগণ ইসলামি

রাজনীতির স্বতন্ত্র কোনো ধারা সৃষ্টি করেননি। একদল আলেম কংগ্রেসের রাজনীতি অনুসরণ করতেন। আরেকদল মুসলিম লীগের রাজনীতি সমর্থন করতেন। উভয়ক্ষেত্রেই আলেম সমাজ সমর্থকের ভূমিকাই পালন করেছেন। মাওলানা মওদূদী রহ.-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি ইসলামি আন্দোলনের ডাক দিয়ে ইসলামি রাজনীতির সূচনা করেন। ১৯৫০ ও ৫১ সালে ৩১ জন নেতৃস্থানীয় আলেম ইসলামি শাসনতন্ত্রের যে ঐতিহাসিক ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করেন তাতে মাওলানার ভূমিকা সর্বপ্রধান। আজ সারা বিশ্বে 'জামায়াতে ইসলামী' মাওলানার আবিষ্কৃত ইসলামি রাজনীতির অনুসরণ করে চলেছে।

অর্থনীতিবিদ হিসেবে

'জাগরণ' এমন এক জিনিস যা মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্র ও বিষয়ের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। আর অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যান্য বহু বিষয়ের চর্চা থাকলেও ইসলামের কোনো অর্থনীতি আছে বলে কেউ দাবি করেননি। মুসলিম জাতির তুলনায় চিন্তাবিদের কেউ কেউ পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে ইসলামের অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে করতেন। এ বিষয়ে এ যুগে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর আগে কেউ সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পেরেছেন বলে জানা যায়নি। তিনি পুঁজিবাদ ও সমাজবাদকে বস্তুবাদ নামক একই কুমাতার জঘন্য 'দু'সন্তান' আখ্যা দিয়ে উভয় অর্থব্যবস্থার সকল মারাত্মক গলদ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। 'সুদ' নামক বিখ্যাতগ্রন্থটি এ বিষয়ে তাঁর মাষ্টারপীস বা শ্রেষ্ঠ অবদান। সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক তার চিন্তা চেতনার ফলশ্রুতি। তাই, অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, "এ কথার প্রতিবাদ করার সাধ্য কারো নেই যে, ইসলামি অর্থব্যবস্থার আধুনিক ধারণার জন্মদাতা মাওলানা মওদূদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি।"

উপসংহার

ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর উপরোক্ত ভূমিকাসমূহ আলোচনা ও পর্যালোচনায় একথাই আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি তাঁর যুগে উপমহাদেশ তথা সারাবিশ্বে ইসলামি রেঁনেসার পুরোধা ছিলেন। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে কোনো স্বতন্ত্র মতবাদ বা কোনো নতুন চিন্তাধারা পেশ করেননি। নেতৃত্বের কোনো খায়েশ তাঁর ছিলোনা। তাঁর এ বাসনাও ছিলোনা যে, কোনো নতুন চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে তাঁর নাম লিখা থাকবে। তিনি শুধুমাত্র ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ইসলামের আরেকটি জাগরণের।

তাঁর আজীবন চেষ্টার ফলে ইসলামের যে রূপটি তিনি মুসলিম সমাজে তুলে ধরেছেন তা হলো : "কুসংস্কার ও রেসেম-রেওয়াজ থেকে মুক্ত ইসলাম, নতুন ও পুরাতন জাহিলিয়াত বিবর্জিত ইসলাম, জীবন্ত ক্রিয়াশীল ও বিপ্লবাত্মক ইসলাম, হৃদয়ের গভীরে প্রবেশকারী এবং মন-মানসিকতাকে বশীভূতকারী ইসলাম, বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল ইসলাম, উন্নতি ও সৃজনশীলতার সকল সম্ভাব্যতার অগ্রগামী ইসলাম। এটাই ছিলো কাম্য ইসলাম।"

শুধু মুসলমানদের নিকটই নয়। বরং মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের নিকটই তিনি ইসলামকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

◆◆◆

ইসলামের জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী রহ.

ছাত্রী গ্রুপ

সাজেদা হোমায়রা হিমু
রোমেনা বেগম শোভা
আমাতুস সালাম কাওসার
আকলিমা ফেরদৌসী (আঁখি)
সৈয়দা মর্জিনা বেগম

সাজেদা হোমায়রা হিমু

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ১৯৯২ ঈসায়ী। এ সময় সাজেদা হোমায়রা হিমু মগবাজার টি এন্ড টি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকার ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রী গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

'ইসলামের জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী' এই শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করতে হলে তিনটি মৌলিক বিষয়ে আলোকপাত করতে হবে। সেগুলো হলো: ইসলাম কি? ইসলামের জাগরণ বলতে কি বুঝায়? এবং বর্তমান যুগে ইসলামের যে জাগরণ ঘটেছে তাতে মাওলানা মওদূদীর অবদান কি? অবশ্য মাওলানা মওদূদীর আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদীর একটি পরিচয়ও তুলে ধরা জরুরি। সুতরাং আমাদের প্রবন্ধের উপশিরোনামগুলো হবে নিম্নরূপ :

১. ইসলাম বলতে কি বুঝায়?
২. ইসলামের জাগরণ বলতে কি বুঝায়?
৩. বর্তমান বিশ্বে ইসলামের জাগরণ।
৪. মাওলানা মওদূদী কে?
৫. ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর অবদান।
৬. উপসংহার।

এই উপশিরোনামগুলোর ভিত্তিতে এপ্রবন্ধ সাজানো হয়েছে। তাই এবার মূল আলোচনা শুরু করা যাক।

১. ইসলাম বলতে কি বুঝায়?

ইসলাম মানে আনুগত্য করা। কুরআনে ইসলামকে দীন বলা হয়েছে। দীন মানে আইন, বিধান, জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং ইসলাম হলো সেই জীবন বিধান বা জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের জীবন যাপনের সঠিক পথ হিসেবে নবীগণের মাধ্যমে মানব জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন। ইসলামই ছিল সকল নবীর দীন। হযরত মুহাম্মদ সা. ইসলামের সর্বশেষ নবী। তাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা গোটা মানব জাতির নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের জীবন ব্যবস্থা প্রেরণ করেছেন। তিনি ইসলামকে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

ইসলামের মূল কথা হলো, মানুষসহ গোটা বিশ্বজগত আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ্‌ সব কিছুর মালিক। তিনি ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষমতা নেই। সবাই এবং সবকিছু তাঁর অসহায় সৃষ্টি মাত্র। এ মালিকানা ক্ষমতায় তার কোনো অংশীদার নেই। তিনি মানুষকে তাঁর খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সঠিক পথে চলার জন্য নবীদের মাধ্যমে ইসলামের বিধান পাঠিয়েছেন। মৃত্যুর পর তিনি সব মানুষকে পুনরায় একদিন জীবিত করবেন। যারা দুনিয়ায় ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করবে সেদিন তিনি তাদেরকে বিরাট পুরস্কার দেবেন। যারা পৃথিবীতে ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করবে না তাদেরকে সেদিন তিনি বিরাট শাস্তি দেবেন।

সুতরাং ইসলাম আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলার পথ। হযরত মুহাম্মদ সা. যখন নবী হিসেবে প্রেরিত হন তখন পৃথিবীর মানুষ ইসলামি বিশ্বাসের বিপরীত আকিদা বিশ্বাস পোষণ করতো। ইসলামের বিপরীত পথে জীবন যাপন করতো। তিনি এসে মানুষকে ইসলামের সুন্দর পথের দিকে আহ্বান জানান। লোকেরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়। তাঁর আহ্বানে ধীরে ধীরে আরবের অধিকাংশ মানুষই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে সমবেত হয়। অবশ্য খারাপ লোকেরা তাঁর এবং তাঁর সাথীদের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁকে সাহায্য করেন। ওদের সমস্ত বাধার ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়ে যায়। নবী গোটা বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

২. ইসলামের জাগরণ বলতে কি বুঝায়?

নবী করীম সা. এর ইন্তেকালের পর তাঁরই নীতি ও আদর্শের উপর ত্রিশ বছর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে ইসলামি রাষ্ট্রে ও সমাজে বিকৃতি আসে। বিগত ১৪০০ বছরে বিভিন্ন সময় মুসলিম উম্মতের মধ্যে এমন সব মনীষীর আগমন ঘটে যারা মুসলমানদের রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে যাবতীয় বিকৃতি দূর করে ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে খাঁটি ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার আন্দোলন করছেন। ইসলামি সমাজে বিকৃতি ঘটেছে বিভিন্ন দিক থেকে। ধ্যান-ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসে বিকৃতি ঘটেছে। সামাজিক রসম রেওয়াজে বিকৃতি ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও রাষ্ট্রপরিচালনায় বিকৃতি ঘটেছে। ঐ সব মনীষীগণ এই সকল ক্ষেত্রে বিকৃতি দূর করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁরা নানা বাধা বিপত্তি ও অত্যাচার নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের লেখনীর মাধ্যমে উপদেশ, নসীহত ও বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে বিকৃতি

ও বিকৃতির ধারক বাহকদের বিরোধিতার মাধ্যমে ইসলামি আদর্শের ভিত্তিকে খাঁটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার সংগ্রাম করেছেন। তাদের এ সংগ্রামের ফলে সকল যুগেই ইসলামি উম্মাহর মধ্যে বিপুল সাড়া ও জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের ধ্যান-ধারণায় পরিশুদ্ধি এসেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যাবতীয় বিকৃতি ও কুসংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করে খাঁটি ইসলামি আদর্শ গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠার সপক্ষে এই যে জাগরণ তারই নাম ইসলামের জাগরণ। আর বিভিন্ন যুগে এই জাগরণের পেছনে যে সব মনীষীর চেষ্টা সাধনা ও অবদান কাজ করেছে ইসলামের পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয় মুজাদ্দিদ।

৩. বর্তমান বিশ্বে ইসলামের জাগরণ

রসূলে করীম সা. এর ইন্তেকালের পর খেলাফতে রাশিদা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর। তারপর থেকেই শুরু হয় রাজতন্ত্র। এই রাজতন্ত্র মুসলমানদের দেশগুলোতে প্রায় ১২০০ বছর স্থায়ী হয়। এই সুদীর্ঘকালে মুসলমানদের সমাজে নেমে আসে বিভিন্ন বিকৃতি এবং বিচ্যুতি। তবে বারবারই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আগমন ঘটে সংস্কারক মনীষীদের অর্থাৎ মুজাদ্দিদগণের। যেমন : ইমাম হোসাইন, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ, ইমাম গাজ্জালী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, শাহ্ ওলিউল্লাহ দেহলভী, মুজাদ্দিদে আলফেসানী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব এবং সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী প্রমুখ। রাষ্ট্র ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামের যে বিকৃতি ও বিচ্যুতি বিভিন্ন যুগে ঘটেছিল এই মনীষীগণ সেগুলো দূর করে খাঁটি ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সংগ্রাম করেন। তাঁদের সংগ্রামের ফলে বিভিন্ন যুগে ইসলামি আদর্শের জাগরণ সৃষ্টি হয়। পথভ্রষ্ট লোকেরা খুঁজে পায় আল্লাহ্র দীনের সঠিক সরল পথ। অতঃপর ১৭০০ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে মুসলমানদের দেশগুলো অমুসলমানরা দখল করে নেয়। তারা প্রায় দুইশ বছর যাবত মুসলমানদের দেশগুলো শাসন করে।

এ দীর্ঘ সময়কালে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন আদালত ও শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে ইসলামকে অপসারিত করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী দর্শন ও সভ্যতা সংস্কৃতির প্রচলন করে। ইসলামের ইতিহাসে নেমে আসে এক কালো অধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হয় এবং একে একে পরাশক্তির কবল থেকে মুসলমানদের দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু অমুসলিমরা চলে গেলেও মুসলমান দেশগুলোর শাসন ক্ষমতায় আসে তাদেরই মানসিক গোলাম মুসলমান নামধারী বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা।

অমুসলমানরা মুসলমানদের দেশগুলো ছেড়ে যাবার কিছু আগে থেকেই বিভিন্ন মুসলিম দেশে শুভ সূচনা ঘটে ইসলামি জাগরণের। আজ ১৯৯২ সালের মাঝামাঝিতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গোটা বিশ্বে ইসলামের সপক্ষে এমন এক দুর্বার জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে যার গতিরোধ করা পৃথিবীর কোনো শক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর সবগুলো মুসলিম দেশেই খাঁটি ইসলামের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দুর্জয় আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। ইরানে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আলজেরিয়া, সুদান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম দেশসমূহে ইসলামের এক অপ্রতিরোধ্য জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতেও। এমনকি জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে অমুসলিম দেশগুলিতেও।

জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে ইসলামি ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে, ইসলামি চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে, ইসলামি রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে, ইসলামি সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। এ জাগরণের মূল কথা হলো এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে জীবন গড়ো, সমাজ গড়ো, দেশ গড়ো, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভকে জীবনের লক্ষ্য বানাও। পরকালের মুক্তিকেই আসল মুক্তি মনে করো। আর পরকালের মুক্তির পথে চললেই আসবে দুনিয়ার আধুনিক বিশ্বে এই যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছেন যে সব মনীষীর অবদান, আমি মনে করি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহমাতুল্লাহে আলাইহে।

৪. মাওলানা মওদূদী কে?

মাওলানা মওদূদী এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ তিনি। তিনি আওলাদে রসূল। ১৯০৩ সালে তাঁর জন্ম হয় হায়দারাবাদ দক্ষিণে। তাঁর পিতা ছিলেন আলীগড়ের গ্রাজুয়েট এবং একজন নামকরা উকিল। ঐতিহ্যগতভাবেই তাঁর বংশ ছিলো ইসলামি আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী। শিশু বয়স থেকেই আবুল আ'লা মওদূদী পারিবারিক পরিবেশে ইসলামি মন-মানসিকতায় গড়ে উঠেন। পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি পরিবারেই দক্ষতার সাথে উর্দু, আরবি এবং ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। মৌলভী (ম্যাট্রিক) পরীক্ষায় তিনি হায়দারাবাদ রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। অল্প বয়সে পিতার ইন্তেকাল হওয়ায় গতানুগতিক ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি সাংবাদিকতার পেশায় অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। অচিরেই নিজ দক্ষতা বলে তিনি জমিয়তে উলামায় হিন্দের মুখপত্র 'আল-জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ সময় তাঁর বয়স ছিলো

মাত্র ১৯ বছর। এ সময় তাঁকে দিল্লীতে অবস্থান করতে হয়। দিল্লীর শ্রেষ্ঠ আলেমগণের কাছে এ সময় তিনি হাদিস, তাফসির, ফিকহ, আরবি সাহিত্য এবং অন্যান্য শাস্ত্রে উচ্চতর অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এসব বিষয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জনের জন্য যে সব সার্টিফিকেট লাভ করেছিলেন সেগুলো তাঁর পুরনো কাগজ পত্রের ফাইলে পাওয়া যায়। একবার মিঃ গান্ধি বলেছিলেন, মুসলমানদের 'জিহাদ' শব্দ থেকে রক্তের গন্ধ পাওয়া যায়। এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর দিল্লী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। এ বক্তৃতায় তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যদি এমন কোনো আলেম থাকতো যিনি শানিত যুক্তি দিয়ে গান্ধির বক্তব্যের জবাব দিতে পারতেন। আল-জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদক আবুল আ'লা মওদূদী ঐ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি জিহাদের উপর গ্রন্থ রচনা করে গান্ধির বক্তব্যের জবাব দেবেন।

অতঃপর তিনি এ উদ্দেশ্যে পড়া-লেখায় মনোনিবেশ করেন। লাইব্রেরির পর লাইব্রেরি তিনি উজাড় করে ফেলেন। প্রাচীন ও আধুনিক কালের লেখা সমস্ত তাফসির হাদিস এবং ইতিহাস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এ সময় জ্ঞান সমুদ্র তিনি নিজের মুঠোয় পুরে নেন। 'আল জিহাদ' নামে বিশাল গ্রন্থ লিখে ফেলেন যুবক মওদূদী। গ্রন্থটি প্রথমে আল জমিয়ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর ২৪ বছর বয়সে ১৯২৮ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে গোটা বুদ্ধিজীবী সমাজ এতে দারুণ অভিভূত হয়। ১৯২৮ সালে মতপার্থক্য হওয়ার কারণে আল-জমিয়তের চাকরি ছেড়ে দেন। এ সময় মুসলিম উম্মাহকে অধঃপতন থেকে উদ্ধার করার চিন্তায় তিনি অধীর হয়ে উঠেন।

১৯৩২ সালে তিনি 'তর্জুমানুল কুরআন' নামে একটি পত্রিকার মালিকানা ক্রয় করেন। এ পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি আরম্ভ করেন মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের কাজ। ইসলাম থেকে গাফিল হয়ে পড়া মুসলমানদেরকে তিনি সচেতন করে তুলতে থাকেন। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে মুসলমানদেরকে বুঝাতে থাকেন যে, মুসলমান একটি মিশনারী জাতি। কেবল মাত্র ইসলামের সঠিক অনুসরণ এবং প্রচারের মাধ্যমেই পৃথিবীতে তাঁরা নিজেদের আত্মমর্যাদা লাভ করতে পারে। নিজেদের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে অন্য কোনো জাতির অনুসরণ করলে জাতি হিসেবে তাদের মৃত্য অনিবার্য। মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে হওয়া চাই ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তাও কেবল সেই পন্থায়ই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রসূলে করিম সা.।

এভাবে তিনি মুসলমানদের মধ্যে এক বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার জোয়ার আনতে শুরু করেন। এই ঢেউ আল্লামা ইকবালের গায়েও এসে লাগে। তিনি মন্তব্য করেন, যুবক মওদূদীই পারবে ভারতবাসীকে তাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ থেকে উদ্ধার করতে। তিনি মওদূদীকে হায়দারাবাদ থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে নিয়ে আসেন। মাওলানা মওদূদী আল্লামা ইকবালের মাধ্যমে ইসলামের কাজে এখানে একটি বিরাট সম্পত্তি লাভ করেন। এখানে তিনি দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েকজন সঙ্গী সাথী নিয়ে তিনি আরো অধিক উদ্যমের সাথে নিজের কাজ চালিয়ে যান। মুসলমানদের চিন্তা চরিত্র পরিশুদ্ধির জন্য তিনি রচনা করেন এক বিপুল গ্রন্থ সম্ভার। ১৯৩২ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষে ইসলামি জাগরণের নকিব হিসেবে আবির্ভূত হন। এই বছরে তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলো মুসলমানদের চেতনায় তীব্রভাবে নাড়া দেয়। তিনি মুসলমানদেরকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগই ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলাম দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং বিজয়ী থাকতে এসেছে। যে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করা মুসলমানদের জন্য সব ফরযের বড় ফরয।

তাঁর যুক্তিবাদী লেখনি শক্তি এবং আবেদনময় আহ্বানে একদল লোক ইকামতে দীনের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অতঃপর এই লোকদেরকে নিয়ে তিনি ১৯৪১ সালে ইকামতে দীনের আন্দোলনের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র ৭৫ জন সদস্য নিয়ে দলটি আত্মপ্রকাশ করে। আজ সারাবিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এ দলের সদস্য কর্মী ও সমর্থকরা বিভিন্নভাবে আল্লাহ্‌র দীনের কাজে সক্রিয় রয়েছে। মাওলানা নিজেই ১৯৭২ সালে শারীরিক অসুস্থতার পূর্ব পর্যন্ত এ দলের আমীর ছিলেন।

রসূলুল্লাহর সা. নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী একটি সুশৃঙ্খল আদর্শ ইসলামি দল পরিচালনার জন্য যাবতীয় পন্থা পদ্ধতি তিনি নির্ধারণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বহু সংখ্যক মূল্যবান বই-পুস্তকও রচনা করেছেন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে তিনি 'তাফহীমুল কুরআন' নামে কুরআন মজীদের এক বিখ্যাত তাফসির রচনা করেন। এ তাফসিরে তিনি এ কথাই প্রমাণ করেন যে, কুরআন হচ্ছে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা এবং ইকামতে দীনের গাইড বুক।

তিনি ইসলামের ঈমান-আকীদা, চিন্তা, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন-আদালত সমাজে দর্শনসহ জীবনের প্রায় সকল দিকের উপর কুরআন হাদিসের আলোকে শতাধিক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। বিশ্বের সমস্ত বড় বড় ভাষায়

গ্রন্থগুলো অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে বিশ্বব্যাপী এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করেছে। জেল-জুলুমসহ নানা রকম অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে।

সারা বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি সারা জীবন কাজ করে গেছেন। অবশেষে ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই মনীষী ও বিশ্বনেতা গোটা বিশ্বের ইসলামপ্রিয় জনগণকে শোকাবিভূত করে তাঁর মহান প্রভুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হন।

৫. ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর অবদান

বর্তমান যুগে ইসলামের যে জাগরণ ঘটেছে তাতে মাওলানা মওদূদীর অবদান সর্বাধিক। একটি ছোট প্রবন্ধে তাঁর সমস্ত অবদানের কথা আলোচনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। মাওলানা তাঁর জীবনে ইসলাম ও ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে সব কাজ করে গেছেন ভবিষ্যতে মানুষ তা নিয়ে যুগ যুগ ধরে গবেষণা চালাবে এবং তা থেকে চলার পাথেয় সংগ্রহ করবে। এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর কয়েকটি মৌলিক অবদানের কথা আলোচনা করছি।

১. চিন্তার পরিশুদ্ধির কাজঃ ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর সবচেয়ে বড় অবদানটি হলো এই যে, তিনি মুসলমানদের মন-মগজ থেকে দীর্ঘদিন থেকে জমে থাকা আবিলতাকে ঘষে মেঝে পরিশুদ্ধ করে জ্ঞান ও চিন্তার কাজে বিস্ময়কর জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। তাই আজ ইসলামের অনুসারীরা অন্ধ বিশ্বাসের ধর্ম পালন করেনা; বরং বুঝে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের হুকুম পালন করে। তারা প্রতিটি কাজ আল্লাহ্‌র জন্য করে।

২. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপনঃ এতোদিন মনে করা হতো ইসলাম কতিপয় বিশ্বাস এবং কতিপয় আনুষ্ঠানিক ধর্ম মাত্র। ইসলামের বিধান শুধুমাত্র মসজিদ মাদরাসার মধ্যেই সীমিত। রাষ্ট্র পরিচালনা রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত সহ সমাজের অন্য কোনো ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু মাওলানা মওদূদী কুরআন সুন্নাহর শানিত যুক্তি দিয়ে এই ভ্রান্ত ধারণার প্রাসাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন। তিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে ইসলামের বিধান পরিব্যাপ্ত। নামায পড়ার মতোই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম পালন করা অপরিহার্য। আজ শুধু ভারত উপমহাদেশেই নয়; বরং গোটা বিশ্বে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৩. ইসলাম বিজয়ী থাকার জন্য এসেছে বিজিত থাকার জন্য নয়: পবিত্র কুরআন ও সুন্নতে রসূলের আলোকে মাওলানা মুসলমানদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইসলাম, বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত থাকতে এসেছে। পরাজিত ও বিজিত থাকার জন্য আসেনি।

৪. দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা: আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য তিনি জামায়াতে ইসলামি নামক বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামি বিপ্লবের পতাকাবাহী এই দুর্বার সংগঠনটি আজ বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনর্জাগরণে দিশারীর ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠনটি ইসলামের আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনুপম সুশৃঙ্খল সংগঠন।

৫. আল কুরআনকে ইসলামি আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে উপস্থাপন: তিনি তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত তাফসির তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে ইসলামি আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে উপস্থাপন তাঁর মতে আল কুরআন রসূলুল্লাহর বিপ্লবী ইসলামি আন্দোলনকে গাইড করার জন্যই নাযিল হয়েছে। সুতরাং কুরআনই সকল যুগের ইসলামি আন্দোলনের পথ-পদর্শক।

৬. রসূলুল্লাহকে ইসলামি আন্দোলনের নেতা হিসেবে উপস্থাপন: তিনি কুরআনের বাহক মুহাম্মদ সা. কে ইসলামি আন্দোলনের মূল নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, কোনো যুগেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন হোক না কেনো সে আন্দোলনের কর্মসূচি, মেজাজ ও প্রেরণার উৎস হিসেবে মুহাম্মদ সা. কে গ্রহণ করতে হবে।

৭. আধুনিক বিশ্বে ইসলামি রাষ্ট্রের উপযোগিতা উপস্থাপন: আধুনিক বিশ্বে যে ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে অতি চমৎকারভাবে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে মাওলানা মওদূদী অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সে সাথে তিনি একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে কেবলমাত্র একটি ইসলামি রাষ্ট্রই বর্তমান কালের মানুষের যাবতীয় হতাশা ও সমস্যা দূর করতে পারে। তিনি একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের রূপকাঠামোও পেশ করেন। তার এ সক্রান্ত গ্রন্থ "The Islamic Law and Constitution" বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে।

৮. ইসলামি অর্থনীতির বাস্তবতা উপস্থাপন: ইসলামে যে অর্থনৈতিক দর্শন ও বিধি ব্যবস্থা রয়েছে, তিনিই প্রথম সে কথা আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থান করেছেন। তাঁর এ সংক্রান্ত 'মাআসিয়াতে ইসলাম' গ্রন্থটি অর্থনীতি বিজ্ঞানের জগতে বিরাট অবদান।

৯. ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা পেশঃ সুদ বর্জিত পন্থায় ইসলামি নীতিমালার আলোকে যে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা চমৎকারভাবে পরিচালিত হতে পারে এ উপমহাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম সে বিষয়টি মানুষকে হাতে কলমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে একটি আদর্শ গাইড বুক।

১০. চরিত্র বিপ্লবের কাজঃ মাওলানা মওদূদী শুধু জ্ঞান রাজ্যই বিপ্লব সাধন করেননি। বরঞ্চ তাঁর প্রচেষ্টায় ভারত উপমহাদেশসহ বিশ্বব্যাপী আজ কোটি কোটি বনী আদমের জীবনে ইসলামি আদর্শ চরিত্রে বিপ্লব ঘটেছে।

এগুলো ছাড়াও ইসলামি জাগরণের ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর আরো বহু অবদান রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি অবদানের কথা উল্লেখ করা হলোঃ

১১. তিনি বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনুপম প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

১২. তিনি মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তাঁরা পৃথিবীর যে কোনো স্থানেই বাস করুক না কেনো তাঁরা মূলত এক উম্মাহ।

১৩. ভাষা, বর্ণ, বংশ ও ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ যে মুসলমানদের জন্য এক মোক্ষম মারণাস্ত্র খাঁটি মুসলমানদেরকে তিনি একথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন।

১৪. তাঁর রচিত শতাধিক ইসলামি গ্রন্থ বিশ্বব্যাপী মানুষের জ্ঞান রাজ্যে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

১৫. বিশ্বব্যাপী এক বিরাট সংখ্যক যুবককে তিনি পাশ্চাত্যের খোদাহীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করে ইসলামি আদর্শের পতাকাবাহী বানিয়ে গেছেন।

১৬. নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তিনি মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গেছেন।

১৭. ঈদুল ফিতরের দিন ধার্য করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষো করে সরকারি মরযী চাপিয়ে দেয়ার কুপ্রথা রোধে মাওলানা স্থায়ী সাফল্য লাভ করেন।

১৮. পরিবার পরিকল্পনার নামে অভাবের দোহাই দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ইসলাম চাপিয়ে দেয়ার সফল প্রতিরোধ মাওলানার এক বিরাট অবদান।

১৯. তাসাউফের নামে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ভ্রান্ত পদ্ধতিকে তিনি খণ্ডন করে গিয়েছেন। কুরআন এবং সুন্নতে রসূলের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সঠিক উপায় শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন।

২০. সর্বপরি তিনি মুসলমানদের মধ্যে এই কথাটি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যে, জন্মসূত্রে মুসলমান নামধারী হলেই কেউ মুসলমান হয় না। বুঝে শুনে ঈমান এনে ইসলামের বিধানসমূহ পালন করলেই মুসলমান হওয়া যায়।

উপসংহারে মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষায় বলতে চাই : "ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর রহ. উপরোক্ত অবদানসমূহ এমন সুদূর প্রসারী যে, তার প্রভাবে ইসলাম আজ এক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসেবে পরিচয় লাভ করেছে। তাই ইসলামি বিপ্লবের ঢেউ রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানেই সীমাবদ্ধ নয়; সাহিত্য সংস্কৃতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম এক সক্রিয় চেতনার সৃষ্টি করেছে। মাওলানা মওদূদী ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে যে বিরাট অবদান রেখেছেন তাতে যেহেতু তিনি শুধু নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিদের ভূমিকাই পালন করেননি সেহেতু তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ ছাত্র, শ্রমিক মহিলাসহ সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সচেতন সাড়া জাগাতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু এ উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি আন্দোলন আজ যে গতি লাভ করেছে তাতে মাওলানা মওদূদী রহ. এর অবদান সর্বাধিক বলেই স্বীকৃত।"

◆◆◆

রোমেনা বেগম শোভা

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ১৯৯২ ঈসায়ী। এ সময় রোমেনা বেগম শোভা মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর মেহেরুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রী গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম যা মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান প্রভু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্ধারিত। অর্থাৎ মানুষ এই পৃথিবীর স্বল্পকালীন জীবনে কিভাবে চলবে, তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক ইত্যাদি বিষয়ের সমাধান কীভাবে করবে এই সব কিছু আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. এর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন।

যেহেতু মানুষের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ, সে অতীত ভুলে যায়, ভবিষ্যৎ জানে না, বর্তমানে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে। তাই আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন ব্যবস্থাই মানুষের জন্য একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থা। কিন্তু মানুষের চিরশত্রু শয়তান মানুষকে এ পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ডান, বাম, সামন ও পেছন থেকে হামলা চালিয়েছে। যার ফলে মানুষের ভাগ্যে নেমে এসেছে এক বিপর্যয়। আর এ বিপর্যের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য যুগে যুগে নবী-রসূলদের আগমন ঘটেছে।

আমাদের প্রিয়নবী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মুহাম্মদ সা. এ ধারার সর্বশেষ রহমত। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। রসূল সা. নিজেই বলে গিয়েছেন- "আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন না, তবে প্রতি একশত বছরের মাথায় এমন একজন মুজাদ্দিদ আসবেন যিনি তাঁর সমসাময়িক যুগের সকল অনাচার ও কুসংস্কারের সকল ছিদ্রপথ সম্পর্কে খুবই সচেতন হবে এবং এগুলোর মূলোৎপাটন কল্পে তিনি তাঁর সার্বিক প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখবেন।"

মৃত্যুভয় যাদের টলাতে পারেনি; জীবনের হাতছানি যাদেরকে পিছু টানেনি; নদীর বাঁধভাঙ্গা জোয়ার যাদের গতিকে মন্থর করেনি; ফাঁসির মঞ্চে যারা মানবতার জয়গান গেয়েছেন; নির্যাতনের স্টীমরোলার যাদেরকে একটুও নড়াতে পারেনি- এমন সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের নাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.।

মাওলানা মওদূদী রহ. বিংশ শতাব্দীর এমন এক মুজাদ্দিদ- যার সাধনা মানুষের জীবনব্যাপী ইসলামের ব্যাপ্তি ঘটানো। যিনি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে থাকা

জাহেলিয়াতকে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজের কোন্ কোন্ স্তরে ইসলামের অনুশাসন কার্যকরী নেই, কোথায়, কীভাবে ইসলামের অপব্যাখ্যা হচ্ছে, কীভাবে ইসলামকে বিকৃত করা হচ্ছে, রসূল সা. ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার মিশন কীভাবে ছিলো, অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তা উপস্থাপন করেছেন।

একজন কামিল মুজাদ্দিদ হিসেবে ইসলামকে রসূল সা. উপস্থাপিত পন্থায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর জীবন ছিলো নিবেদিত। 'জামায়াতে ইসলামীর' প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি নিজেই বলেছিলেন- "আমরা যে বীজ বপন করলাম, তার ফল আমরা নাও খেতে পারি, কিন্তু আমরা জীবনব্যাপী তার লালন-পালনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাবো।" এমন নিঃস্বার্থ নিবেদিত প্রাণ সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের নাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.।

সমকালীন পরিস্থিতি

রসূল সা. এর মিশন সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালাই ঘোষণা করেছেন :

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

"তিনি সেই সত্তা! যিনি তাঁর রসূলকে সত্য দীন ও হেদায়েত সহকারে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি তা অন্যান্য সকল দীন ও মতাদর্শের উপরে বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"

অনেক আপোসের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে, শত বাধার প্রাচীর মাড়িয়ে প্রিয়নবী মুহাম্মদ সা. তাঁর এ প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখেন। যে নির্যাতনের কাহিনী কোনো কঠিন হৃদয়কেও নাড়া না দিয়ে পারে না, এমন অত্যাচার করা হয়েছে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে। কিন্তু এরপরও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্মভূমি মক্কা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হলো। এভাবেই ইসলাম দুনিয়ার বুকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করলো।

মাওলানার সমসাময়িক সময়ে ইসলামের ধারক-বাহক মৌলানা-মৌলভীরা ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে বুঝতেই পারেননি। তারা মানুষের বাড়িতে গিয়ে কিছু সময় তেলাওয়াত বা তাসবীহ পাঠ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ শুরু করলেন। মসজিদ, মাদরাসা ও খানকায় ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রাখলেন। কেউ কেউ রাতের আঁধারে তাসবীহ পাঠের জন্য তাঁর ভক্তবৃন্দকে উপদেশ দিতে লাগলেন। আর অন্য দিকে দিনের সার্বিক কার্যক্রম তথা সমাজ পরিচালনা, সমাজের সার্বিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো মানুষের তৈরি করা মতবাদ, হয়

সমাজতন্ত্রের, নয়তো সেকুলার মতবাদের। এভাবে আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় তাগুতি শাসন চালু হলো। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, ইসলামকে লোকেরা শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিলো। ইসলাম যে সমাজ পরিবর্তন ও সমাজ পরিচালনা করতে পারে- এই ধারণাই লোপ পেয়ে বসলো।

মাওলানার নৈতিক চরিত্র ও অটুট মনোবল

পিতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ছোট বয়সেই মাওলানা মওদূদী রহ. ভালো-মন্দের তারতম্য নির্ণয় করতে শিখে ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা ও তরবিয়াতের দ্বারা তাঁর মধ্যে এমন এক নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, ভিন্ন পরিবেশ তাঁকে কোনোরূপ প্রভাবিত করতে পারেনি। সাধারণত যে বয়সে মানুষ উশৃংখল হয়, জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যেরূপ অবস্থায় নব যৌবনের উদ্যম-উচ্ছ্বাস মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, সে অবস্থায়ই জীবনের যৌবন জোয়ার জলতরঙ্গ মওদূদীর রহ. পদতলে আছাড় খেয়েছে, ফেটে চুরমার হয়েছে। কিন্তু তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। মাঝ দরিয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

মাওলানাকে সাংবাদিকতার মতো দুঃসাহসী ও ঝুঁকির কাজ থেকে বিরত রাখতে একটি সহজ ও বড় অংকের অর্থ লাভের উপায় হিসেবে তাঁর বড় ভাই 'ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের' উচ্চ গ্রেডের একটি প্রফেসারীর পদ সংগ্রহ করে দেন। মাওলানা তাঁর ভাইকে ধীর গম্ভীর স্বরে নিবেদন করেন–

"আর সময় নষ্ট করা যেতে পারে না। আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, যদি আমার কথায় আন্তরিকতা থাকে, তাহলে আমার অনুপ্রেরণা বিফলে যাবে না।"

তিনি আরো বলেন–

"অবস্থা বড়ই সংগীন হয়ে পড়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্লাবন আসতে আর দেরি নেই। এ প্লাবন ১৮৫৭ সালের ইংরেজ শাসনের প্লাবন থেকে বেশি মারাত্মক ও ধ্বংসকর হবে। এ বিপদ থেকে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেয়া আমি আমার কর্তব্য মনে করি। আমার সাধ্যমত তাদের কোনো না কোনো খেদমত করার চেষ্টা আমি করবো।"

ছোট ভাইয়ের অকাট্য যুক্তি ও অটুট মনোবল দেখে বড়ভাই নিরস্ত হলেন। 'ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের' লোভনীয় মোটা বেতনের চাকুরির লোভ সংবরণ করে মাওলানা মওদূদী রহ. পত্রিকার মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে লেখনীর মাধ্যমে জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে একটা বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করলেন।

মাওলানা মওদূদীর রহ. দৃঢ় মনোবলই তাঁকে সারাবিশ্বে ইসলামী বিপ্লবের 'সিপাহসালার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মাওলানার প্রথম প্রচেষ্টা

মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর কর্মজীবন সাংবাদিকতার মাধ্যমে শুরু করেন। তিনি 'তাজ' 'মুসলিম' ও 'আল-জমিয়ত' এই তিনটি উঁচুমানের পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পত্রিকা সম্পাদনার কাজে থাকায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদি পাঠ করে তিনি প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। এ সময় তিনি ইংরেজি ভাষা ছাড়াও আরবি সাহিত্য, তাফসির, হাদিস, ফেকাহ, মানতেক, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে অর্ধ-সাপ্তাহিক 'আল জমিয়ত' পরিচালনা করেন। এ সময়েই তিনি কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রকাশনা 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম' এবং 'দওলতে আসফিয়া' ও 'হুকুমতে বরতানিয়া' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাওলানার 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম' রচনার কিছু ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে।

ইংরেজি ১৯২৬ সালের শেষভাগে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তক ও নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এক মুসলমান আততায়ীর হাতে নিহত হন। ফলে হিন্দুরা অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। তাদের পক্ষ থেকে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক প্রচারণা শুরু হয়। তারা প্রচার করেন যে, ইসলাম তাঁর অনুসারীদেরকে নর হত্যায় উদ্বুদ্ধ করে। এমন কি মি: গান্ধী পর্যন্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে মন্তব্য করেন যে, অতীতে তরবারীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারণা ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলে এবং বহু জায়গায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সূত্রপাত করে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর এ সমস্ত ভিত্তিহীন ও উস্কানিমূলক প্রচারণা বন্ধ করতে অপারগ হয়ে দিল্লীর জামে মসজিদে এক জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে অতীব দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "আহা! আজ যদি ভারতে এমন কোনো মর্দে মুজাহিদ আল্লাহ্‌র বান্দাহ থাকতো, যে তাদের এসব হীন প্রচারণার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে পারতো। তাহলে কতই না ভালো হতো!"

তরুণ মুজাহিদ মাওলানা মওদূদী রহ. জামে মসজিদের উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি 'আল-জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মন-মস্তিষ্ক ও শিরায় শিরায় প্রবাহিত হলো জিহাদের অনুপ্রেরণা। তিনি হিন্দু-ভারত ও অন্যান্য ইসলামের দুশমনদের জবাব দেয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প হলেন। অতঃপর ১৯২৭ সালের প্রথম থেকেই তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে 'আল-জিহাদু ফিল ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তা এক বিরাট গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ শুরু হয়। এ হলো লিখনীর মাধ্যমে জিহাদ। বাল্ব জ্বলে উঠলে যেভাবে পোকা-মাকড় ভীড় জমায়, সূর্যোদয়ের মাধ্যমে যেমনি অন্ধকার দূরীভূত হয়। প্রাণীকুল পরিত্রাণ পায়। তেমনি সত্য সন্ধানী লোকদের ভীড় মাওলানার লেখার প্রতি আকৃষ্ট হলো।

এভাবে অত্যন্ত ছোট বয়স মাত্র ২০/২২ বছর বয়সেই তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ইসলামের জাগরণের কাজ শুরু করেন।

মাওলানার সংগ্রামী জীবন

মহৎ ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের প্রাণান্তকর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার রক্তাক্ত কাহিনী মানবেতিহাসের পাতায় পাতায় শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এ সংগ্রামে মৃত্যুকেও পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মাওলানার জীবন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আধুনিক ধ্বংসোন্মুখ জগতের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মানবসমাজকে একটা বিজ্ঞানসম্মত সরল ও সুষ্ঠুপথের সন্ধান দেবার জন্যেই যে মাওলানা তাঁর সারাজীবন উৎসর্গ করেছেন, তা কোনো জ্ঞান এবং সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারেন না। সত্য কথা বলতে কী তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা পাপ-তাপ দগ্ধ জগতের বুকে বলিষ্ঠ ইসলামি আন্দোলন এবং মানবসমাজে একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবেরই শুভ সূত্রপাত করেছে।

১৯৩২ সালে মাওলানা দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ থেকে 'তরজুমানুল কুরআন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। এ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতিকে যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, এবং ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামির মাধ্যমে পাহাড়ের মতো অটল অচল ইসলামের কিছু সাচ্চা সৈনিক যে তিনি তৈরি করেছেন, তা কারো কাছে অজানা নেই।

মাওলানার সত্যানুসন্ধিৎষা ও বিপ্লবী চিন্তাধারা একটা বিপ্লবেরই ঘোষণা করেছিল এবং সে বিপ্লব ছিলো পূর্ণ ইসলামি, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। তিনি পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর অবলম্বিত পথ কণ্টাকীর্ণ বিপদ-সংকুল ও নিঃসঙ্গ। তবুও সত্যের আহ্বান তাঁকে পাগল করেছিল। একাধারে পাশ্চাত্যের ধর্মহীন পুঁজিবাদী সভ্যতা মানবসমাজকে নিষ্পেষিত করছে এবং তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অপরদিকে কমিউনিজম বা সাম্যবাদের মায়া-মরীচিকা মানবের মৌলিক অধিকার হরণ করে পশুর খোয়াড়ে আবদ্ধ করছে। ইসলামি শিক্ষা বিবর্জিত মুসলিম জাতি মানসিক বিভ্রান্তির প্লাবনে ভেসে চলেছে। ঠিক এ সংকট সন্ধিক্ষণেই মাওলানা মওদূদী রহ. কুরআনে

হাকীম ও সুন্নাতে রসূলের সা. মশাল জ্বালিয়ে বিভ্রান্ত দিশেহারা মানবজাতিকে সত্য পথের দিকে আহ্বান জানালেন। তাঁর পরিষ্কার জানা ছিলো এ পথ নয় কুসুমাস্তীর্ণ; বরং অতি বন্ধুর, অতি বিপদসংকুল। তবুও এপথেই তিনি ছুটেছিলেন নির্ভীক চিত্তে। প্রথমত, বন্ধু-বান্ধব উপহাস করলো পাগল বলে। আত্মীয়-স্বজন দূরে সরে দাঁড়ালো হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সহযাত্রীরা থমকে গেল পথিমধ্যে। কিন্তু থমকে গেলো না তাঁর যাত্রা। মন্দীভূত হলো না তাঁর গতি। দমে গেল না তাঁর হৃদয়-মন।

জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রিটিশ সরকার ও হিন্দু-ভারত মুসলমানদের তাহযিব ও তামাদ্দুনের পরিপন্থী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এক বৃহত্তর জাতি গঠনের পাঁয়তারা করে। এভাবে তারা যখন মুসলমানদের অবমূল্যায়ন করছিল, মুসলমান নেতৃবৃন্দও তখন এ অবস্থার শিকার হয়ে দিকবিদিক হারিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু দূরদর্শী মাওলানা মওদূদী রহ. চিন্তা করলেন যে এরূপ অবস্থার ফলে মুসলমানদেরকে ভবিষ্যতে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, তা পরিষ্কার করে তাদের সামনে তুলে ধরা দরকার। তাই তিনি ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত তিন বছর যাবত তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ" এবং 'মাস্‌য়ালায়ে কওমিয়ত' শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলমানদেরকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, যদি তারা এক জাতীয়তার মূলনীতিতে একটা গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাষ্ট্রগঠন মেনে নেয়, তাহলে এটা তাদের আত্মহত্যারই শামিল হবে।

মাওলানা তাঁর 'সিয়াসী কাশমকাশ' তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেন যে, মুসলমানরা জার্মানি, ফরাসি এবং ইংরেজদের মতো বংশানুক্রমিক কোনো জাতি নয়। বরং একটা আদর্শবাদী দল বা মিল্লাত। তাদের একটা স্বতন্ত্র জীবন-দর্শন আছে, একটা আদর্শ আছে এবং জীবনের এক মহান লক্ষ্য আছে। এ আদর্শেরই বলে তারা অতীতে দেশের পর দেশ জয় করেছে। ভারতের বর্তমান কোটি কোটি মুসলমানও সে আদর্শের দ্বারাই বশ হয়েছে। অতএব মুসলমান যদি জাতীয় অধিকার ও জাতীয় আদর্শের পরিবর্তে নিজের আদর্শ ও জীবনদর্শনের জন্যে সংগ্রাম করে, তাহলে এই হবে যে, ভারতে তাদেরকে কেউ ধ্বংসতো করতে পারবেই না, উপরন্তু একদিন সারা ভারতের উপর ইসলামি পতাকা উড্ডীন হবার আশাও করা যায়। কারণ ভারতের অন্য কোনো জাতি বা দলের কাছে এমন কোন জীবন্ত আদর্শ নেই, যা ইসলাম মুসলমানদেরকে দিয়েছে।

অতঃপর ১৯৪১ সালের এপ্রিল সংখ্যা তর্জুমানুল কুরআনে– "এক সালেহ জামায়াত কি যরুরত হেয়্" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে শির্ক, বৈরাগ্যবাদ ও পাশ্চাত্যের আধুনিক জড়বাদী জীবনব্যবস্থার ব্যর্থতার বিশদ বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করেন যে, "এখন মানবতার ভবিষ্যৎ ইসলামের উপর নির্ভরশীল। মানুষের তৈরি সকল মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কোনো একটিরও সাফল্য লাভের আর কোনোই সম্ভাবনা নেই। মানুষের মধ্যে আর তেমন সাহসও নেই যে নতুন কোনো মতবাদ তৈরি করে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নেবে। এমতাবস্থায় ইসলামই একমাত্র মতবাদ ও পথ যার থেকে মানুষ মঙ্গলাও উন্নতির আশা করতে পারে, যেটা হবে মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং যার অনুসরণ করে মানুষ ধ্বংস থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।" তিনি আরো বলেন- প্রতিটি সভ্যতার মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজন হয় নতুন চিন্তাধারার এবং নতুন দলের। অতএব দুনিয়াকে ভবিষ্যৎ অন্ধকার যুগের বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্যে এবং ইসলামের অবদান থেকে উপকৃত হবার জন্যে প্রয়োজন একটা সঠিক মতবাদের মানে একটা সৎ জামায়াতের।

মাওলানা মওদূদী তাঁর "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাখ্যা করে তার জন্যে একটি দল গঠনের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন এবং সে দলের গঠন পদ্ধতির একটা খসড়াও পেশ করেন।

অতঃপর এ জামায়াতের সদস্যদেরকে ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে অতি উচ্চস্তরের হতে হবে- একথা বলার পর তিনি বলেন, বর্তমান তাহযিব-তামাদ্দুন ও রাজনীতির ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। অতঃপর একটা ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে তার জাগায় একটি সঠিক ব্যবস্থা কায়েম করা জন্য যে সকল বৈষয়িক ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুছিবৎ অপরিহার্য তা বরদাশত করে যেতে হবে। এ বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন সর্বাত্ম প্রচেষ্টার এবং উৎসর্গ করতে হবে জানমাল ও মূল্যবান সময়। প্রস্তুত থাকতে হবে জেল, ফাঁসি, নির্যাতন দণ্ড প্রভৃতির জন্যে। এ সব বরণ করে নিতে হবে হাসিমুখে। আর এমন দুর্গম পথ অতিক্রম করা ছাড়া দুনিয়ায় না অতীতে কোনো বিপ্লব এসেছে আর না এখন আসতে পারে।

এভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করার পর ১৯৪১ সালের ২৫শে আগস্ট লাহোরে একটি সমাবেশ ডাকেন এবং 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি দল গঠন করেন। এ দল গঠনে তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, এ দলটির দ্বারা এই পাকভারত উপমহাদেশে এমন কিছু ইসলামের সাচ্চা সৈনিক তৈরি হবে, যারা এদেশে ইসলামের বাণী সমুন্নত রাখার সংগ্রাম করে যাবে। মাওলানার এ দলটি এখন

নিখিল ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশে 'ইসলামি বিপ্লব' সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মরণ-পণ সংগ্রাম করে চলছে।

মাওলানার লিখনী এক মহাবিপ্লবের সূচনা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী সাহিত্য লক্ষকোটি মানবসন্তানের মন-মানসে বিপ্লব এনে দিয়েছে। অসংখ্য নর-নারীর মনে খোদা ও রসূলের সা. প্রতি গভীর-নিবিড় ভালোবাসার সঞ্চার করে তাদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে কতজনকে ছাঁটাই-বাছাই করে তাগুতের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে নিয়োজিত করেছে। মুসলমানদের চিন্তার জগতে শতাব্দীর যে স্থবিরত্ব দানা বেঁধে ছিলো, মাওলানার সাহিত্য তা দূর করে এক ব্যাপক সুদূরপ্রসারী স্বচ্ছ নির্মল চিন্তাধারার সঞ্চার করেছে।

মাওলানা ইসলামকে একটা স্থবির ও প্রাচীন গতানুগতিক বা বংশ পারস্পারিক ধর্মের পরিবর্তে একটা বিপ্লবী জীবনদর্শন ও আন্দোলন হিসেবে পেশ করেন। এর সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি তিনি ইসলামী চিন্তাধারার ভেতর থেকে আভ্যন্তরীণ প্রমাণাধিসহ উপস্থাপন করেন। দীনের এই বিপ্লবী মতবাদের সাক্ষ্য বহন করে কুরআন পাকের উৎসাহ-উদ্দীপনাব্যঞ্জক আয়াতগুলো, রসূলের সা. তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবন, সাহাবায়ে কেরামের সংগ্রাম সাধনা খোলাফায়ে রাশেদার গৌরবোজ্জ্বল যুগ। যে সব তত্ত্ব ও তথ্য শতাব্দীর অনুশীলনহীন স্থবির চিন্তাধারার কারণে মানুষের গোচর থেকে লুক্কায়িত ছিলো, তিনি তা ঝেড়েমুছে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন করে, মিল্লাতে ইসলামিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন।

মাওলানা ইসলামি সমাজব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অট্টালিকার একটা চিত্র অংকিত করেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইন ও শিক্ষা বিষয়ক, কৃষি ও শিল্পবিষয়ক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মোট কথা জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে ইসলামের নীতি পুংখানুপুংখরূপে যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত যাবতীয় মতবাদ-পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির অসারতা তিনি প্রমাণ করে যাবতীয় ব্যাপারে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব জগৎময় তুলে ধরেছেন।

বিশ্বব্যাপী আসলো জোয়ার

স্বভাবতই মানুষ শান্তি চায়। শান্তি আর মুক্তির অন্বেষায় মানুষ পাগল। মানুষের তৈরি মতবাদ ও তন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে। পুঁজিবাদ মানুষের মুক্তি ও শান্তি দিতে ব্যর্থ হবার ফলে সমাজতন্ত্র আবিস্কৃত হলো। কিন্তু হায়!

সমাজতন্ত্রের জনকেরা আজ নিজ জন্মভূমি খোদ রাশিয়াতে উপেক্ষিত। তাদের ছবি ও মূর্তিগুলো আজ মানুষের ক্রেন দিয়ে নামিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে।

আজ শান্তির জন্য মানুষেরা তাদের মহান প্রভু আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকছে। চৌদ্দশত বছর আগের 'ইসলাম' আবার মানুষের মুক্তি ও শান্তি দিতে পারে, এটা মানুষ নতুন করে তলিয়ে দেখছে।

মিশরের ইসলামি আন্দোলনের নেতা সাইয়েদ হাসান আল-বান্নার বিপ্লবী দর্শন আরব মিল্লাতকে আন্দোলিত করছে। আমাদের এই এশিয়া মহাদেশের বেশ ক'টি দেশে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. দর্শনে পরিচালিত ইসলামি আন্দোলন "জামায়াতে ইসলামী" অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তে তাঁর মিশন চালিয়ে যাচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও অন্যান্য ইসলামি দল যারা ইসলামি বিপ্লবের কথা বলছেন- তাঁরা মাওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদীর রহ. চিন্তাধারা ও সাহিত্য থেকেই ইসলামকে তাঁর আন্দোলনীরূপে বুঝতে শিখেছেন। সুতরাং বিশ্বব্যাপী ইসলামি জাগরণের পেছনে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. অবদান অনস্বীকার্য।

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বের ইসলামি আন্দোলন তথা ইসলামি জাগরণের আলোচনা করতে গেলে মাওলানা মওদূদী রহ. জীবনেতিহাস আলোচনা না করলে আলোচনা পূর্ণ হবে না।

"... আপনারা মনে রাখবেন যে, আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমি তাদের কাছে কিছুতেই প্রাণ ভিক্ষা চাইবো না। এমন কি আমার পক্ষ থেকে অন্য কেউ যেন প্রাণ ভিক্ষা না চায়- না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই অনুরোধ। কারণ জীবন ও মরণের ফায়সালা হয় আসমানে-যমীনে নয়।"

এ ছিলো সদ্য মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এক ব্যক্তির ধীর, স্থির ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী সুস্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তি। জীবন ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী দৃঢ় প্রত্যয়। অচিরেই ফাঁসিমঞ্চে যার জীবনাবসান সুনিশ্চিত ও অনিবার্য, তা হাসিমুখে বরণ করার কী সুদৃঢ় মনোবল।

এমন যে মহাপুরুষ মৃত্যুর হাতছানি যাঁকে ভীত শংকিত করতে পারেনি, রাষ্ট্রশক্তির রক্তচক্ষু যাঁর সত্য ও সুন্দরের প্রচার স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েও যাঁকে দমিত-বশীভূত করা যায়নি, ইসলামকে যিনি একটি

প্রাণবন্ত জীবনাদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন বিশ্বের দরবারে। যাঁর ক্ষুরধার লিখনী অসংখ্য অগণিত মানব সন্তানকে জাহেলিয়াতের ঘন-কালো অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল পথে চলতে সাহায্য করেছে। যাঁর বৈজ্ঞানিক সংগঠন পদ্ধতি অগণিত পথহারা মানুষের জীবন ও কর্মধারাকে সুশৃংখল ও সুগঠিত করেছে। মানব জাতির প্রতি যাঁর বিশ্বজনীন উদাত্ত আহ্বান, সারা বিশ্বে নতুন বিপ্লবের জোয়ার সৃষ্টি করেছে, তিনি এমনি এমনি লোক পেয়ে যাননি। বরং তাঁকে অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

রসূল সা. কে যেভাবে ওলীদ, ওতবা, শাইবা নামক কিছু ভণ্ড আলেম মেনে নেয়নি। রাতের আঁধার যাদের কাছে প্রিয়। সূর্যের আলো যাঁরা পেঁচা পাখির মতো সহ্য করতে পারে না। এমন কিছু ভণ্ড আলেম, কিছু প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তি, কিছু পূঁজিপতি তাঁকে বাধা দিয়েছে। নির্যাতনে-নিপীড়নে জর্জরিত করেছে। "কাফের" ফতোয়া দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহ দমে যাননি। তিনি তাঁর আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন অত্যন্ত বেগবান গতিতে।

আজ মানুষের তৈরি মতবাদের ব্যর্থতা চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে মাওলানা আজ থেকে ৪৯ বছর আগে মন্তব্য করেছিলেন যে, "সমস্ত আলামত এ কথাই ঘোষণা করছে যে, মানুষের ইতিহাস দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে- মানুষের গড়া সমস্ত মতবাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং ভীষণভাবে ব্যর্থও হয়েছে। বর্তমানে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষের ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্ত নেই।" (ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলন-১৯৪৩ সালের প্রথম প্রকাশ)

◆◆◆

আমাতুস সালাম কাওসার

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ১৯৯২ ঈসায়ী। এ সময় আমাতুস সালাম কাওসার, ঢাকার দনিয়া এ. কে. উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রী গ্রুপে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ইসলামি জাগরণ কি?

জাগরণের শাব্দিক অর্থ জেগে উঠা। দেখা যাক ইসলামি জাগরণ কি? সংক্ষেপে এর অর্থ ইসলামের জন্য চিন্তা ও কর্মের স্থবিরতা থেকে জেগে উঠা। অতএব, দীন ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি, ইসলাম এর প্রকৃত দাবি ও মর্ম সম্পর্কে চেতনা, বংশানুক্রমিক মুসলমান না থেকে সকল কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা অবান্তর বিশ্বাস, আজগুবী কাহিনী ও গোঁড়ামিপূর্ণ রসম-রেওয়াজ ত্যাগ করে বিচার বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা নির্ভেজাল ও পরিষ্কারভাবে ইসলামের প্রাণবস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং এরই স্বাভাবিক ফলাফলে ইসলামের জন্য জান-মাল দিয়ে ত্যাগ স্বীকার করা মোটকথা, দীন ইসলামকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা এবং ইকামাতে দীনের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত কুরবানির মত মন-মেজাজ গঠিত হওয়াই ইসলামি জাগরণ।

সময়ের আবর্তনে মুসলিম জাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তার মধ্যে কোনো নড়াচড়া থাকে না। ত্যাগ ও কুরবানির চেতনা ও অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। ভাবে না, সে কে? কেন এসেছে? দীন ইসলাম কি? এর তাৎপর্য ও প্রাণবস্তু কি? এর মৌলিক প্রকৃতি ও দাবি কি? চিন্তা-ভাবনা করার প্রবণতা না থাকাতে তার চিন্তাজগৎ অন্ধ-বধির হয়ে যায় তাই চোখ, কান থাকতেও শোনে না দেখে না। তার চিন্তাজগত চেতনাহীন হয়ে যায় তাই বিবেকে থাকতেও বোঝে না। এরপর ইসলাম সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তিধারী চিন্তাবিদ ও সংস্কারকগণ তাঁদের দক্ষতা, সাহিত্য, কর্ম ও কঠোর সাধনা দ্বারা জাগিয়ে তোলেন এ জাতিকে। মুসলমানদের মধ্যে চেতনা আসে, আস্তে আস্তে জেগে উঠে মিল্লাতে ইসলামিয়া, মুসলমানরা জেগে উঠলে অমুসলমানদের মধ্যেও চেতনা আসে। কেননা নিজেরা জাগ্রত না থাকলে অপরকে জাগানো সম্ভব নয়। প্রকৃত মুসলিমের মিশন সীমিত পরিসরে বদ্ধ থাকা অসম্ভব। তাঁদের মিশন পুরো মানবজাতিকে নিয়ে, কোনো গোষ্ঠীকে নিয়ে নয়।

জাগরণের প্রয়োজনীয়তা

জাগরণ ও চেতনানুভূতি না থাকলে ঘুমানো ব্যক্তির মতো সব থাকতেও নড়াচড়াহীন হয়ে যায় মানুষ। মুসলমান লেবেলের অধিকারী হলেও ইসলামের

প্রাণবস্তু সম্পর্কে অজ্ঞাত। শুধু নামাজ-রোজা, তাসবীহ্-তাহলীল ও কিছু পোশাক নিয়েই নিশ্চুপ। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এর আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। এ থেকেই দীনকে কিছু অর্চনা বা রিজিয়ন ভাবে। যেহেতু আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলো এক সাইডে রেখে চলা যায় এবং এগুলোর জন্য কোনো মিশনের প্রয়োজন পড়েনা তাই সে এগুলো পালন করলেও কোনো মিশনে হাত দেয়ার ইচ্ছা রাখেনা, কোনো ত্যাগ স্বীকার করেনা। এছাড়া জাগরণের অভাবে কুসংস্কার, অস্পষ্টতা ও আজগুবী ধারণা-বিশ্বাসের জালে সঠিক দীনকে হারিয়ে ফেলে। এর প্রমাণের জন্য কোনো তথ্যোল্লেখের প্রয়োজন নেই। বিশ্বে মুসলমানদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তাদের মাঝে কবর ভিত্তিক বিভিন্ন অর্চনা, মিলাদ-কেয়াম ইত্যাদি অসংখ্য কুসংস্কার ছড়িয়ে গেছে। এগুলিকেই তারা সম্বল ও মুক্তির একমাত্র উপায় ধরে নিয়েছেন। কেউ দুনিয়াকেই সবকিছু ও চরম পাওয়া ধরে নিয়েছেন, কেউবা আবার দুনিয়াকে ত্যাগ করার মানসে মসজিদ ও খানকায় বসে গেছেন আর তাসবীহের দানা বার বার ঘুরাচ্ছেন। এরা বিজিতভাবে থাকতেই খুশি। এর ফলে তারা হারিয়েছেন নিজেদের ঐতিহ্য। তারা তাদের আদর্শ বিচ্যুতির ফলে হারালেন সব। বিজয়ী আদর্শধারীরা বিজিতে পরিণত হলো। এ বিপর্যয়ের মূল কারণ তারা জাগরণ ও চেতনাবোধহীন হয়ে গেছেন। হারিয়েছেন পাল্টে দেয়ার অভিপ্রায়। তাই বাতিলের জয়জয়কার, জালেমের যুলুম ও মানুষ প্রভুত্বের অব্যাহতি দেখেও চোখ-মুখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাদের কাছে এমন আদর্শ ছিলো যা জীবনের পরিশিষ্ট হিসেবে থাকতে রাজী নয়। যা জালিমের যুলুম ও মানুষের উপর প্রভূত্বকে চিরতরে খতম করে এক আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতে চায়। ইসলামি জাগরণই ইসলামি আন্দোলনের প্রাণস্পন্দন, চিন্তার পরিশুদ্ধিই এ আন্দোলনের পূর্বশর্ত। ইসলামি আন্দোলনের জন্য সার্বিক বিপ্লবাত্মক চিন্তা-চেতনার প্রয়োজন। যা প্রতিনিয়ত সামগ্রিক পরিবর্তন সাধনের প্রেরণা দেবে যা নির্ভেজাল ইসলামি আদর্শ বিরোধী কোনো শক্তিকে সহ্য করে বসে থাকতে পারে না। মুসলিমের মধ্যে জাগরণ থাকলে সে আন্দোলনমুখী হবে। সে জেগে থাকলে ইন্দ্রিয়চেতনা তাকে সক্রিয় রাখবে। অতএব, চিন্তাধারার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন এবং মানসিক চেতনা বা জাগরণই ইসলামি আন্দোলনের প্রাণবস্তু।

বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা

জাগরণের বহুরকম অর্থ হয়। ভেজাল পদ্ধতিতেও জেগে উঠা যায়। জাগানো যায়। কিন্তু উপরোক্ত সঠিক অর্থে জাগরণে কয়কজনেই বা ভূমিকা রেখেছেন? দীন কি? ইসলাম কি? কেনো এসেছে? অন্যান্য পথ না মেনে এটা মানা কেনো?

এসবের সঠিক ও স্পষ্ট জবাব কয়জনই বা দিয়েছেন। ইসলামের খেদমত তো অনেকেই করেছেন। কিন্তু দীন ইসলামের সঠিক অর্থ সাবলীলভাবে কয়কজনই বা ধরিয়ে দিয়েছেন এক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মওদূদীর ভূমিকা কি কেমন? মূল প্রবন্ধ একে নিয়েই।

বিশ্ব মুসলিমের অবস্থা

এককথায় বিশ্ব মুসলিমের মৌলিক ত্রুটি হচ্ছে তারা দীন ইসলামকে স্বীকার করেন কিন্তু তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অনবহিত। ইসলামকে শ্রেফ কিছু অনুষ্ঠানের সমষ্টি ধরে নিয়েছে। "Islam is the complete way of life" এ ধারণাটা তাদের থেকে উবে গিয়েছে। কুসংস্কার ভ্রান্তধারণা-বিশ্বাসের সাথে মিলিয়ে দীনকে জঞ্জাল করে ফেলেছে। গভীর স্থবিরতা দানা বেধেছে তাদের মধ্যে। সঠিক নির্দেশনার অভাবে, বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবে এবং বিবেককে কাজে না লাগানোর কারণে মুসলমানরাও দীন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি সূক্ষ্ম ব্যুৎপত্তি হারিয়ে ফেলেছে। দীনি শিক্ষা বলতে শুধু আমছিপারা, রাহে নাজাত পান্দেনামা ইত্যাদি কিছু বই পঠনকেই ধরে নিয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা হয়ে উঠেছেন কঠিন বস্তুবাদী ও নাস্তিক। আর অন্যরা মসজিদ মাদরাসাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছেন, এরা দুনিয়াতেই আখেরাতকে পেতে চান। আধুনিক শিক্ষিতরা মুসলামান পরিচয় রক্ষার্থে মাঝে মধ্যে মিলাদ পড়িয়ে দিচ্ছেন, কুরআন খতম করাচ্ছেন, এভাবে শুধু মিলাদ পড়িয়ে, কুরআন খতম করিয়ে কিতাবের মোবাহাছা করে, জুব্বা ও পাগড়ী লাগিয়ে বা কোনো পীরের দরবারে শাফায়াত পাবার মানসে শির্ণি ধর্ণা দিয়ে তার উপর ভরসা করেই তারা দীনের দায়িত্ব শেষ করেন। এরা নেহাত না বুঝে-শুনে নিজের দীন ও ঈমানকে অন্যের উপর ছেড়ে দেয়, সে তাকে মুক্তির পথে যাক কি ধ্বংসের পথে। আয়াত পঠন-পাঠন ও বাহ্যিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন না। ইসলামের যথার্থতা বিশ্বাস করেন কিন্তু প্রাণবস্তু সম্পর্কে অজ্ঞ। দীনের মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সামনে যা আসে তাই না বুঝে গ্রহণ করে আবার না বুঝেই প্রত্যাখ্যান করে বা ভুলভাবে (cross way) তে নেয়। দীন সম্পর্কে অনুবর্তন না থাকাতে কেউ আন্দাজ ও কল্পনার পিছনে ছুটলো, কেউ পথভ্রষ্ট জাতিগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়লো। কেউ মিথ্যা পথ প্রদর্শকদের আসল খোদা বানিয়ে নিলো। এভাবে খোদার দীনকে বিকৃত করে অন্ধ-কুসংস্কার আজগুবী ধারণা-বিশ্বাস এবং চিন্তা ও কর্মের এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ তৈরি করা হলো। তাদের চিন্তা-চেতনা কারামাত কাশফ ও বুজুর্গ কেন্দ্রিক হয়ে গেছে। না বুঝেই তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার পিছনে ছুটছেন। তাদের অতি বুজুর্গভক্তি

তাদেরকে অন্ধ করে ছাড়লো, এরপর মৌলিক চিন্তা পরিষ্কার না হওয়াতে অসংখ্য বিষয়ে বিভ্রান্তিতে ডুবে গেলো। হাজারো রসম-রেওয়াজ চালু হলো। এ রকম ভ্রান্তির বিভিন্ন প্রকার প্রকারান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের অশিক্ষিত জনগণ জুব্বাধারী পীর সাহেবান, সনদপ্রাপ্ত আলেম সমাজ ও কলেজ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে ধ্যানধারণা ও রীতিনীতিতে প্রচুর বিভিন্নতা থাকলেও ইসলামের তাৎপর্য ও তার প্রাণবস্তু সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার ব্যাপারে তারা সবাই সমান। এ জন্যেই দীনের ব্যুৎপত্তিধারী ইসলামি আন্দোলনকে এগুলোর প্রত্যেক পক্ষই বাঁকা চোখে দেখে। এরা কুরআন ও হাদিস পড়ছেন কেবল সওয়াব-বরকতের জন্য। সীরাতুন্নবী ও সাহাবা চরিত সম্পর্কে ওয়াজ করছেন কেবল গল্পের আনন্দ লাভের জন্য। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এসব থেকে প্রকৃত ত্যাগের কোনো শিক্ষা খুঁজে পান না।

মাওলানার অবদান

মুসলিম জতির মধ্যে দীনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাণবস্তু সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি অজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে তা ধরিয়ে দেয়াই মাওলানা মওদূদীর রহ. সবচেয়ে বড় অবদান। মাওলানার অবদানের প্রধান মাধ্যম সাহিত্য। তাঁর সাহিত্য ও রচনাবলি উপন্যাস বা নাটকমূলক না হলেও হৃদয়গ্রাহী এবং অভূতপূর্ব চেতনা সৃষ্টিকারী। গত অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত আবুল আ'লার বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী সাহিত্য লক্ষ-কোটি নর-নারীর মন-মস্তিষ্কে বিপ্লব ও শান্তজোয়ার বইয়ে দিয়েছে। জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। মুসলমানদের চিন্তাজগতে যে স্থবিরত্ব দানা বেঁধেছে তাঁর সাহিত্য তা দূর করে এক ব্যাপক সুদূরপ্রসারী স্বচ্ছ-নির্মল চিন্তাধারার সঞ্চার করেছে। তাঁর সাহিত্য ছাড়া ইসলামকে বুঝা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাঁর সাহিত্য সুপ্ত মনে জাগায় বিরামহীন স্পন্দন, চিন্তায় আনে অভূতপূর্ব জাগরণ। তাঁর সাহিত্যের প্রথম বৈশিষ্ট এই যে, তিনি ইসলামকে একটা স্থবির ও প্রাচীন গতানুগতিক বা বংশপারম্পরিক ধর্মের পরিবর্তে একমাত্র বিপ্লবী জীবন দর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি ইসলামি আদর্শকে সূক্ষ্মভাবে অভ্যন্তর থেকে স্পষ্টরূপে উপস্থাপন করেছেন তিনি প্রকাশভঙ্গির শক্তি দিয়ে কথার জাল বুনে কিছু প্রমাণের চেষ্টা করেননি। বরং যে সব তত্ত্ব ও তথ্য স্থবির চিন্তাধারার কারণে মানুষের গোচর হতে লুক্কায়িত ছিলো তিনি তা ঝেড়ে মুছে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন করে মিল্লাতে-ইসলমিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন। ২য় বৈশিষ্ট হচ্ছে তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে চিরোপযোগী ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ করেছেন।

"ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা নিছক ধর্মমাত্র নয়" এ ধারণা উপমহাদেশে মাওলানাই প্রথম দেন। বিংশ শতাব্দীতে সকল মানব রচিত মতবাদের ব্যর্থতা প্রমাণ ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্য তিনি চিরস্মরণী হয়ে থাকবেন। জিহাদ ও ইবাদাত সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ও সংকীর্ণ ধারণার তিনি অপনোদন করেছেন দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ভ্রান্তি তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন। ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন এমনভাবে যার কারণে আজ শতসহস্র যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। বর্তমান আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্রের এমন রূপরেখা দিয়েছেন যা এর আগে কেউ দেয়নি। তিনি ইসলামি আন্দোলনের সংগঠনের এমন সুশৃঙ্খল পদ্ধতি দিয়েছেন যা অত্যন্ত সুনিপূণ্য। তিনি কালেমা তাইয়েবাকে প্রচলিত নীতি ও বাক্যের গণ্ডি থেকে বের করে ঈমান ও তাওহীদের যথার্থ ও দৃঢ় ভিত্তির ঘোষণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলমানরা অজ্ঞতার কারণে দীন ও দুনিয়ার মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে ফেলেছে। দীনি ও দুনিয়াবী দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, এর ভ্রান্তি তিনি ধরিয়ে দিয়ে বলেন : দুনিয়া ছাড়া দীন অসম্ভব কেননা তার বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রই হলো দুনিয়া আবার দীন ছাড়া দুনিয়া পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি। দীন ও দুনিয়ার পার্থক্য ও বৈষম্যের কথা খৃষ্টান মতবাদই বলে, বৌদ্ধ এবং যোগী সন্নাসীরাই তা বলে। কিন্তু ইসলামের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। শিক্ষা, সভ্যতা ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দীন ও দুনিয়ার পার্থক্য ও বৈষম্য স্বীকারের ন্যায় মারাত্মক দীন ভুল দ্বিতীয়টা হতে পারেনা। আমরা এটা মানতে মোটেই রাজি নই যে আমাদের জন্য দীনি ও বৈষয়িক দু'টি আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে, বরং আমরা তো এটাই মানবো যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন দীনি বলে গণ্য হবে তেমন পার্থিবও গণ্য হবে। পার্থিব এ হিসেবে যে, আমরা দুনিয়াটাকে জানতে পারবো এবং দুনিয়ার কাজ দক্ষতার সাথে চালাতে পারবো। দীনি এ হিসেবে যে দুনিয়াটাকে আমরা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতেই বুঝবো এবং দীনের নির্দেশ অনুসারেই এর যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবো। ইসলাম তেমন কোনো ধর্ম নয় যে মানুষকে দুনিয়ার যাবতীয় কাজ নিজের ইচ্ছানুসারে করার অনুমতি দেবে এবং এর সঙ্গে শুধু কয়েকটি মতবিশ্বাস ও ইবাদাতের পরিশিষ্ট জুড়ে দেবে।

তাঁর সাহিত্যের প্রভাব প্রসঙ্গে কিছু তথ্য

আমেরিকা: এখানে মাওলানার সাহিত্য সমাদরে পঠিত হয়। শতশত বিশ্ববিদ্যালয়ের নওমুসলিমও মুসলিম ছাত্ররা তাঁর সাহিত্য পড়ে হাজারো প্রশ্নের জবাব পাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে তারা বর্তমান যুগে ইসলামের বড় লেখক ও শ্রেষ্ঠ গবেষক বলতে মাওলানা মাওদূদীকেই রহ.

বুঝছেন। মুসলমানদের হাতে হাতে সাইয়েদ কুতুব ও আবুল আ'লার সাহিত্য। ফিলাডেলফিয়ার 'মুসলিম লীগ' সংগঠনটি মাওলানার সাহিত্য দস্তুরমত চেয়ে পাঠাচ্ছেন। এছাড়া USA এর বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে তাঁর সাহিত্যের অর্ডার আসছেই একাধারে। মাওলানার সাহিত্য, চিন্তাধারা এবং জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন ও কর্মসূচি নিয়ে ডঃ চার্লসজে এডমসের পরিচালনায় কানাডার ম্যাকগীল বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ও গবেষণা চলছে। রকফেলার ফাউন্ডেশন একাজ করছে। ম্যাকগীল বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক ম্যাকগীল ডেইলী মন্তব্য করে "আধুনিক বিশ্বের যে কয়জন চিন্তাশীল ব্যক্তি আধুনিক রাষ্ট্রকে ইসলামি দৃষ্টিকোণে স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন মওদূদী রহ. তাঁদের মধ্যে অন্যতম।" মাওলানার সাহিত্যে প্রভাবিত হয়ে জনৈক উচ্চশিক্ষিত নওমুসলিম যুবক ইউসুফ মুজাফফারুদ্দীন "The Islamic party of North America" নামে ১৯৭১ এ একটি ইসলামি সংস্থা গঠন করেন।

এর প্রচেষ্টায় প্রচুর যুবক এবং নারীরা মুসলিম হচ্ছেন। আমেরিকার প্রায় সবগুলো স্টেটে এর বিস্তৃতি রয়েছে। এর দু'টি সংসদ আছে। এর পক্ষ থেকে অনেকগুলো সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশিত হয়। সারা আমেরিকায় এ দল মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর বিভিন্ন সক্রিয় বিভাগ আছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি সংস্থা কায়েম হয়েছে। এছাড়াও সাইয়েদ কুতুব ও আবুল আ'লার সাহিত্যে অনুপ্রাণিত সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে "Youth muslim organization, Muslim youth society, Muslim youth association (USA & Canada)" ইত্যাদি।

United Kingdom UK.: বহু জায়গা থেকে অর্ডার আসে তবে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে তাঁর সাহিত্যের খুব চাহিদা। মুহাম্মদ কুতুব, সাইয়েদ কুতুব ও মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য পড়ে ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংল্যান্ডের মুসলমানরা "Uk Islamic Mishion ও Eauropean Islamic foram" নামে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন কায়েম করেছে। শিক্ষিত ও নারী সমাজে এর কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এরা মাওলানার সাহিত্য অনুবাদ করে চলছে। এদের কর্মসূচি আশাব্যঞ্জক। এছাড়া মাওলানার চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭০ এ বাংলাভাষী মুসলমানরা 'দাওয়াতুল ইসলাম' নামে এক সংস্থা কায়েম করেছে। বিভিন্ন শহরে স্কুল কায়েম করে বাংলাভাষী সন্তানদেরকে প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। লিষ্টারে মাওলানার সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নামে ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের রিসার্চ স্কলাররা এর মাধ্যমে পূর্ণোদ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

জার্মানিঃ হেমবার্গের ইসলামি কমিউনিটির সভাপতি এরিক আব্দুর রহমান রুসলার মাওলানার সাথে যোগাযোগ করে তাঁর বইপুস্তক চেয়ে পাঠান। মাওলানা ইংরেজি অনূদিত তাঁর সবগুলো বই পাঠান। জনাব, রুসলারের প্রচেষ্টায় জার্মানিতে বেশ ইসলামের কাজ চলছে। জেনেভার ইসলামিক সেন্টার মাওলানার সাহিত্য জার্মান ভাষায় অনুবাদের কাজ চালাচ্ছেন। অনেক নও-মুসলিমও অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছেন।

জাপান : এশিয়ার মধ্যে জাপানীরা ইসলাম গ্রহণের আকূল আগ্রহ প্রকাশ করছেন। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ, খৃস্টান শিন্টু ইত্যাদি ধর্মের তাদের কণামাত্র আকর্ষণ নেই। আজ পর্যন্ত ২৫০০ জাপানী ইসলাম গ্রহণ করেছে। বলাবাহুল্য এসব মাওলানার সাহিত্যেরই প্রভাব। ষাটের দশকে পাকিস্তান জামায়াতের জনৈক প্রতিভাবান কর্মীর প্রচেষ্টায় টৌকিওতে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা মাওলানার সাহিত্য জাপানী ভাষায় অনুবাদের কাজ চালাচ্ছেন। তাফহীমুল কুরআন অনূদিত হচ্ছে। জাপানীরা শিক্ষিত হওয়ায় মওলানার কঠিন বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি।

সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশে : বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে মাওলানার সাহিত্য নেই। মাওলানার প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর নাম মানুষের মুখে মুখে। এ দু'টি দেশে তাঁর সাহিত্য পড়ে লক্ষ লক্ষ মানবকর্মী ইকামাতে দীনের কঠিন সংগ্রামে নিয়োজিত। যথারীতি বিপ্লব এসে গেছে শত সহস্র নর-নারীর মন-মস্তিষ্কে। ভারত, শ্রীলংকা ও কাশ্মীরেও জামায়াতের ইসলামী বেশ শক্তিশালী, এর সফলতায় আজ শত সহস্র যুবক ইসলামি আন্দোলনের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং খালেছ দীনি আদর্শ তাদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। মিসর, সুদান, ইথিওপিয়া, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি দেশের ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও জামায়াতে ইসলামি একই চিন্তাধারা ও পদ্ধতির দু'টি আন্দোলন। মাওলানা মওদূদী মৃত হয়েও সাইয়েদ কুতুব ও হাসান বান্নার প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ানের যেন জীবিত নেতা। এছাড়া আলজিরিয়ায় "Islamic salvation front" লেবাননে এবাদুর রাহমানের কর্মীরা মাওলানার সাহিত্য বেশ জোরোদ্যমে পড়ে। ফ্রান্সে প্রফেসর হামীদুল্লার প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি সংস্থা মাওলানার সাহিত্য ফরাসী ভাষায় অনুবাদ চালাচ্ছে,। সেখানেও মাওলানার সাহিত্য বেশ চলছে। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর মরক্কো, সুদান, তিউনিসিয়া, কানাডা, সিভিল, কোরিয়া, স্পেন, মধ্য এশিয়া, তুরস্ক ও যুগোশ্লাভিয়ায় মাওলানার সাহিত্য প্রচুর অধ্যয়ন চলছে। মালয়েশিয়ার কয়েকটি ইসলামি ছাত্র

সংগঠনের কর্মীরা মাওলানর দু'একটি বইকে সিলেবাসের মতোই পড়ে। IIFSO একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি ছাত্র সংস্থা যার প্রধান হাতের বাহন হচ্ছে সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুব ও আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর সাহিত্য। এ সংস্থাটি এবং WAMY সারা বিশ্বে মাওলানার সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে ছড়িয়ে দিচ্ছে। জর্ডানের স্কুলগুলোতে মাওলানার 'ইসলাম পরিচিতি' বইটি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মদিনা ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি ও রাবিতা আলমে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি তাঁর মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের সময় যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে আরব জাতীয়তাবাদ ও রাজতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন। আরব জাহানে তাঁর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি।

জামায়াতে ইসলামি গঠন

সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে একটি বিকৃত ও অধঃপতিত মুসলিম জাতির মধ্যে ইসলামি আন্দোলনের সূচনা করা কত দুঃসাধ্য কাজ । এর জন্য প্রয়োজন ইসলাম তথা কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করার অনুপম লেখনীশক্তি পথভ্রষ্ট মানব সমাজকে সত্যের পথে আনবার হিকমাত ও দক্ষতা তদুপরি সংবেদনশীল মন-মানসিকতা, অসীম ধৈর্য ও অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা। এসব কিছুই প্রচুর আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছেন। ইসলামের শাশ্বত বাণী সমুন্নত রাখার জন্য প্রয়োজন একদল সাচ্চা সৈনিকের যারা দীনের সঠিক ব্যুৎপত্তিধারী হবে, যারা জীবন দিতে কুণ্ঠিত হবেনা, আদর্শই যাদের মূল শক্তি, যারা ইসলামকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং দুনিয়ায় আল্লার দীন প্রতিষ্ঠার যোগ্য কর্মী গড়ে উঠবে। মাওলানা এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ১৯৪১ এ গঠন করেন জামায়াতে ইসলামি। জামায়াতে ইসলামি সার্কভুক্ত ৫টি দেশ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও কাশ্মীরে অতি পরিচিত ও শক্তিশালী আদর্শবাদী আন্দোলন। খালেছ দীনের আদর্শই এ আন্দোলনের শক্তি ও অস্ত্র। বংশানুক্রমিক গোঁড়ামির উর্দ্ধের এ আন্দোলন খালেছ দীন ও বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা বিরোধী সকল শক্তির প্রতি এক চ্যালেঞ্জ জামায়াতে ইসলামি এমন আন্দোলন আল্লাহ্ চাহেত তার আদর্শ অক্ষুণ্ন থাকলে তা কখনো দমবার বা পরাজিত হবার নয়। এ এমন সুশৃঙ্খল ক্যাডারভিত্তিক আন্দোলন যার সফলতায় উপমহাদেশে লক্ষ লক্ষ নর-নারী খালেছ দীন প্রতিষ্ঠায় মরণ-প্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। জামায়াতে ইসলামী আজ সারা বিশ্বের ইসলামি আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক। সকল কুসংস্কার, মানব রচিত মতবাদের প্রতি কঠিন ও সুদৃঢ় চ্যালেঞ্জ। যার কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত সুনিপূণ, বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীতে যখন মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে গেছে জঞ্জাল, অস্পষ্টতা, গাঁজাখুরি মিলের মাঝে সহজ সরল সেরাতে মুস্তাকীমকে হারিয়ে ফেলেছে। দীন সম্পর্কে বিভ্রান্ত ও অজ্ঞ হয়ে গেছে; মানুষ প্রভুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। জীবন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি হারিয়েছে, ইসলামের হাজারো দিক ও বিভাগকে বিকৃত-জঞ্জাল করে ফেলেছে এবং সেগুলোর গভীর ব্যুৎপত্তি গুম করেছে, যখন মুসলিম জাতি সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, বস্তুবাদ সহ সকল মানব রচিত মতবাদের সাথে দীনকে মিশ্রিত করে হযবরল করে ফেলেছে, যখন তারা অন্ধকারে বংশানুক্রমিক দীনদারী নিয়ে জেঁকে বসেছে তখন চিন্তাজগতের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আর্বিভূত হন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.। তিনি মানুষের চিন্তাজগতের সকল জঞ্জাল দূর করে সহজ সরল দীনের এক বিপ্লব সৃষ্টি করে ফেলেছেন, সাগরে এমন এক উত্তাল ঢেউ এনেছেন যা কোনো বাঁধ মানতে রাজী নয়। তাই তো তিনি এ শতাব্দীতে বিশ্ব বরেণ্য ইসলামি গবেষক ও চিন্তাবিদ। এ দুনিয়াতে ইসলামের সেবক, ইসলামি চিন্তাবিদ, লেখক, মুবাল্লিকগ অনেকেই আছেন। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বোত্তম, সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে দুনিয়াবাসীর সামনে সুন্দর স্পষ্ট করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এক অনন্য ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সারা বিশ্বে ইসলামি জাগরণের অগ্রদূত। ইসলামী পুনর্জাগণের পুরোধা, সকল মানব রচিত মতবাদের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ। সত্যিই বিশ্ব মুসলিমের চিন্তাজগতে তাঁর অবদানের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী ও আপন মহিমায় ভাস্বর। তাঁর বিপ্লবী সাহিত্য অর্ধশতাধিক ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা বিশ্বে এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাজগতের বিপ্লব সাধন, পুনর্গঠন ও বিভ্রান্তি দূরীকরণই তাঁর অবদানের বৈশিষ্ট্য। হে আল্লাহ! বিশ্ব মুসলিমের মাঝে দীনের সঠিক ব্যুৎপত্তি দান কর আর এই মহান চিন্তানায়ককে তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাতুল ফেরদাউস দান কর আমিন! ছুম্মা আমিন!!

◆◆◆

আকলিমা ফেরদৌসী (আঁখি)

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ১৯৯২ ঈসায়ী। এ সময় আকলিমা ফেরদৌসী (আঁখি), জামালপুর জেলার সিংহজানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রী গ্রুপে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

সমুদ্রের কোনো জায়গায় অনেক বড় বড় পাথর পানির নিচে ঢাকা থাকে। এগুলোর সাথে সংঘর্ষ হলে নৌকা ও জাহাজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। এ ধরনের ভয়ংকর পাথরগুলো থেকে মাঝি মাল্লাদের সতর্ক করে দেবার জন্য জায়গাগুলোতে সুউচ্চ আলোর মিনার তৈরি করা হয়। মিনারগুলোর চূড়ায় আলোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। যাতে সমুদ্র পথের এ মহাবিপদ থেকে সহজেই বাঁচা যায়। এ আলোর মিনারগুলোকে বলা হয় "লাইট হাউজ।"

বর্তমান যুগের মহাসমুদ্রে মানবতা বিধ্বংসী বাতিল মতবাদ ও বিশ্বাসের অনেক বড় বড় পাথর জাগায় জাগায় লুকায়িত আছে। সাইয়েদ মওদূদী রহ. নিজের নিপুণ কর্মতৎপরতা, খোদা প্রদত্ত মেধা, যোগ্যতা এবং দূরদর্শিতার মাধ্যমে সর্বদা এ ভয়ংকর পাথরগুলো সম্পর্কে মানব জাতিকে বিশেষ করে মুসলিম মিল্লাতকে সতর্ক দিয়েছেন। যাতে তারা এ পাথরের সাথে ধাক্কা না খায়। এবং জীবন জাহাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। তাকে পৌঁছাতে পারে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যন্ত।

এই দুনিয়াতে ইসলামের সেবক, ইসলামি চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও লেখক অনেকেই আছেন; কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ সর্বোত্তম সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে দুনিয়াবাসীর সামনে সুন্দর ও স্পষ্ট করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মাওলানা অন্যান্য ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি পুরো জীবনটাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অতিক্রান্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মুহাম্মদ কুতুব বলেছেন- "মাওলানা ছিলেন একজন সত্যিকার নিবেদিত প্রাণ মুসলমান যিনি নিজের চিন্তাধার, ক্ষুরধার লেখনী এবং নিজের আমলী আদর্শের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজ পরিচালনা করেছেন এবং ইসলামকে যাবতীয় মতবাদের তুলনায় একটি উৎকৃষ্ট ও আদর্শ জীবনব্যবস্থা হিসেবে পেশ করেছেন। যার ফলে যাবতীয় মানব রচিত মাতবাদ ইসলামের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয়েছে।"

সুতরাং সাইয়েদ মওদূদীর এই অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তাকে বর্তমান বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনর্জাগরণের স্থপতি মানা ছাড়া উপায় নেই। কবি সুন্দর বলেছেন-

"আমার এশক ও মহব্বতের আগুন পথের কাটাসমূহ
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে,
তাই এ রাস্তার পথিকদের উপর এটা হচ্ছে আমার বিরাট এহসান।"

সাইয়েদ মওদূদী রহ. এর জন্ম হয় এমন এক সম্ভ্রান্ত বংশে যে বংশে প্রসিদ্ধ বুজুর্গ আল্লামা খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশ্‌তীর মত মহান ব্যক্তিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাওলানা মওদূদীর পিতার নাম ছিলো সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী। তার পেশা ছিলো আইন ব্যবসা। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ সালে আওরংগাবাদে মাওলানা জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে মৌলভী পরীক্ষা (বর্তমানে মেট্রিক) পাশ করেন। সে সময় পিতার অসুস্থতার জন্য তিনি ভূপাল চলে যান। এবং মাওলানার পড়াশুনা সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি পুনরায় দিল্লী ফিরে আসেন এবং বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত হন। তিনি ১৯১৮ সাল হতে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত সাংবাদিকতায় জড়িত ছিলেন।

মাওলানা মওদূদী সাধারণত একজন প্রথম শ্রেণীর চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মাওলানা ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন অতুলনীয় সংস্কারক, তিনি ছিলেন মহান মুবাল্লেগ, সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক, উন্নত সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও যুগশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। মাওলানা মওদূদী তার সংস্কার ও সংশোধনীমূলক কার্যাবলী দ্বারা পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য পর্যন্ত ইসলামের পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তরুণ সমাজ আজ পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ইত্যাদি মানব রচিত মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের বিজয় শ্লোগান দিচ্ছেন। এটি একটা বড় ধরনের পরিবর্তন বা সময়ের বিবর্তনে দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ জাগরণ বিস্তার লাভ করেছে। আর ইসলামের বিজয় হওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আমরা মাওলানা মওদূদী রহ.-এর ইসলামের পুনর্জাগরণ ও ইসলামের পুনর্গঠনের কার্যাবলীকে তিনভাগে ভাগ করতে পারি। ভাগগুলো হচ্ছে–

- পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামের জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী।
- বিপ্লব সৃষ্টিকারী সাহিত্য ও মাওলানা মওদূদী।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামের জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী।

কোনো মহান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং কার্যক্রমের অনুমান একমাত্র ঐ পরিবেশ পরিস্থিতির উপর মূল্যায়ন করা সম্ভব; যে পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে তার কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়। আমরা কিছুক্ষণের জন্য মাওলানা মওদূদী রহ. এর সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির উপর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যে চিত্র ফুটে উঠে তা এই যে, এ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ধর্মহীনতা, চরিত্রহীনতা বিশেষ

করে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্যান-ধারণা, পুঁজিবাদ চিন্তাধারার সয়লাব, সমাজতন্ত্রের বিভীষিকা সারা পৃথিবীব্যাপী আতংকের সৃষ্টি করেছিল। অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্রগুলো ইসলামের চরম শত্রু পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলো গোলামী জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ জনসাধারণের এই করুন অবস্থাটুকু বুঝার অনুভূতিটুকুও ছিলো না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত অব্যাহত ছিলো। মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে 'আলেমে দীনদের' নেতৃত্ব খতম করে দিয়ে পাশ্চাত্য ধাঁচে গড়া নেতৃত্ব তথায় আনা হয়েছিল। মুসলিম জনধারণের চারিত্রিক অবস্থা এতো নিম্নমানে পৌছে ছিলো যে তারা ভালোমন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। অথচ যে সুমহান দীনে ইসলাম আরবের বেদুইনদেরকে পারস্য ও রোম সম্রাটের সাথে টক্কর দেওয়ার সাহস যুগিয়েছিল, এবং তাদের মিথ্যা খোদাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে গোটা দুনিয়ার নেতৃত্বে মুকুট মুসলমানদেরকে পরিয়েছিলো, সেই ইসলামের নাম উচ্চারণকারীরা ছিলেন পদে পদে হেয় প্রতিপন্ন। তৎকালীন মুসলিম সমাজের চিত্র আল্লামা ইকবালের এই কবিতায় যথার্থ রূপে অংকিত হয়েছিল–

"আজকের মানুষ মনে করে এ কোরআনে রয়েছে
দুনিয়াকে ত্যাগ করার শিক্ষা
অথচ এ আল কোরআনই মুমিনকে বানিয়েছিল বিশ্বজাহানের
শাসক ও নেতা।"

এ ছিলো তৎকালীন অবস্থা যে সময় মাওলানা মওদূদী তার দাওয়াতী কাজ শুরু করেন।

পাক–ভারত উমহাদেশে ইসলামের জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী

মাওলানা মওদূদী রহ. এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে, উপমহাদেশে মুসলিম মিল্লাতকে মুক্তির পথ সম্পর্কে অবহিত করে দেন। আর তা করেছেন এমন এক সময় যখন মুসলমানরা অবনতির শেষ সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এমনকি মুসলিম সমাজের জ্ঞানী, গুণী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং আলেম সমাজ পর্যন্ত দীনের সঠিক অনুভূতি থেকে বেখবর ছিলেন। তারা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় প্রভাবাধীন হয়ে মুক্তির পথ বেঁছে নেওয়ার চেষ্টা করতেন।

তখন উপমহাদেশের রাজনৈতিক অংগন উত্তপ্ত রেখেছিলো কংগ্রেসের তৎপরতা। কিছু কিছু নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের বাইরে জাকজমপূর্ণ রূপে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষাকারী কংগ্রেসের ক্রীড়নক হয়ে উপমহাদেশে মুসলিম পরিচয়টুকু নিজেদের অজ্ঞতার দরুণ মুছে ফেলার উপক্রম করেছিল। মাওলানা মওদূদী

মাঠে নামলেন এবং ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রগুলো সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে দেন। তিনি কংগ্রেসের হিন্দুঘেঁষা নীতির সোচ্চার বিরোধিতা করে ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে কংগ্রেসের প্রোপাগাণ্ডা ধুলিস্যাতে উড়িয়ে দেন।

১৯২৮ সালে 'আল-জমিয়ত' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সাথে কংগ্রেসের প্রশ্নে মতনৈক্য দেখা দিলে মাওলানা মওদূদী 'আল-জমিয়ত' পত্রিকা থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৩২ সালে তিনি হায়দারবাদ থেকে মাসিক 'তর্জুমাতুল কুরআন' এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে স্বীয় ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথম দিকে ইসলামের মৌলিক নীতি, ধ্যান-ধারণা ও মহাত্ম্য বিশ্লেষণ করার প্রতিই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে দ্বন্দ্বের কারণ সৃষ্ট জটিলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। এ রূপ জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি 'আল-কুরআন' ভিত্তিক একটি নব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইসলাম ও রাজনীতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় বরং রাজনীতি ইসলামেরই একটি অন্যতম দিক। রাজনীতি বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনাও করা যায় না। যেমনিভাবে ইসলাম ছাড়া রাজনীতি ধোকাবাজিরই নামান্তর।

একনিষ্ঠভাবে ইসলামের খেদমত করার সুযোগ দেওয়ার অভিপ্রায় এ সময় আল্লামা ইকবাল রহ. তাকে পাঞ্জাবে চলে আসার আমন্ত্রণ জানান। অধিকন্তু এতে ইকবালের সহযোগিতা লাভ করাও সম্ভব হবে। ইকবালের মৃত্যুর পর মাওলানা ১৯৩৮ সালে 'দারুল ইসলাম' একাডেমী ও রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষ পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ইসলামি বই পুস্তক অনুবাদ করা এবং ইসলামি আইনের নতুন সংস্কার সাধন করাই ছিলো এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৯৪১ সালে মাওলানা মওদূদী রহ. 'জামায়তে ইসলামী' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামি রূপরেখার উপর ইসলামি সামজের নব কাঠামো সম্পর্কে স্বীয় ধ্যান-ধারণার ও চিন্তা-ভাবনার একটি নিয়মিত সাংগঠনিক চিত্র তিনি তৈরি করেছিলেন। তিনি যেহেতু দীন ও নেজামী জিন্দেগী অবিভাজ্য সত্তা মনে করতেন সেহেতু তার প্রতিষ্ঠিত 'জামায়াতে ইসলাম' তথাকথিত কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয় বরং এটি একটি মৌলিক সংগঠন যা গোটা জীবনকে পরিবর্তন করে দেবার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। মাওলানা এ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেওয়ার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করে। এমন একটি বিরাট জনশক্তি গড়ে তুলতে চেয়েছেন যারা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করবে।

বুদ্ধিজীবী ও যুবকদের জন্য তার তেজোদীপ্ত আহ্বান ছিলো তার পয়গামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যুব সমাজকে জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের শিকার হতে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার তেজোদীপ্ত আহ্বানে প্রভাবিত হয়ে লক্ষ লক্ষ তরুণ পাশ্চাত্য জীবনব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না।

মাওলানা মওদূদী পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে 'এক দেশ এক জাতি' চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং ধারাবাহিক লেখার মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক জাতিসত্তা অংকন করেছেন। আর পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে ইসলামি আইন ও ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু করার জন্য তিনি যে চেষ্টা করেছেন এবং সেটাকে যেভাবে কার্যনীতির কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন তা আজ ইতিহাসের একটি অংশ। মাওলানা তার প্রচেষ্টার দ্বারা পাকিস্তানের রাজনৈতিক অংগনে ইসলামকে সবচেয়ে সোচ্চার এবং প্রাণবন্ত বিষয় রূপে গড়ে উঠার উৎস করে দেন। মাওলানার আপোষহীন নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামের দুর্বার আন্দোলনের মুখে সরকার ১৯৪৯ সালে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের জন্য ইসলামি শাসনতন্ত্রের পক্ষে মাওলানা ৪ দফা দাবি (আদর্শ প্রস্তাব) মেনে নিতে, ১৯৫০ সালে মৌলিক নীতি নির্ধারণ কমিটির রিপোর্টে ইসলামের ধারাসমূহ বলিষ্ঠ করতে এবং ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্রে ইসলামি দফাগুলো শামিল করতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তানে ইসলামি জীবনব্যবস্থা চালু করার আপোষহীন প্রচেষ্টা তাকে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে সংগ্রামে জড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই উৎসাহব্যঞ্জক সংগ্রাম আর কারাগার এমনকি ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত তাকে তাঁর লক্ষ্যস্থল থেকে একচুল পরিমাণ টলাতে পারেনি।

১৯৫৮ সালে আইউব খানের সামরিক অভ্যুত্থানের পর মাওলানা মওদূদী ও তার জামায়াতে বিরোধী পক্ষে সব দলের মৌলিক দায়িত্ব পালন করেন। যেমন ১৯৬৪-৬৫ সালের সম্মিলিত বিরোধী দল, ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণতান্ত্রিক কার্যকরী পরিষদ, ১৯৭৩ সালে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক দল এবং ১৯৭৭ সালে পাকিস্তান জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এভাবে মাওলানা মওদূদী তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত উপমহাদেশে ইসলামের জাগরণের জন্য আন্দোলন করে যান। আজ পৃথিবীতে মাওলানা মওদূদী নেই কিন্তু তিনি রেখে গেছেন এমন এক বিপ্লব সৃষ্টিকারী সংগঠন যার পরিধি বিশ্বব্যাপী।

বিপ্লব সৃষ্টিকারী সাহিত্য ও মাওলানা মওদূদী

মাওলানা মওদূদীর বিপ্লব সৃষ্টিকারী সাহিত্য ভাণ্ডার শুধু উপমহাদেশে নয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তার কলম এমন একটা বুলেট যা পৃথিবীর যাবতীয় মানবগড়া মতবাদ ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। এ সম্পর্কে মুফতি আতিকুর রহমান বলেছেন– "সাইয়েদ মওদূদীর ক্ষুরধার লেখনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাকে একটা মজুবত স্থান করে দিয়েছে। তার কলমের সবচেয়ে বড় অবদান হলো তার লেখার বদৌলতে এমন একটি জামায়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় পতাকা উড়াতে বদ্ধপরিকর। তার এ লেখনী শক্তির প্রভাবে আজ যুব সমাজের মধ্যে শুধু ইসলামের জজবা সৃষ্টি হয়নি বরং এক একজন যুবক ইসলামের খাদেমে পরিণত হয়েছে।"

মাওলানা মওদূদী তার লেখার মাধ্যমে পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, কমিউনিজম, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ইত্যাদি বাতিল মতবাদের আসাড়তা প্রমাণ করার সাথে সাথে আধুনিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামের বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ করে ইসলামকে দুনিয়াবাসীর সামনে 'মুক্তি সনদ' হিসেবে পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন– "সাইয়েদ মওদূদী ইসলামের জীবনব্যবস্থা ও ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি, মানব জীবনের সুশৃঙ্খল মৌলনীতি, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পন্থা ও পদ্ধতি এবং শর্তসমূহ সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে নতুন ধারায় সহজভাবে এতো সুন্দর করে পেশ করেছেন যে, আধুনিক শিক্ষিত সমাজ মাওলানার এ লেখায় প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেনি।

মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়–

প্রথমত: তিনি ইসলামকে একটা স্থবির ও প্রাচীন গতানুগতিক বা বংশ পারম্পরিক ধর্মের পরিবর্তে একটা বিপ্লবী জীবন দর্শন ও আন্দোলন হিসেবে পেশ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি ইসলামের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে প্রত্যেকটিকে বর্তমান যুগের উপযোগী করে বর্ণনা করেছেন। ধর্মের প্রতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের যতো অভিযোগ রয়েছে তা তিনি যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন।

তৃতীয়ত: মাওলানা মওদূদী একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ইসলাম নিছক কোনো পূজা পার্বনের ধর্ম নয় যে এ রাজনীতির সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। বরং জীবনের এমন কোনো বিভাগ নেই যা ইসলাম থেকে স্বাধীন হয়ে থাকতে পারে।

মাওলানা মওদূদী ৬০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া মাওলানা বেশ কিছু প্রবন্ধও রচনা করেছেন যেগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮ হাজারেরও অধিক। মাওলানার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে–

আল কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির 'তাফহীমুল কুরআন', আল জিহাদ ফিল ইসলাম, ইসলাম পরিচিতি, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলন, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মাওলানার এসব গ্রন্থ আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানী, জাপান, সুদান সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাদৃত।

সুতরাং আমরা বলতে পারি আধুনিক শিক্ষিত যুবকদেরকে ইসলমের নিকট আনার এবং তাদের অন্তরে ইসলামের আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে মাওলানার কলম যে খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছে তা যাবতীয় সংশয় সন্দেহের উর্ধ্বে। মুসলিম বিশ্বে তথা গোটা পৃথিবীব্যাপী ইসলামের জাগরণের ইতিহাসে তা এমন একটি অধ্যায় যা ভুলে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামের জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী

মাওলানা মওদূদীর দাওয়া ও আন্দোলনের ঢেউ লেগেছে ভারত উপমহাদেশের সীমানা পেরিয়ে আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যন্ত। তিনি সমগ্র বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী এবং প্রতিষ্ঠিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ দায়ী। মাওলানা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং এ কথা অন্তরে গেঁথে রেখেছিলেন যে, ইসলাম হচ্ছে একটি সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক জীবনব্যবস্থা। সুতরাং তার লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বই পুস্তকগুলো বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন। ফলে পাশ্চাত্য আরব জাহান সহ সারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাওলানার চিন্তাধারা যুগোপযোগী ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তারই সাধনার ফসল 'তৃতীয় বিশ্ব', রাবেতায়ে আলমে ইসলাম, ইসলামি সেক্রেটারীয়েট ও বিশ্বব্যাপী ইসলামি আন্দোলন। তিনি রাবেতায়ে আলমে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ফিলিস্তিন সমস্যা, ইরান বিপ্লব, ইরিত্রিয়ার মুসলমানদের সমস্যা, আফগান মুজাহিদদের জিহাদ, ভারতসহ অন্যান্য যে সমস্ত দেশে মুসলিম সংখ্যালঘু সমস্যা রয়েছে মাওলানা মওদূদী সেগুলো সম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে যথাসাধ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলাম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ভুলার মতো নয়। বর্হিবিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের সঠিক স্পিরিট তৈরি করার জন্য তার অনেক অবদান দুনিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। যেমন– আফ্রিকায়

'ইসলামিক ফাউন্ডেশন', বৃটেনে 'ইউকে ইসলামি মিশন', আমেরিকা ও কানাডার A.M.SA জাপানে ইসলামিক সেন্টার ইত্যাদি।

সাইয়েদ মওদূদী রহ. এর সংস্কার ও সংশোধন মূলক কর্মতৎপরতার বদৌলতে আজ গোটা দুনিয়া বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে ইসলামি আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশে নিশ্চিত সাফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাওলানা বিদায় নিয়েছে দুনিয়া থেকে তিনি পরিপূর্ণ করে গেছেন তার কাজ, পূর্ণ হয়েছে তার জীবনের সাধনা। তার সাধনা, তার বিশ্বজনীন দাওয়াত; রেখে যাওয়া তার জ্ঞানের ফসল অমর করে রাখবে চিরদিনের জন্য। তিনি চলে গেছেন অমূল্য সাহিত্য ভাণ্ডার এবং অগণিত রূহানি আওলাদ যারা ছড়িয়ে আছেন সারা বিশ্বব্যাপী। তার ফেলে যাওয়া কাজ চলতে থাকবে যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

"হে প্রশান্ত আত্মা চল তোমার প্রতিপালকের দিকে এ অবস্থায় যে তুমি তোমার প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট এবং তোমার প্রতিপালকও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।"

◆◆◆

সৈয়দা মর্জিনা বেগম

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ১৯৯২ ঈসায়ী। এ সময় সৈয়দা মর্জিনা বেগম, রংপুর জেলার পীরগাছা থানার পাওটানা সিনিয়র মাদরাসার দাখিল দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রী গ্রুপে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

১৪০০ শত বছর পূর্বে ইসলামি জাগরণের ইতিহাস শুরু হয়। এই জাগরণ উত্থান-পতনের ক্রমধারায় চলে আসছে। বিংশ শতাব্দীর এই ক্রমধারায় সংযোজিত হয়েছে একটি নাম 'মাওলানা মওদূদী' একটি জীবন, একটি আন্দোলন, একটি ইতিহাস।

ইসলামি জাগরণে মাওলানা মওদূদী হঠাৎ করে স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠা কোনো ব্যক্তিত্ব নন। দীর্ঘ ইতিহাস, সংগ্রাম ও সাধনার মধ্য দিয়ে ইসলামি জাগরণে সংযোজিত হয়েছে এই নিষ্ঠাবান ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব। ইসলামের বিজয় সংগ্রামে মাওলানা মওদূদী এক মহান পথিকৃত। তিনি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ইসলামি চিন্তানায়ক। তাঁর লেখনী লক্ষ লক্ষ মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লব এনেছে। তাঁর শতাধিক রচনা বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়ে সত্যান্বেষী মানুষের হৃদয়ে ইসলামি জাগরণের জোয়ার এনেছে। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা বিশেষ করে তাঁর বিপ্লবী তাফসির ও তাফহীমুল কুরআন ও সীরাতে সরওয়ারে আলম কয়েক শতাব্দীর জন্য মুসলিম মিল্লাতের দিকদর্শনের কাজ করতে থাকবে। জীবন ও সমাজের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের জন্য এক বাক্যে তাঁকে ইসলামি জাগরণের নেতা ও শতাব্দীর সংস্কারক ও ইতিহাস শ্রষ্টা বলে স্মরণ করছে।

১৯০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ রাজ্যে আওরংগবাদে জন্ম। ইসলামের মহান আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে কর্মস্থান হিসেবে বেঁছে নেন পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠান কোটকে। ভারত বিভাগের পর হিজরত করেন লাহোরে। কোনো আঞ্চলিক ভূখণ্ডের মায়া তাঁকে আদর্শ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি ছিলেন সারাজাহানের বিশ্বমানবতার ইসলামি জাগরণের অগ্রদূত।

বিংশ শতাব্দীতে সারা মুসলিম দুনিয়ায় ইসরামের যে নব জাগরণ দেখা যাচ্ছে তা প্রধানতঃ দুই মহান ইসলামি চিন্তানায়কের প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরই ফসল। প্রায় একই সময়ে মিসরে ইমাম হাসানুল বান্না (শহীদ) এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মাওলানা যে ইসলামি আন্দোলনের সূচনা করেন। ফলে আজ তাদের চিন্তাধারা

ও বিপ্লবী কর্মসূচি দুনিয়ার সব দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এ সময়ে আর যে সব দেশে অন্যান্য ইসলামি চিন্তানায়কের প্রচেষ্টায় স্থানীয়ভাবে ইসলামি আন্দোলন শুরু হয়েছে সেখানেও এ দু'জনের সাহিত্য ও চিন্তাধারা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকায় ও দূর প্রাচ্যে মাওলানার ইসলামি আন্দোলনের সাহিত্য বহু ভাষায় তরজমা হয়ে ঐ সব দেশের ইসলামি আন্দোলন ও সংগঠন সমূহকে চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

এই আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে উঠা কর্মীবাহিনীর এক বিরাট অংশ বিভিন্ন কারণে প্রায় সব অ-কমিনিষ্ট দেশে পৌঁছে গেছে। এবং তাদের মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের মধ্যে ধীরে ধীরে এ আন্দোলন প্রসারিত হচ্ছে।

তিনি যে সংগঠনের বুনিয়াদ রেখেছেন তাও প্রায় ৮টি স্বাধীন রাষ্ট্রে নিরলস তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সত্যের সেনানীরা স্বাধীন বিশ্বের আরও অসংখ্য জনপদে একই নীতি ও পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামি জাগরণে মাওলানার চেতনাবোধ

মাওলানা মওদূদী মানুষের হৃদয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে তাদেরকে ইসলামের নীতির ভিত্তিতে সংঘবদ্ধও করেছেন। সমাজ থেকে বাতিলের প্রাধান্য খতম করে আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে বাস্তবায়িত করার জন্যই তিনি দলের প্রয়োজন অনুভব করেন।

এ অবশ্য অনস্বীকার্য যে, যে কোনো আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত করতে হলে প্রধানত: তিনটি বিষয় একান্ত প্রয়োজন হয়।

প্রথমত: যে বিষয় আন্দোলন করতে হয় সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও দৃঢ় প্রত্যয় এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মপন্থা আয়ত্ত করতে হয়।

দ্বিতীয়ত: যে আদর্শ প্রচারিত হবে একদিকে তারই ভিত্তিতে স্বীয় চরিত্র গঠন করতে হয় এবং অপর দিকে তা মানব সমাজে প্রচার করতে হয়।

তৃতীয়ত: উক্ত আদর্শে পূর্ণ চরিত্রবান কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে সে আদর্শ রূপায়নের জন্য জীবন মরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

বৃটিশ শাসন মাওলানাকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। তাই মাওলানা যখন বুঝমান হলেন তখন তিনি বুঝলেন যে, বাপ-দাদার ন্যায় ধর্ম কর্ম পালন করা অর্থহীন। তাই তিনি মহানবী সা. এর সুন্নাতের দিকে নজর দেন। এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন এবং তার উপর বুঝে শুনে ঈমান আনেন। তাই ১৯৩২ সাল পূর্ব পর্যন্ত ইসলাম, ইসলামি আন্দোলন, কুরআন, হাদিস, ফেকাহ, জিহাদ, যুদ্ধ সন্ধি ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।

ইসলামি জাগরণে মওলানার যাত্রা শুরু

মহান আল্লাহ যখন তাঁর অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করেন তখন সে সত্যের প্রতি আহ্বানের উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালে 'তরজুমানুল কুরআন' বের করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে দীনের প্রকৃত ধারণা পেশ করে দীনকে একটা গতিশীল আন্দোলন হিসেবে পেশ করার অগ্রযাত্রা শুরু করেন। দীনকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে লিপ্ত হন। তাঁর মধ্যে ছিলো ইসলামের বিরাট সংগ্রামী প্রেরণা। মাওলানা বলেন, "অবস্থা বড়ই সংগীন হয়ে পড়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্লাবন আসতে আর বিলম্ব নেই। এ প্লাবন ১৮৫৭ সালের ইংরেজ শাসনের প্লাবনের চেয়ে বেশি মারাত্মক"। তাই মাওলানা লিখনীর মাধ্যমে জাতির খেদমতের জন্য আত্মনিয়োগ করে। এই লিখনীর মাধ্যমে ইসলামি জাগরণের সূচনা করেন।

অতঃপর মাওলানা তরজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন ও প্রস্তাবিত দল গঠনের একটি নক্‌শাও পেশ করে। কয়েক দিনের মধ্যেই বিভিন্ন এলাকা হতে চিঠির মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪১ সালে ২৫শে আগস্ট এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে মোট ৭৫ জন ব্যক্তি যোগদান করেন। এই ৭৫ জন ব্যক্তিকে নিয়ে 'জামায়াতে ইসলামী' দল গঠন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা মওদূদী এই দলের আমীর নির্বাচিত হয়। ভারত বিভাগের পরও তিনি সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তানের আমীর নির্বাচিত হন। এই দল গঠনের কারণ হিসেবে তিনি বলেন আমি এবং আমার সঙ্গে এমন অনেকে গত তিন বছর ধরে এ চেষ্টা করে আসছি যে, বর্তমানে মুসলমানদের যে বড় বড় দলগুলি আছে তাদের সকলে অথবা যে কোনো একটি তাদের গঠন পদ্ধতি ও কর্মসূচিতে এমন কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসুক যাতে করে ইসলামের এই প্রয়োজন পূরণ হয়। এবং একটি নতুন দল গঠনের প্রয়োজন না থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এরপর যারা বর্তমান দলগুলির কার্যকলাপে সন্তোষ নয় এবং সত্যিকার ইসলমি মূলনীতির ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী, তাদেরকে একত্র করা ব্যতীত আমাদের কোনো গত্যান্তর রইলোনা। তাই পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর সামনে বিপ্লবী কলেমার দাওয়াত পেশ করেন, যা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে এক বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি করে। এই দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলমানগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র হুকমকর্তা মেনে নিয়ে নবীর আনুগত্য করার চেতনা ফিরে পায়। ব্যক্তিগত জীবন হতে মুনাফেকি মনোভাব দূর করে সমাজের সর্বস্তরে সৎ, যোগ্য খোদাভীরু লোকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

বৃটিশ শাসন অবসানের প্রাক্কালে মুসলমানদের মাঝে সুন্নাত, নফল, মুস্তাহাব ইত্যাদি কোন্ পদ্ধতিতে মানতে হবে কোন্ পদ্ধতিতে মানা যাবেনা; কোন্ মাজহাব বড় কোন্ মাজহাব ছোট, কোন্ পীরের মুরিদ বেশি কোন্ পীরের মুরিদ কম ইত্যাদি নিয়ে তুলকলাম লড়াই চলতো। কিন্তু ইকামতে দীনের কোনো চিন্তা ছিলোনা। শুধু কি তাই? এ দেশ স্বাধীনের পরেও অনেক পীর মাশায়েখ ইসলামের রাজনীতি নেই বলে ফতোয়া দিয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ তারাই ইসলামি রাষ্ট্র গঠণের লক্ষ্যে রাজনীতিতে নেমেছে। মাওলানার ইসলামি দর্শন ও তাঁর ইসলামি সাহিত্য মুসলমানদের মাঝে সঠিক বুঝ সৃষ্টি করে। উপরন্ত রেশারেশি দূর করেছে। তাঁর এই দর্শন সকল মত পার্থক্য দূর করে সকলকে একই প্লাটফর্মে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামের সমাজ সেবায় যে আদর্শ রয়েছে তিনি তা অনল প্রবাহের মতো জাগিয়ে দিয়েছেন। তারই সাধনার ফসল তৃতীয় বিশ্ব 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী' বিশ্বব্যাপী বিশ্ব মানবতার সেবা করে যাচ্ছে। তাঁর আদর্শের অনুসারীগণ বিভিন্ন সংগঠন ট্রাস্ট গঠন করে সমাজে ও শিক্ষাক্ষেত্রে দেশবাসীর খেদমত করে যাচ্ছে। যার কারণে আজ মানুষ ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পেপার-পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণের কাহিনী।

দেশ স্বাধীনের পর থেকে এ দেশের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ স্থায়ী হয়ে যায়। কিন্তু মাওলানা দর্শনে এ দেশের উজ্জীবিত তাওহীদি মুসলমান ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বঙ্গপোসাগরে নিক্ষেপ করেছে। তিনি যে দলের বুনিয়াদ রেখেছেন সেই দলের মাধ্যমে এ দেশের মুসলমান ছাত্র সমাজ ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের জন্য আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে জামায়াতে ইসলামীর বহু নেতা ও কর্মী এই সংগ্রামে শহীদ হয়েছে। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য এই আন্দোলন দুর্বার গতীতে এগিয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামি আন্দোলনকে মৌলবাদ আখ্যা দিয়ে মৌলবাদ নির্মূলের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তৌহিদী জনতা ও ইসলামি আদর্শে উজ্জীবিত ছাত্র সমাজ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বাতিলের মোকাবেলায় ইসলামি জাগরণকে সমুন্নত রাখার জন্য ময়দানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হক ও বাতিলের সংঘাত চিরন্তন। তাই মাওলানা যে পথ বেঁছে নিয়েছেন তা ফুল বিছানা নয়। কণ্ঠক বিছানো বন্ধুর পথ। এ পথে আছে নির্যাতন অসংখ্য সমালোচনা। তাই তাঁর আপনজন, বন্ধু-বান্ধব তাকে পাগল বললো, কাফের বলে ফতোয়া দেয়া হলো। শেষ পর্যন্ত ইসলাম বিরোধীরা, ইসলামি জাগরণকে নির্মূল করার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৩ সালে ৮ই মে সামরিক আদালত কর্তৃক মাওলানার ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রকাশিত হওয়ার পর পাকিস্তান এবং বহির্জগত থেকে সরকারের এহেন হঠকারিতার তীব্র

নিন্দা করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের দাবি উত্থিত হয়। পৃথিবীর সমুদয় মুসলিম দেশগুলোয় এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় যে, সামরিক আইনের প্রধান কর্মকর্তা মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল করে।

ফাঁসির কুঠরীতে তিনি যে জীবনের জয়গান গেয়েছেন; "আপনারা মনে রাখবেন যে, আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমি তাদের কাছে কিছুতেই প্রাণভিক্ষা চাইবো না। এমনকি আমার পক্ষ থেকে অন্য কেউ যেনো প্রাণভিক্ষা না চায়। আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই অনুরোধ। কারণ জীবন ও মরণের সিদ্ধান্ত হয় আসমানে, জমিনে নয়। আমি জামায়াতের দৃষ্টিতেও আমার এই সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করি। আমার এই সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত জামায়াত নেতৃবৃন্দকেও আপনাদের জানিয়ে দেয়া কর্তব্য।"

এ ছিলো সদ্য মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এক ব্যক্তির ধীর স্থির ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী সুস্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তি। জীবন ও তাঁর ভবিষ্যত সম্পর্কে কি দৃঢ় প্রত্যয়। অচিরেই ফাঁসির মঞ্চে যার জীবনাবসান সুনিশ্চিত ও অনিবার্য, তা হাসিমুখে বরণ করা কি সুদৃঢ় মনোবল। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ যার অত্যাসন্ন মৃত্যু যার সুনিশ্চিত অনিবার্য এমতাবস্থায় আদালত থেকে প্রাণ ভিক্ষা যার ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়েছে এমন ক'জন এ উক্তি করতে পারে?

আপামর জনসাধারনের মনে এ ছিলো এক সাধারণ জিজ্ঞাসা এ ছিলো এক অতি বিস্ময় যা আলোড়িত করেছিল আধুনিক কালের শিক্ষিত সুধীমহলের মন-মানসকে।

ফাঁসির আদেশে মাওলানার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সমগ্র মুসলিম জগতে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং আল্লাহর জন্য জান কুরবানের যে মহান মহিমময় নিদর্শন পাওয়া গেছে তা ইসলামের ইতিহাসে এক অক্ষয় কীর্তি হয়ে থাকবে। তার প্রতি ফাঁসির আদেশ তার অনুসারীদিগকে ভগ্নোৎসাহ না করে বরং তার কর্মীবৃন্দকে শতগুণে জেহাদী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি বহুগুণে বর্দ্ধিত করেছে। বিশ্বে ইসলামি জাগরণকে একটি ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

আবহমান কাল থেকে সকল কালে সকল যুগেই ইসলামি আন্দোলন, বিরোধী শক্তির ধাক্কা খেয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। তার দুর্বার অনমনীয় শক্তির মুখে যারাই প্রতিরোধ গড়েছে তারাই ভেসে গেছে প্রবল স্রোতে।

ইসলামি জাগরণে মাওলানার সাহিত্য সম্ভার

মাওলানা বিপ্লবী তাফহীমুল কুরআন ও ইসলামি সাহিত্য এবং তাঁর ইসলামি দর্শন মুসলিম জনতার মাঝে ইসলামকে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করার আপ্রাণ প্রায়াস দেখা দিয়েছে। তাঁর অসংখ্য গ্রন্থরাজী প্রায় ৬০টির ও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্রই মানব মনে দোলা দিয়ে এক বিরাট

আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান উচ্চ শিক্ষিত যুব সমাজ ইসলামের সুমহান আদর্শের সঠিক চিন্তাধারা সুষ্ঠু সমাধান ও কর্মসূচির প্রেক্ষিতে জীবন গঠন ও মানব প্রেমের উদগ্র বাসনার সৃষ্টি হয়েছে; তা কেবল তার মনজয়ী সাহিত্যের ফলে সম্ভব হয়েছে। আজ হাজার হাজার মানুষ নাস্তিক্যবাদের চোখ ঝলসানো ও মনমাতানো লাল কেতাব ও লাল চেহারার মোহ ছেড়ে দীনের খালেছ পথকে বেছে নিয়েছে।

তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামের নীতি ভিত্তিক করে গড়ে তুলবার জন্য ইসলামি শাসনতন্ত্রের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকিত করেছেন। তাঁর অমূল্য গ্রন্থে "Islamic law and constitution" দেশ-বিদেশের সুধী সমাজের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই অন্যান্য মুসলিম দেশেও যেখানে চেষ্টা চলছে ইসলাম কায়েম করার জন্য।

আজ মিশরের আল আজহার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানার সাহিত্য, পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। বহু তরুণ সেখান থেকে আল্লাহর মশাল নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বহির্বিশ্বে ইসলামি জাগরণ ও মাওলানা

পাকিস্তানের বাহিরে যেসব দেশে মাওলানার বাণী ও মিশন ইসলামি জাগরণের কাজ করছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, সিংহল, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানী, মরিশাস, জাপান, সুদান ইত্যাদি দেশে।

সুখের বিষয় পাকিস্তানে ইসলামের যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তাতে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশও ইসলামি জাগরণ তুঙ্গে। হক ও বাতিলের সংঘাত মুখোমুখী চলছে। ভারত বিভাগের পর মাওলানার চিন্তাধারা ও কর্মসূচির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিগণ ভারতীয় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনের মাধ্যমে চার দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ইসলামি জাগরণের কাজ করে যাচ্ছে।

চার দফা কর্মসূচি

- সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের বিলোপ সাধন।
- ইসলামি নীতিতে মুসলিম সমাজের সংস্কার ও তাদের মধ্যে দীন এলেমের ব্যাপক প্রচার।
- শিক্ষিত ও মেধাবী শ্রেণীকে প্রভাবিত করে তাদের প্রতিভা বিকাশ ও গঠনমূলক কাজে নিয়োগ। বিশেষ করে নাস্তিকতা সম্প্রদায়িকতা সোসালিজম ও কমিউনিজমের প্রবল স্রোত বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা রোধ করা। হিন্দু ও অন্যান্য আঞ্চলিক প্রবন্ধ লিখন ও বক্তৃতার যোগ্যতা লাভ করা যাতে করে এসব ভাষায় ইসলামের মহান বাণী প্রচার করা যায়।

সিংহলের শিক্ষিত মুসলমান বিশেষ করে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীগণ মাওলানার সাহিত্য ও ইসলামি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে "Muslim Brotherhoot Movement." সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করছেন। তারা সাপ্তাহিক বৈঠক ও দু'টি পত্রিকা দ্বারা আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে ইসলামি জাগরণের কাজ করছে। মাওলানার বেশ কয়েকটি বই সিংহলী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

আমেরিকায় কয়েক বছর যাবত মাওলানার সাহিত্য সমাদরে পঠিত হচ্ছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মাওলানার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর রিসার্চ চলছে। কানাডার ম্যাকগীল বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাকগীল ডেইল নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন। আধুনিক বিশ্বের যে তিন-চারজন চিন্তাশীল ব্যক্তি আধুনিক রাষ্ট্রকে ইসলামের প্রচলিত দৃষ্টিকোণের আলোকে স্থাপন করতে চেষ্টা করছেন মাওলানা মওদূদী তাদের মধ্যে অন্যতম। মাওলানার সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এক উচ্চশিক্ষিত নও-মুসলিম যুবক "The Islamic party of North America" নামে ১৯৭১ সনে একটি ইসলামি দল গঠন করে। দলটির কাজ অত্যান্ত আশব্যঞ্জক। দলের পক্ষ থেকে মাসিক 'Al-Islam' এবং পাক্ষিক 'New Trend' নামে দু'টি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এমনিভাবে আমেরিকায় ইসলামি জাগরনের কাজ চলছে। ইংল্যান্ডে মাওলানার বই পাঠ করে ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লন্ডনে অবস্থানকারী কিছু সংখ্যক মুসলমান সে দেশে ইসলামি তাবলীগের উদ্দেশ্যে ইউ. কে ইসলামি মিশন নামে এক ইসলাম প্রচার সংস্থা কায়েম হয়েছে। ১৯৬২ সালে ইউকে ইসলামিক মিশনের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য মাওলানাকে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু যেতে অপারগ হওয়ায় তিনি সম্মেলনের উদ্দেশ্যে তার ভাষণ রেকর্ড করে পাঠান। জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টার থেকেও ইসলামি তাবলীগের কাজ চলছে এবং এখানেও মাওলানার বই অনুবাদ হচ্ছে।

এশিয়া অমুসলিম জাতির মধ্যে জাপান জাতি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমেরিকার সম্রাজ্যবাদ ও অধিপত্যবাদ তারা ঘৃণার চোখে দেখে। খৃষ্ট ধর্মের প্রতি তাদের কণা মাত্র আকর্ষণ নেই। আজ পর্যন্ত বহু জাপানী ইসলাম গ্রহণ করছে। বলা বাহুল্য 'এসব মাওলানার সাহিত্যেই প্রভাব। টোকিওতে একটি ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকাল জাপান জাতির মধ্যে ইসলামি প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে তা মাওলানার প্রচেষ্টার ফল।

তার ব্যক্তিত্ব আজ আন্তর্জাতিক বিশেষ করে ইসলামি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল তিনি। মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর চিন্তাধারার যে প্রভাব তার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইসলামি জাগরণে আধুনিক মুসলিম বিশ্বের এক বিরাট সম্পদ।

উপসংহার

বর্তমান কাল মুসলিম জাতির ইতিহাসে এক অতীব সংকট সংকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যতো আকিদা বিশ্বাস ও ক্রিয়া কর্ম যতো মতবাদ ও ইজম ইসলামের বিপরীত তাই মুসলমান সমাজে চালু করার এক ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে সর্বত্রই। যার পিছনে রয়েছে কতিপয় রাষ্ট্রশক্তি। সোস্যালিজম, কমিউনিজম, পুঁজিবাদ, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রভৃতি ইজম ও মতবাদগুলি ইসলামের মূলশক্তিকে গ্রাস করে ফেলছিলো। মাওলানা তাঁর শক্তিশালী লিখনীর মাধ্যমে এসব মতবাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন। আরব জাতীয়তাবাদেরও সর্বনাশা পরিণামের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন পশ্চাত্যের খোদাহীন মতবাদ ও চিন্তাধারার পশ্চাত্যে সংস্কৃতিক ও আচার-আচারণ যেভাবে মুসলমানদের মন মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলছিলো। মাওলানা তার শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে পাশ্চাত্য মতবাদ ও চিন্তাধারা অন্ত:সার শূন্যতা ও ধ্বংসকারিতা প্রমাণ করে তার প্রবল প্লাবন থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেন। তাদের মাঝে ইসলামি মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। শুধু তাই না; ইসলামকে একমাত্র গতিশীল প্রাণবন্ত ও মানব জাতির জন্যে মঙ্গলকর পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে সুস্পষ্ট করে সাড়া বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। আধুনিক যুগে যতো সমাজব্যবস্থা চালু রয়েছে সে সবের তুলনায় মাওলানা ইসলামকে একটা সার্বিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতীয়মান করেছেন। অন্য যে কোনো ব্যবস্থা হতে ইসলামকে শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ করে ইসলামের নব জাগরণ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ইসলাসভিত্তিক কর্মসূচি একটি ব্যক্তির সংস্কার সংশোধান থেকে একটি রাষ্ট্র পর্যন্ত এবং রাষ্ট্র থেকে গোটা মানব জাতির সংস্কার, মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য। মাওলানা বিদায় নিয়েছেন দুনিয়া থেকে। তিনি পরিপূর্ণ করে গেছেন তাঁর কাজ, পূর্ণ হয়েছে তাঁর ইসলাম জাগরণের সাধনা। তাঁর সাধনা, তাঁর বিশ্বজনীন দাওয়াত, রেখে যাওয়া তাঁর জ্ঞানের ফসল তাঁকে অমর করে রাখবে চিরদিনের জন্য। তিনি চলে গেছেন রেখে গেছেন তাঁর অমূল্য সাহিত্য ভাণ্ডার এবং রুহানী আওলাদ যারা ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বব্যাপী। তার ফেলে যাওয়া ইসলামি জাগরণের কাজ চলতে থাকবে যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

◆◆◆

ইসলামি পুনর্জাগরণে মওদূদী রহ.-এর সাহিত্যের অবদান

মুহাম্মদ হোছাইন
মুহাম্মদ বায়েজিদ হক
মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল
সা'আদ ইবনে শহীদ
মাহদীয়া ফেরদৌসী

মুহাম্মদ হোছাইন

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ২০০৪ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ হোছাইন তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসার আলিম ১ম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে এমন এক (মুজাদ্দিদ) ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করবেন।

১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার ১০০ বছর পর ১৯৩১ সালে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এ মহান কাজের পুনরায় সূচনা করেন। মাওলানা মওদূদী রহ. বিংশ শতাব্দীর ইসলামি জাগরণের অগ্রপথিক, ইসলামি আন্দোলনের বীর সেনানী ও বিশ্ব নন্দিত প্রতিভাধর আলেম। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, দক্ষ সংগঠক, বিপ্লবী তাফসীর লেখক, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, কুরআন, হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত, অকুতোভয় সাংবাদিক, যুক্তিবাদী দার্শনিক, অনলবর্ষী বক্তা ও সাহিত্য সম্রাট। "Maudoodi and the Making of Islamic Revivalism" গ্রন্থের লেখক : Seyyed vali Reza Nasr বলেছেন- "Maulana Seyyed Abul A'la Maudoodi was one of the first Islamic thinker to develop a systematic political reading of Islam and a plan for social action to realize his vision."

বৃটিশ আধিপত্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মুসলমানরা যখন ইসলামকে সংকীর্ণতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল; রাজনীতি ও অর্থনীতিকে যখন ধর্ম বহির্ভূত বিষয় মনে করা হতো; তখন মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামী জাগরণের আন্দোলন শুরু করেন এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ উপমহাদেশের ঘুমন্ত মুসলমানদের কানে তিনি অনুরণিত করেছেন ইসলামের নির্ভেজাল মূলমন্ত্র।

মাওলানা মওদূদী রহ.-এর শ্রেষ্ঠ অবদান, ইসলামি জাগরণের নাকীব মাসিক 'তর্জুমানুল কুরআন'। ১৯৩২ সালে দক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্য দর্শনের অবাধ ও দুর্নিবার গতির প্রতিরোধ ও ইসলামি সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কাজে 'তর্জুমানুল কুরআন' এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। মাওলানা বলেন: "এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হলো; আল্লাহ্‌র কালেমাকে বুলন্দ করা ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ডাক দেয়া।"

দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য তিনি বিজ্ঞানসম্মত কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেন এবং সেই বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার সর্বাত্মক চেষ্টাও চালিয়েছেন। তিনি বলেন–

"ময়দানের মুকাবিলায় ভীত হয়ে দূর্গের মধ্যে আত্মগোপন করা কাপরুষতার সুস্পষ্ট নিদর্শন"।

১৯৩৮ সালে আল্লামা ইকবালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাওলানা ভারতের দাক্ষিনাত্য থেকে পাঞ্জাব প্রদেশে হিজরত করেন এবং জামালপুরে ৪ জন সহকর্মী নিয়ে "দারুল ইসলাম" নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। পরে ১৯৪১ সালে মাত্র ৭৫ জন নিয়ে অবিভক্ত 'ভারতে' 'জামায়াতে ইসলামী' প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামের জাগরণে মাওলানার সবচেয়ে বড় অবদান হলো তিনি ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান এবং আধুনিক যুগে মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত উপায় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কুরআন ও হাদিসের আলোকে তিনি ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবার নীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি এবং ইসলামের কৃষ্টি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অকাট্য প্রমাণের দ্বারা যুক্তিবাদী বিবেকের সামনে আয়নার মত করে তুলে ধরেছেন।

মানব রচিত সকল মতাদর্শের উপর ইসলামের শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ যে আমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তা মাওলানা মওদূদীই তাঁর অনুপম যুক্তি দ্বারা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠে, তখন সর্বভারতীয় ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। জাতির এই চরম দু:সময়ে মাওলানা মওদূদী রহ. জাতীয়তার ইসলামি রূপ তুলে ধরে বলেন– "ইসলাম কখনো ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে জাতীয়তা রচনা করে না; বরং সারা বিশ্বব্যাপী ঈমানের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের ভিত্তিতেই জাতীয়তা রচনা করে।"

মাওলানা মওদূদীই সর্বপ্রথম ইসলামি অর্থব্যবস্থার মৌলিক ও কল্যাণকর নীতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন এবং এর পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের পথ বাতলিয়ে দেন। তাঁরই প্রদত্ত নীতি অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বেশ সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে এমন মারাত্মকভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে, মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও

তারা ইসলাম সম্পর্কে চরম হীনমন্যতায় ভুগছিল। তিনি শিক্ষিত সমাজের সন্দেহমূলক আক্রমণাত্মক ও চিন্তামূলক প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ জবাব প্রদান করেন।

আধুনিক পরিভাষায় গণতান্ত্রিক বিশ্বের সচেতন মহলের উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য করে মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ সম্পর্কে এমন ধারণা পেশ করেছেন যা অতুলনীয়। Seyyed Vali Reza Nasr যথার্থই বলেছেন- "At a glance Maudoodi conception of Islamic state and his views on the place of Islam in politics appear to be modernization of the classical doctrine of the caliphate."

ইসলামের জাগরণ সৃষ্টিতে মওদূদী রহ. এর শ্রেষ্ঠ অবদান 'তাফহীমুল কুরআন'। এটি তাঁর সুদীর্ঘ ৩০ বছর (১৯৪৩-১৯৭২ সাল পর্যন্ত) অধ্যয়ন ও গবেষণার স্বর্ণ ফসল। তিনি কুরআনকে অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বাধিক তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করে আন্দোলনের 'Guide Book' হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেন- "তাফহীমুল কুরআন রচনার কাজ আমার উপর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হক বলে মনে করি।"

ইসলামী বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী 'রাবেতা আলমে ইসলামী' প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বলতেন- "আমার একান্ত কামনা যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ইসলামের ভিত্তিতে একটি 'Commonwealth' গঠিত হোক।"

ইসলামের জাগরণ সৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর এসব অবদান এমন কার্যকর ও সুদূর প্রসারী যে, এর প্রভাবে ইসলাম আজ এক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসেবে পরিচয় লাভ করেছে।

মাওলানা মওদূদী রহ.-এর সাহিত্যের অবদান

আল্লামা উসমানী বলেছেন- "মাওলানা মওদূদীই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর খোদাপ্রদত্ত প্রতিভা, লেখনী শক্তি, দীনের সুস্পষ্ট ধারণা, অতুলনীয় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা শুধু পাকিস্তানে নয়; বরং সারা মুসলিম বিশ্বে এমন বিরাট সাহিত্যভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে যে, এর তুলনায় সপ্তরাজ্য তুচ্ছ। তার প্রণীত সাহিত্যের প্রতিটি পৃষ্ঠা এক একটি রত্নের সমতুল্য।" নিম্নে সংক্ষেপে তাঁর সাহিত্যের অবদান বর্ণিত হলো :

১. তাফসীর

তাফসীর শাস্ত্রে মওদূদী রহ. এক বিপ্লব আনয়ন করেছেন। আধুনিক যুগের মন-মানসিকতা, যুক্তি-বিশ্লেষণ, জ্ঞানের পরিধি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

জটিলতার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তিনি কুরআনকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর তাফসীর সারা বিশ্বে ইসলামের এক নবদিগন্তের উন্মোচন করেছে। ডঃ মরিস বুকাইলি বলেছেন- "Al-Quran is followable of history, law, literature, economics and political science".

২. হাদিস-এর ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য

মাওলানা মওদূদী রহ. 'সুন্নতে রসূলের আইনগত মর্যাদা' নামক অমূল্য রচনা করে যুক্তির কষ্টিপাথরে হাদিস তথা সুন্নতে রসূল সা. কে আইন ও শরীয়ার ভিত্তি হিসেবে যেভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁর এ অনুপম অবদান চিরদিন সোনালী অক্ষরে লিখা থাকবে।

৩. ইসলামি জীবন দর্শন

তিনি কুরআন ও হাদিসের অকাট্য যুক্তি দ্বারা ইসলামের বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন আবেদনকে বিশ্ববাসীর সামনে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত 'ইসলাম পরিচিতি', 'হাকীকত সিরিজ', 'ইসলামের জীবন পদ্ধতি' ইত্যাদি গ্রন্থগুলোর সাহার্যে সন্দেহার্বতে নিমজ্জিত বিশ্ববাসী ও জড়বাদী সংকীর্ণ দর্শন পূজারীদের কাছে ইসলামের পরিচয়, হাকীকত, এবং মৌলিক বিশ্বাসের দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র', ইসলামি রাষ্ট্র ইসলামি আইন ইত্যাদি গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের রূপরেখা অনুযায়ী তিনি ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন, ইসলামি শাসনের মূলনীতি, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব জনগণের অধিকার, বিচার ব্যবস্থা, আইনের উৎস ও নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা পেশ করেছেন।

মাওলানা মওদুদী তাঁর 'ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলন', 'ইসলামি আন্দোলনের সাফল্যের শর্তাবলী', 'ইসলামি আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইসলামি আন্দোলন ও সংগঠনকে সর্বাবস্থায় সুস্থ ও সবল রাখার জন্য একটি চমৎকার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন।

মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর রচিত 'সীরাতে সরওয়ারে আলম', 'আদর্শ মানব', 'খতমে নবুয়্যত' ইত্যাদি পুস্তক রচনা করে রসূল সা.-এর জীবনকে কুরআনের সাথে মিলিয়ে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

১৯৫৩ সালে মওদূদীর রচিত 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি ইসলামের প্রতিরক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়াও ১৯৬১ সালে আইয়ুব খানের Family Ordinance -এর বিরুদ্ধে মাওলানার সাহিত্য ইসলামের পারিবারিক একমাত্র মাওলানা মওদূদীর কলমই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও

চিন্তাধারার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। তাঁর রচিত ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, ইসলাম ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিপ্লবী সাহিত্য পুঁজিবাদ, নাস্তিক্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা করেছে। ইয়াসিন ওমর যথার্থই বলেছেন– "মওদূদীর সংগ্রামী সাহিত্য পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিকে পরাভূত করে। তিনি ছিলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ। মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বানই ছিলো তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। 'ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি', 'দায়ী ইলাল্লাহ ও দাওয়াত ইলাল্লাহ', 'ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি' ইত্যাদি সাহিত্যগুলো চিরদিন মানুষকে সত্যের পথে ডাকবে।

সাম্যবাদ তথা শ্রেণী সংগ্রামের ধ্বজাধারীরা কাল্পনিক সাম্যতার শ্লোগান তুলে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের স্কন্ধে গোলামীর চিরস্থায়ী শিকল পরিয়ে দিচ্ছিল। মাওলানা মওদূদী রহ. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ ইত্যাদি সাহিত্য রচনা করে একদিকে পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সমাজকে অবহিত করেন এবং অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শেও বৈশিষ্ট ও চরিত্র সম্পর্কে বিশ্বকে আগাম হুঁশিয়ারী প্রদান করেন।

মাওলানা মওদূদী রহ. হলেন অমর কলম সৈনিক। তাঁর রচিত 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম', 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ' 'জিহাদের হাকীকত' প্রভৃতি গ্রন্থগুলো যুগে যুগে মুসলিম মিল্লাতকে জিহাদের প্রেরণা যোগাবে।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড; কিন্তু নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা তলাবিহীন ঝুড়ির ন্যায়। তাই মওদূদী তাঁর সাহিত্যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি ও এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন এবং ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব, কাঠামো ও এর বুনিয়াদী মূলনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেশ করেছেন। মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রদত্ত নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'পর্দা ও ইসলাম', 'স্বামী-স্ত্রীর অধিকার', 'ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ' ইত্যাদি সাহিত্যে মাওলানা মওদূদী রহ. সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে দার্শনিক, প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেয়ার পর এর সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানের জন্য ইসলামি সমাজব্যবস্থার বিশদ বিবরণ পেশ করেছেন।

বিশ্বের যেখানে ইসলামি আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেখানেই মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের পিপাসা অনুভূত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ছাড়া ভারত, শ্রীলংকা, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, মারিশাস ও কোরিয়াসহ বহু দেশে মওদূদীর সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হচ্ছে তাঁর সাহিত্য বিশ্বের ৪০টিরও বেশি

ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিগত অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত মওদূদীর বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী সাহিত্যাবলী লক্ষ-কোটি মানব সন্তানের মস্তিষ্কে বিপ্লব এনে দিয়েছে।

ইসলামী জাগরণের অগ্নিপুরুষ ও বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু মৃত্যু ঘটেনি তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা ও সাহিত্যের। ইসলামি জাগরণের যে জোয়ার তিনি সৃষ্টি করে গেছেন তা দুর্বার বেগে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। তাঁর বলিষ্ঠ ও সুমহান চিন্তাধারা আমাদের কর্মজীবনের উজ্জ্বল পাথেয়। যতোদিন দুনিয়া থাকবে ততোদিন তা মুসলিম বিশ্বকে আলো বিতরণ করবে। এই প্রত্যাশায় আমি বলবো–

"নাহি সে তো আজ ধুলার ধরায়,
আছে শুধু তাঁর জ্বালানো আলো;
পথ হারা কতো লক্ষ পথিক,
সেই আলোতে পথ পেলো।"

◆◆◆

মুহাম্মদ বায়েজিদ হক

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ২০০৪ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ বায়েজিত হক ময়মনসিংহ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ইসলাম অবশ্যই একমাত্র চিরন্তন জীবন আদর্শ। আল্লাহ্পাক পথহারা মানবজাতিকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তোলার জন্য যুগে যুগে নবী-রসূল প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সবশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর তিরোধানের পর আর কোনো নবী আসবেন না। তবে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টিতে যুগে যুগে আল্লাহ্তা'য়ালা লোক প্রেরণ করবেন। রসূল সা. বলেন- "প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ্ এই উম্মতের জন্য এমন ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি উম্মতের দীনকে নতুন করে চালু করবেন।" এসব ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ বলে যাদের ওপর কোনো ওহী নাযিল হবে না, কারণ সর্বশেষ ওহী 'আল কুরআন' স্বয়ং আল্লাহ্তাআলা হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন এ যুগের মুজাদ্দিদ। তিনি তাঁর কর্মকাণ্ড ও বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি করেন।

মাওলানা মওদূদীর পরিচয়

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ৩৮তম অধঃস্তন উত্তর পুরুষ। এক মযলুম ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছিলো মানুষের চিন্তাশক্তিকে আলোড়িত করার লেখনী শক্তি এবং প্রতিভাধর চৌকস সেনাপতির মত সাংগঠনিক প্রজ্ঞা। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানার জন্য তিনি লিখেছেন বিপুল সাহিত্য সম্ভার এবং মানার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন উপমহাদেশের বৃহত্তর ইসলামি আন্দোলন 'জামায়াতে ইসলামী।' তাঁর কথা এবং কাজে ছিলো পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। তিনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশে সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদীর ঔরষে ১৯০৩ সালে আওরাংগাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সময় সন্ধ্যা পৌনে ছ'টায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

কুরআন সুন্নাহর আসল শিক্ষাকে ভুলে মানুষ যখন ইসলামের প্রাণহীন খোলস নিয়ে বাতিল শক্তির অধীনে জীবন যাপন করে, তখন ইসলামের প্রাণবন্ত রূপ

নিয়ে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে কায়েম করার প্রচেষ্টাকে ইসলামী আন্দোলন বলে। হিজরী চৌদ্দশ শতকে ইসলামের সকল দিক ও বিভাগে সামগ্রিকভাবে ইসলামের জাগরণের প্রচেষ্টায় যে বিরাট কাজ হয়েছে তাতে আরব বিশ্বে ইমাম হাসানুল বান্না এবং উপমহাদেশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এর নাম মুসলিম বিশ্বে স্বীকৃত। আমি এ রচনায় কেবল মাওলানা মওদূদী রহ. এর অবদান উল্লেখ করছি।

ইসলামী জাগরণ সৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদীর অবদান

১৮৩১ সালে বালাকোটের প্রান্তরে ইসলামি জাগরণ ও আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার একশত বছর পর ১৯৩১ সালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. একজন যোগ্য মুজাদ্দিদ হিসেবে এ মহান কাজ পুনরায় সূচনা করেন। নীচে ইসলামি জাগরণ সৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী এর বিভিন্ন অবদান আলোচিত হলো :

১. ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে তুলে ধরায় মাওলানা মওদূদীঃ ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কোটি কোটি লোক ইসলাম গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে তাদের অনেকেই ইসলামের পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি। মাওলানা মওদূদী তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হন– "Islam is the complete code of life" অর্থাৎ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে রয়েছে সঠিক ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনের সকল দিকের পরিপূর্ণ সমাধান। তাঁর এ সুমহান অবদান আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২. মুসলমানদের মাঝে ইকামতে দীনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করায় মাওলানা মওদূদীঃ আল্লাহ্‌র দীন বাতিলের অধীনে থাকবে এ উদ্দেশ্যে রসূল সা. প্রেরিত হননি। ঠিক তেমনি মানুষের গড়া আইন ও সমাজ ব্যবস্থায় মুসলমানরা কেবল আনুষ্ঠানিক কিছু ইবাদত করে সন্তুষ্ট থাকবে এটা সত্যিকারের ঈমানের পরিচায়ক নয়। শহীদানে বালাকোটের পর দীর্ঘকাল আলেম সমাজ ইকামতে দীনে চর্চা করেননি। গত শতাব্দীতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইকামতে দীনের আওয়াজ দিয়ে আবার থেমে যান। সে সময় মাওলানা মওদূদী নতুন করে এ দাওয়াত পুনরায় পেশ করেন।

৩. কুরআনকে ইকামতে দীনের 'গাইড বুক' হিসেবে তুলে ধরায় মাওলানা মওদূদীঃ কুরআন দুর্বোধ্য একটি ধর্ম গ্রন্থ হিসেবে পরম ভক্তির সহিত কেবল তেলাওয়াতের রীতি যে সমাজে প্রচলিত ছিলো, দারসে কুরআনের কোনো

প্রচলন যে সমাজে ছিলো না; সে সমাজে কুরআন বুঝে পড়ার এক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন মাওলানা মওদূদী। বর্তমানে বহুলোক কুরআন বুঝে পড়ার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা মাওলানা মওদূদীর অনন্য খেদমতের ফসল।

৪. ইকামতে দীনের আন্দোলনের আদর্শ নমুনা পেশ করায় মাওলানা মওদূদীঃ মাওলানা মওদূদী শুধু ইকামতে দীনের চিন্তাকে মুসলমানদের মাঝে সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি বরং তিনি তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে ইকামতে দীনের একটি বিজ্ঞানসম্মত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইকামতে দীনের আন্দোলন আল্লাহ্‌র পথে জান ও মালের যে কুরবানি দাবি করে তা বিনা দ্বিধায় দান করার যে আদর্শ মাওলানা মওদূদী কায়েম করেছেন, এ যুগে ইসলামি জাগরণের ক্ষেত্রে তা একটি আদর্শ নমুনা।

৫. ইসলামি আন্দোলন তথা জাগরণের উপযোগী নিখুঁত সংগঠন গড়ে তোলায় মাওলানা মওদূদীঃ মহান আল্লাহ্‌তাআলা মাওলানা মওদূদীকে শুধু সঠিক ইসলামি জ্ঞানই দান করেননি ইসলাম কায়েম করার বিজ্ঞানসম্মত যে সাংগঠনিক কাঠামোর নিখুঁত ধারণা পাওয়া যায় তা সত্যিই আল্লাহ্‌র এক অপার মেহেরবাণী। সংগঠনের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নিম্ন ইউনিট পর্যন্ত কুরআন হাদিসের আলোকে যে ধারণা তিনি দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। এ কারণেই তাঁর নেতৃত্বে গঠিত উপমহাদেশের বৃহত্তর ইসলামি আন্দোলন "জামায়াতে ইসলামী" এর সূচনা লগ্ন ১৯৪১ সাল থেকে আজ অবদি কখনই দ্বিধা-বিভক্ত হয় নি। এ তাঁর এক অমূল্য অবদান।

৬. ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে মাওলানা মওদূদীঃ ইসলামি রাষ্ট্র, শাসনতন্ত্র, আইন, বিচার প্রভৃতি বিষয়ে মাওলানা মওদূদী এমন সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন যা অতুলনীয়। তাঁর এ যুক্তিপূর্ণ ধারণা সকলে মানতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর এ অবদানের ফলে আজ 'ইসলামি রাষ্ট্র' আর কল্পনীয় কিছু নয়।

৭. ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা দেয়ায় মাওলানা মওদূদীঃ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের ফলে সে সময় অনেকে পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজবাদকে ইসলামের অধিকতর নিকটবর্তী মনে করতো। মাওলানা মওদূদী এসব ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়ে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদকে একই কুমাতার দু'সন্তান হিসেবে আখ্যা দিয়ে ইসলামি অর্থব্যবস্থার ধারণা তুলে ধরেন। তার প্রচেষ্টার ফলে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা আজ আর কল্পনীয় তো নয় বরং সফলতার দ্বার প্রান্তে।

৮. জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি থেকে মুসলমানদের মুক্তির সন্ধান দানে মাওলানা মওদূদী: বৃটিশদের কবল থেকে উপমহাদেশকে স্বাধীন করার জন্য উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। ফলে আলেমগণসহ সাধারণ মুসলমান বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে যায়। এ থেকে তাদের মুক্তির জন্য তিনি ঘোষণা করেন– যেকোনো জাতীয়তাবাদ কায়েম হলেও ইসলামি রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে কায়েম হয় না। তাই তিনি ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের জন্য সকলকে আহ্বান জানান, যা তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দান করে।

৯. পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থেকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে উদ্ধারে মাওলানা মওদূদী: পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানগণ ইসলাম সম্পর্কে যখন হীনমন্যতায় ভুগছিলো তখন মাওলানা মওদূদী তাদের ভেতর থেকে এ হীনমন্যতা কাটিয়ে তুলতে সমর্থ হন। মাওলানা মওদূদী এসব কাজ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করার কারণেই তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমে দীন ও যুগের মুজাদ্দিদ। তাঁর সকল কাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি করা।

ইসলামি জাগরণ সৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী-এর সাহিত্যের অবদান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ছিলেন একজন উঁচুমানের আলেম। আল কুরআন ও আল হাদিসের নির্যাস আহরণে তাঁর ছিলো অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর রয়েছে বিপুল সাহিত্য সম্ভার। ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আমরা আজও তাঁর সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল। তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের যে জাগরণ সৃষ্টি করেছেন তার কিছু বিবরণ নীচে দেওয়া হলো :

১. ইসলামি জাগরণে মাওলানা মওদূদীর তাফসীর এর অবদান: সূক্ষ্মদর্শী আলেমে দীন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. আল কুরআনকে ইসলামি জাগরণের গাইড বুক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আল কুরআনকে সহজ করে বুঝার জন্য তিনি রচনা করেন তাঁর জগৎবিখ্যাত তাফসীর "তাফহীমুল কুরআন"। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, আধুনিক মন-মানসিকতা সামনে রেখে মাওলানা মওদূদী আল কোরআনের ব্যাখ্যা দান করেছেন। এর আরেকটি দিক হলো– এটি ইসলামের পরাজয়ের সময়ে রচিত বলে এতে ইসলামি জাগরণ প্রকটভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা অন্যান্য তাফসীরে নেই। তাই এর মাধ্যমে মাওলানা মওদূদী ইসলামের জাগরণ তৈরির একটি কাজ করতে সমর্থ হয়েছেন।

২. সীরাত বিশ্লেষণ করে ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি: রসূল সা.-এর বিপ্লবী জীবন সকলের সামনে তুলে ধরে ইসলামী জাগরণের সৃষ্টি করার যে প্রয়াস তার মাঝে

ছিলো তারই ফসল তাঁর প্রণীত 'সীরাতে সরওয়ারে আলম।' রসূল সা.-এর মাক্কী জীবন সম্পর্কের গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। মাদানী জীবন শুরু করার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার এ গ্রন্থটিও ইসলামি জাগরণে যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

৩. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপনে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও রসূল সা.-এর আনুগত্যকে সামনে নিয়ে ইসলামকে পূর্ণভাবে তুলে ধরায় মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য অনেক। তাঁর রচিত 'রেসালায়ে দ্বীনিয়াত' (ইসলাম পরিচিতি) নামক বইতে তিনি ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরেছেন। এছাড়া তাঁর বিখ্যাত বই 'খুতবাত' (ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা বা হাকীকত সিরিজ) এ তিনি প্রমাণ করেন, নামায, রোজা, হাজ্জ, যাকাত প্রভৃতি বুনিয়াদি ইবাদত গোটা জীবনের কর্মতৎপরতাকেই ইবাদতে পরিণত করে। এছাড়াও অপরাপর ক্ষেত্রসমূহের চিত্রায়ন নিয়ে স্বতন্ত্র বহু বই রয়েছে।

৪. ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ বিশ্লেষণঃ জাতীয়তাবাদ যখন ইসলামি জাগরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তখন তিনি 'মাসালায়ে কওমিয়াত' (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ) গ্রন্থটি লিখে মুসলমানদের তাত্ত্বিক খোরাক যোগানের সাথে সঠিক দিক নির্দেশ করেন।

৫. ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকার গঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণেঃ মাওলানা মওদূদী লক্ষ্য করেন কেবল ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি করলেই হবে না; এর ফলাফল, ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন পদ্ধতি সকলের জানা দরকার। তাই তিনি 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' ও "Islamic Law and Constitution" নামক বইতে ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন পদ্ধতি ধারাবাহিক বিস্তারিত আলোচনা করেন।

৬. আদর্শ প্রচারের বিজ্ঞানসম্মত কর্মনীতি প্রণয়নেঃ ইসলামী জাগরণ সৃষ্টির একমাত্র উপায় ইসলামের আদর্শ প্রচার করা। ইসলামের আদর্শ প্রচারের বিজ্ঞানসম্মত কর্মনীতি প্রণয়নে তিনি রচনা করেন "ইসলামি দাওয়াত ও কর্মনীতি।" এটি তার এক বিশেষ অবদান।

৭. ইসলামের যুদ্ধ ও অস্ত্রনীতি বিশ্লেষণঃ ইসলামের জাগরণ কোনো সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও কখন তা প্রয়োগ করতে হবে এ সব বিষয় সবিস্তারে তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' (বা আল জিহাদ) শীর্ষক গ্রন্থে।

৮. রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা প্রমাণেঃ মাওলানা মওদূদী তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনে মুসলমানরা অংশগ্রহণ না করলে ইসলামী জাগরণ আন্দোলন ফলপ্রসূ হবে না। তাই তিনি

তার "ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি" নামক বইতে রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রমাণ করেন।

৯. নারীদের ইসলামি জাগরণে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যঃ সাইয়েদ আবু আ'লা মওদূদী নারীদের ইসলামি জাগরণে অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি রচনা করেছেন 'পর্দা ও ইসলাম' নামক গ্রন্থটি। এখানে তিনি ইসলামে নারীদের মর্যাদা ও অবস্থান তুলে ধরে তাদেরকে ইসলামি আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

আল্লাহ্তাআলা মাওলানা মওদূদীকে ক্ষুরধার লেখনীশক্তি দান করেছিলেন। তার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তাঁর সাহিত্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে অর্ধ-শিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের কাছে সমভাবে সমাদৃত হতো। এ মহান সাহিত্যিক তাঁর অসংখ্য সাহিত্যের মাধ্যমে আজও আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন।

মাওলানা মওদূদীর আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদানঃ ইসলামের জাগরণ সৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদীর আরও কিছু মৌলিক অবদান হলো :

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কর্তৃক ১৯৪১ সালে ৭৫ জন লোক নিয়ে গঠিত জামায়াতে ইসলামী। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পূর্ণ ইসলামি মূল্যবোধ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সুন্দর সমন্বয় ঘটান এ সংগঠনে।

২. আল কুরআন ও আল হাদিসের মূলনীতিগুলোকে সামনে নিয়ে মাওলানা মওদূদী 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে 'শিক্ষাব্যবস্থাঃ ইসলামের দৃষ্টিকোণ' এবং "ইসলামি সংস্কৃতির উপর ইসলামি সংস্কৃতির মর্মকথা", কাদিয়ানীদের উপর 'কাদিয়ানী সদস্যা' প্রভৃতি কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

উপসংহার

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। তিনি তাঁর এ ইসলামী আন্দোলন সমগ্র জনতার মাঝে ছড়িয়ে দেন। ফলে তাঁর এ আন্দোলন আজ বিশ্বজনীন। তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার সত্ত্বেও মাওলানার জীবন ও কর্মসাধনা ছিলো স্বচ্ছ, অমলীন, সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক। আমরা তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আল্লাহতাআলা যেনো তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন, আমরা সেই কামনাই করি।

◆◆◆

মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ২০০৪ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসার দাখিল দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

নাম : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. পিতা : সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী রহ. জন্ম ও বংশ পরিচয় : ২৫ সেপ্টেম্বর। হায়দারাবাদ দক্ষিণাত্যের আওরংগাবাদ শহরে জন্ম। তাঁর ৩৮তম পূর্ব পুরুষ রসূল সা. এর তনয়া পতি শেরে খোদা হযরত আলী রা. এর সাথে মিলিত হয়েছে। হাতে খড়ি : ছোট থাকা অবস্থায় তাঁর শিক্ষার জন্য তাঁর পিতা ছিলো তাঁর প্রধান শিক্ষক। ১১ বছর বয়সে তিনি আওরংগাবাদের মাদরাসা ফাওকানিয়াতে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। প্রথম সম্পাদিত পত্রিকা-মাদীনা পত্রিকা। জামায়াতে ইসলামী গঠন- ১৯৪১ সনের ২৬ আগস্ট। কারাবরণ- ১৯৪৮ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর। ১৯৫০ সনের ২৮ মার্চ। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : ভাঙ্গা ও গড়া, তাফহীমুল, আল্লাহর পথে যাকাতের হাকীকত। নামায ও রোজার হাকীকত, জিহাদের হাকীকত, ইসলাম পরিচিতি, ইসলাম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ। ফাসির নির্দেশ ১৯৫৩ সনে। ইন্তেকাল - ১৯৭৯ সনের ২২ সেপ্টেম্বর।

ভূমিকা

ইসলাম শুধুমাত্র ধর্ম নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ 'জীবন বিধান' এ বোধ মানব মনে জাগ্রত করণ ও তা বাস্তবে রূপায়িত করণার্থে যে ক'জন ইসলামি ব্যক্তিত্ব বিশ্ব মাঝে তাদের মেধা শ্রম প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে খ্যাতি ও কৃতিত্ব এবং সফলতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছেন তাদের মাঝে মওদূদী রহ. অন্যতম। শত দুঃখ-কষ্ট নির্যাতনের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের পথে অবিচল থেকে তিনি ইসলামি জাগরণের জন্য আমৃত্যু সাধনা করেছেন। ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে তাঁর সাহিত্য বিশ্ব দরবারে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। তাঁর অসংখ্য সাহিত্য ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করছে। নিম্নে আল্লামা মওদূদী রহ.-এর সৃষ্টিশীল সাহিত্য কর্ম ও ইসলামি পূর্ণজাগরণের ব্যাপারে গৃহীত পদক্ষেপের মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি আলোচনা উপস্থাপিত হলোঃ

বর্তমানে বিশ্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন।

ইসলামি জাগরণের নকীব 'তর্জুমানুল' কুরআন

১৯৩২ সন। আবু মুহাম্মদ মুসলিহ হায়দারাবাদ থেকে মাসিক তর্জুমানুল কুরআন নামে একটি ইসলামি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সম্পাদক হিসেবে তিনি বেছে নেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে। এ সময় তাঁর বয়স ছিলো ২৯ বছর। অল্পকাল পর এই পত্রিকার মালিকানা তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়। তর্জুমানুল কুরআনের প্রথম সম্পাদকীয়তে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. লিখেন "এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণীকে বুলন্দ করা ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানানো। বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ায় বিরাজমান চিন্তা-চেতনা, বিজ্ঞান, বর্তমান দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজনীতির প্রেক্ষাপটে আল-কুআন ও সুন্নাহর বিধান-গুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি নির্দেশ করা।"

জামায়াতে ইসলামি গঠন

১৯৪১ সনের ২৬ আগস্ট ৭৫ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয় জামায়াতে ইসলামী। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী নব গঠিত সংগঠনের একটি খসড়া সংবিধান পেশ করেন। সম্মেলন উক্ত সংবিধান অনুমোদন করে। অত:পর সেই সংবিধান অনুযায়ী আমীর নির্বাচনের পদেক্ষপ নেয়া হয়। সর্বসম্মতিক্রমে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন।

উল্লেখ্য যে, তখন গোটা উপমহাদেশের জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি। এদের মধ্যে বিশ কোটি অমুসলিম এবং দশ কোটি মুসলিম ছিলো। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংগঠিত হয়েছিলেন মাত্র ৭৫ জন লোক। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন– "দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাঁদেরকে পাল্টে দিতে হবে।"

ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন

১৯৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে 'ল কলেজ, লাহোর' তাঁকে ইসলামি আইন সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানায়। তিনি তাঁর ভাষণে এই কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ একদিকে আল্লাহ্‌র কাছে, অন্য দিকে মানুষের কাছে এই ওয়াদা করেছেন যে তাঁরা পাকিস্তানের ইসলামি বিধি বিধান প্রবর্তন করবেন।

১৯৪৮ সনের ১৯ ফেব্রুয়ারি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. 'ল কলেজ লাহোর কর্তৃক আয়োজিত আরেকটি আলোচনা সভায় ভাষণ দেন, এবার তিনি "ইসলামি আইন প্রবর্তনের উপায় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ভাষণে তিনি আরো

বলেন যে, ইসলামি আইন রাতারাতি প্রবর্তন করা যাবে না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তা কার্যকর করতে হবে।"

ইসলামি শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়ন

আবুল আ'লা মওদূদীর উদ্যোগে ১৯৫১ সনের ২১ জানুয়ারি করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় দেশের সেরা আলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর তৈরি হয় মূল্যবান একটি দলিল– 'ইসলামি শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি' মূলনীতিগুলোর মাঝে অন্যতম মূলনীতি ছিলো নিম্নরূপ :

- দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্।
- দেশের আইন আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত হবে।
- রাষ্ট্র ইসলামি আদর্শ ও নীতিমালার ওপর সংস্থাপিত হবে।
- রাষ্ট্র প্রধান হবেন একজন মুসলিম পুরুষ।
- ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে।
- আল কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী শাসনতন্ত্রের যেই কোনো ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে।

মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকার

সাউদী আরবের বাদশা-এর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৬১ সনের ডিসেম্বর মাসে রিয়াদ পৌঁছেন। বাদশাহ একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন এবং একটি পরিকল্পনা তৈরি করে দেয়ার জন্য সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর প্রতি আহ্বান জানান। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেন অল্প সময়ের মধ্যেই। তিনি প্রস্তাব করেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন উন্নতমানের আলিম তৈরি করবে, যারা যুগের চাহিদার ইসলামি সমাধান পেশ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে।

মওদূদী রহ. রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর অসংখ্য লেখনীর মাধ্যমে পুরো জাতিকে জাগানো এবং অগণিত সাহিত্যভাণ্ডার মানবমণ্ডলীকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আবদ্ধ করছে। নিম্নে তাঁর সাহিত্যে অবদান সম্পর্কিত একটি আলেখ্য উপস্থাপিত হলো :

বিপ্লবী সাহিত্য

গত অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী সাহিত্য লক্ষ-কোটি মানব সন্তানের মন-মস্তিষ্কে বিপ্লব এনে দিয়েছে। অসংখ্য নর-নারীর মনে আল্লাহ্-রসূলের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার সঞ্চার করে তাদের

জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে কতজনকে ছাঁটাই-বাঁছাই করে বাতিলের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে নিয়োজিত করেছে। তাঁর সাহিত্যের প্রভাব কতজনকে পার্থিব লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত করে অনাবিল মজবুত চরিত্রের অধিকারী করে দিয়েছে, তাঁর ইয়ত্তা নেই।

কয়েকটি বইয়ের পরিচিতি

নিম্নে তাঁর বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

ইসলাম পরিচিতি: ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান লাভের জন্য এ বইখানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ। মওদূদী রহ. সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এই বইখানিতে ইসলাম, ঈমান, নবুয়ত, দীন ও শরীয়ত এবং শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে সুন্দরভাবে আলোচনা করেন।

ইসলামি জীবন পদ্ধতি: এই বইখানিতে ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিধি পদ্ধতির ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলাম যে মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, গ্রন্থখানি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা: এই বইখনিতে ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদের মর্মকথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ভাষা যেমন সরল, তেমনি সাধারণের বোধগম্য।

খিলাফাত ও রাজতন্ত্র: এই গ্রন্থে তিনি বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামের ধারণা, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব, আল্লাহ্‌র রসূলের মর্যাদা, খিলাফাতের তাৎপর্য, শাসনতন্ত্রের মৌলনীতি, নাগরিকদের উপর সরকারের অধিকার, ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, সকল মানুষের প্রতি সুবিচার, সরকারের কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

পর্দা ও ইসলাম: গ্রন্থখানি মওদূদীর রহ.-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অবদান। গ্রন্থখানিতে তিনি প্রাচীন গ্রীস, রোম, খ্রিস্টীয় ইউরোপ দেশগুলোর সমাজ ব্যবস্থার এক অতি বেদনাদায়ক চিত্র অঙ্কন করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীনতার ধারণা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সামাজিক জীবনে নারী পুরুষের সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হতে পারে, যৌন অনাচার, সংক্রামক যৌনব্যাধি, লাম্পট্য ও অশ্লীলতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও তাঁর লিখিত 'ভারতের স্বাধীনতা' আন্দোলন ও মুসলমান ইসলামি রাষ্ট্র, Islamic Law and Constitution, ইসলাম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সহ প্রভৃতি গ্রন্থ

জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের অতীব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মুখর। এছাড়াও তাঁর শতাধিক বই-পুস্তক সারাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং এ যাবত অধিকাংশ গ্রন্থই দুনিয়ার প্রায় চল্লিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

উপসংহার

বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, বর্তমান ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, শোষণ নিপীড়নের পৃথিবীতে শান্তির শ্বেত পায়রা ওড়াতে ইসলামের সুমহান পতাকাতলে সবাইকে সমবেত হওয়ার জন্যই মওলানা মওদূদী রহ.-এর আজীবন সাধনা ছিলো। এ জন্য তিনি বৃহত্তর ইসলামি সংগঠন করেছেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও অসত্য ভ্রান্ত মতবাদকে অসার প্রমাণিত করণার্থে তার স্বপ্ন একটি ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে মরণপণ সংগ্রাম করা আবশ্যক।

একটি ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই শুধুমাত্র তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম ও আমৃত্যু সাধনা সার্থক হবে।

◆◆◆

সা'আদ ইবনে শহীদ

রচনাটি জমা দেয়ার সময়ঃ জুন ২০০৪ ঈসায়ী। এ সময় সা'আদ ইবনে শহীদ ঢাকাস্থ ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও ইসলামি আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন এক অসাধারন ব্যক্তিত্ব। তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় এক দিকে কঠোর শ্রম সাধনায়, অগাধ জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় এবং অপর দিকে বিশ্ব মানবতার কাছে দীন ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে উপস্থাপনায়, যেমন তাঁকে উপস্থাপিত করেছে কুরআন হাকীম। যারা ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝলো এবং সত্য বলে গ্রহণ করলো, তাদের কাছে তাঁর দাওয়াত ছিলো ইসলামেরই ছাঁচে গোটা জীবন গড়ে তোলার এবং বাতিল সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে চূরমার করে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রাম। করার।

ইসলামের জাগরণ ও মাওলানা মওদূদী রহ.

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের মধ্যে 'আপোষ-মীমাংসার' দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী হয়। মুসলমানদের অবস্থা হয়ে পড়েছিল একটা পরাজিত সেনাবাহিনীর মতো; যারা মানসিক দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছিল তারা আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সমঝোতা করে সে রঙেই নিজেদেরকে রঞ্জিত করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজে এক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলতে থাকে।

মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করেন। তিনি মুসলমানদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ইকামতে দীনের দিশারী হিসেবে রসূল সা. এর অনুকরণে ইসলামি জীবন বিধানকে কায়েম করার জন্য তিনি একটি বিজ্ঞানসম্মত আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি শুধু চিন্তাবিদের দায়িত্বই পালন করেননি, তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। নবী রসূলগণ ছাড়া মানব জাতির ইতিহাসে এমন চিন্তাবিদ অত্যন্ত দুর্লভ, যিনি সমাজ বিপ্লবের চিন্তা ও পরিকল্পনা পেশ করে নিজেই বাস্তবে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।

মানুষ সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণ করে দীনের জন্য হাসিমুখে জীবন দিতে প্রস্তুত হতে পারে, মাওলানা মওদূদী তাঁর জীবনে এর বাস্তব নমুনা পেশ করেছেন। ১৯৫৩ সালে তাঁকে এক খোঁড়া অজুহাতে সামরিক আদালতে ফাঁসির হুকুম দেয়ার পর তিনি যে নির্ভীকতার পরিচয় দান করেছেন তা তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের মুখলিস কর্মীদের অন্তর থেকে মৃত্যু ভয়কে তাড়িয়ে দিয়েছে।

চিন্তা ও কর্মের দুর্লভ সমন্বয়ের ফলেই মাওলানা মওদূদী যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ইসলামের যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়নি। আন্দোলনের ময়দানের অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাধারাকে যেমন বাস্তবমুখী হতে সাহায্য করেছে, তেমনি কুরআনের যে ব্যাখ্যা তিনি রসূল সা. এর সংগ্রামী জীবন থেকে পেয়েছেন, তাই আন্দোলনের ময়দানে প্রয়োগ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তাই তাঁর চিন্তা ও কর্ম ছিলো খাঁটি ইসলামের জাগরণে বাস্তব দিশারী।

ইসলামি আন্দোলন ও জাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে চিত্র মনের মধ্যে এঁকেছিলেন তাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যে যে পরিবেশ ও পটভূমি তৈরির প্রয়োজন ছিলো, তার জন্যে তাঁকে নিরলসভাবে বছরের পর বছর ধরে চিন্তা ও গবেষণায় নিরত থাকতে হয়েছে। তার জন্যে অসীম ধৈর্যের সাথে নৈরাশ্যের আঁধার ভেদ করে তাঁকে যে কত পরিশ্রম ও সাধনা করতে হয়েছিল তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কষ্টকর। এর থেকে এ সত্যও উপলব্ধি করতে পারা যায় যে, আকীদাহ-বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে একটি বিকৃত ও অধঃপতিত মুসলমান জাতির মধ্যে সত্যিকার ইসলামি জাগরণ ও আন্দোলনের সূচনা করা কত বড় সুঃসাধ্য কাজ ছিলো, যা মাওলানা মওদূদী করেছিলেন। যে কেউ ইচ্ছা করলেই যে কোনো সময় ইসলামি আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন না। তার জন্যে প্রয়োজন হয় ইসলামি তথা কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, তা সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করার অনুপম লেখনীশক্তি, পথভ্রষ্ট মানব সমাজকে সত্যের পথে, আলোকের পথে আনার কৌশল ও দক্ষতা। তদুপরি প্রয়োজন সংবেদনশীল মন-মানসিকতা, অসীম ধৈয্য ও সহনশীলতা, কালজয়ী সাহিত্য রচনার যোগ্যতা ও অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতা। এ সবকিছুই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে দান করেছিলেন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সাহিত্যের অবদান

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-কে তাঁর সাহিত্য এখনও জীবন্ত করে রেখেছে। এমনিতে কেউ কখনো সাহিত্যিক হতে পারে না, এর জন্য

প্রয়োজন গভীর জ্ঞানের, থাকতে হবে লেখনীশক্তি এবং ভাষাগত জ্ঞান ও পাঠককে বুঝানোর মত ক্ষমতা। এর সবগুলো আল্লাহ্তায়ালা তাকে প্রচুর দান করেছিলেন।

মাওলানা মওদূদী বলেন, "আমি জাহেলী যুগের অসংখ্য বই পড়েছি। প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য আলমারী উজাড় করেছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কুরআন পড়লাম তখন মনে হলো, এ যাবত যতো পড়শুনা করেছি, সবই নস্যি। জ্ঞানের মূল এখন আমার হস্তগত।"

তিনি আরো বলেন– "জীবিকা উপার্জনের জন্যে সাহিত্য সৃষ্টি করা একটি ভুল পথ। এজন্যে ইট ভাঙ্গাই ভালো। সাহিত্য মানুষের মন-মগজে ঢুকানোর জিনিস। জীবিকা উপার্জনের তাগাদায় তা সৃষ্টি করা যায় না। তা সৃষ্টি করতে হয় নিজের নীতি ও মতাদর্শের আলোকে।"

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী সাহিত্য লক্ষ কোটি মানব সন্তানের মন-মস্তিষ্কে বিপ্লব এনে দিয়েছে। অসংখ্য নর-নারীর মনে আল্লাহ্-রসূলের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার সঞ্চার করে তাদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে বহু লোককে ছাঁটাই-বাছাই করে বাতিলের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে নিয়োজিত করেছে। মুসলমানদের চিন্তার জগতে শতাব্দীর যে স্থবিরতার দানা বেঁধেছিল, মাওলানার সাহিত্য তা দূর করে এক ব্যাপক সুদূর প্রসারী স্বচ্ছ নির্মল চিন্তাধারার সঞ্চার করেছে। তাঁর সাহিত্যের প্রভাব কত মানুষকে যে পার্থিব লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত করে এক অনাবিল মজবুত চরিত্রের অধিকারী করে দিয়েছে তার শেষ নেই। তিনি আন্দোলনের জন্য অসংখ্য বই লিখেছেন। তাঁর লিখিত বই ইসলামি আন্দোলনের আদর্শ হিসেবে কাজ করছে। তাঁর লেখা তাফহীমুল কুরআন মানুষকে কুরআন বুঝাবার জন্য আদর্শ শিক্ষকের কাজ করছে। তাফহীমুল কুরআন যে ইসলামের পুনরুজ্জীবনে কত বড় অবদান তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আধুনিক যুগের মন-মানসিকতার জন্য কুরআন বুঝার সহজ পথ এতে দেখানো হয়েছে। এ তাফসীরে একথাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে রসূল সা. এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ের সাথে মিলিয়েই কুরআনকে বুঝতে হবে। এ কুরআন ইসলামি আন্দোলনেরই 'গাইড বুক' হিসেবে এসেছে। আন্দোলন বিচ্ছিন্ন মন-মানসিকতা নিয়ে এ কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝার উপায় নেই। ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের নিকট কুরআন এখন সবচেয়ে আকর্ষণীয় পাঠ্য। এটা মাওলানা মওদূদী রহ.-এর এক অনন্য অবদান।

মাওলানা মওদূদী রহ. ও তাঁর সাহিত্যের মৌলিক অবদানসমূহ

ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদী ও তাঁর সাহিত্যের অবদান এতো ব্যাপক যে, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, মাওলানা মওদূদী তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ও তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে :

১. এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে– "ইসলাম শুধু মুসলমানদের ধর্ম নয়, বরং ইসলামি গোটা বিশ্ব মানবের জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা।"

২. এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, 'ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

৩, এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, "দাবি নয়, কাজ করলেই মুসলমান হওয়া যায়।"

৪. তিনি দীনদারী মুক্ত দুনিয়াদারীর ধারণা নিরসন করেছেন।

৫. ইসলামে রাজনীতি হারাম নয়, বরং ফরয– এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৬. দীন ইসলাম পরাজিত থাকার জন্যে নয়, বিজয়ী হবার জন্যে এসেছে– তিনি মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করেছেন।

৭. মুসলমানদের যে জামাতবদ্ধ থাকা ফরয, সে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৮. তিনি ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে মজবুত সংগঠন ও আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন।

৯. তিনি নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রীসহ সর্বমহলে ইসলামি আন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি করেছেন।

১০. তিনি ঈমানদারদের মধ্যে দীনকে বিজয়ী করার জন্যে জান-মাল, সময় ও শ্রম কুরবানি করার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

১১. তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে তাকওয়া পরহেযগারীর সঠিক ধারণা সৃষ্টি করেছেন।

১২. তিনি মুসলমানদের মধ্যে কুরআন তেলওয়াত করার সাথে সাথে বুঝার ও মানার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

১৩. তিনি 'তাফহীমুল কুরআন' নামক অনন্য তাফসীর লেখে কুরআন বুঝা সহজ করে দিয়েছেন। এ তাফসির আলেম ও আধুনিক শিক্ষিত সকলের জন্য উপযোগী।

১৪. তিনি মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তিকে নয়, আল্লাহ্র কিতাব ও রসূল সা. কে অনুসরণ করার ধারণা সৃষ্টি করেছেন।

১৫. তিনি মানব রচিত মতবাদসমূহের কুফরি চেহারা উন্মোচন করে দিয়েছেন।
১৬. তিনি আধুনিক প্রেক্ষিতে ইসলামি অর্থনীতির ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
১৭. তিনি সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তব ধারণা সৃষ্টি করেছেন।
১৮. তিনি যাকাতকে ইসলামি অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হবার ধারণা সৃষ্টি করেছেন।
১৯. তিনি সঠিক পর্দা প্রথার প্রচলনে নারী পুরুষকে উদ্যোগী করেছেন।
২০. তিনি আদর্শ ইসলামি পরিবার সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন।
২১. তিনি নামাযের জামাত ও মসজিদ কায়েমের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন।
২২. তিনি মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও যুবকদেরকে ব্যাপক বই রচনা ও বই পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি এবং পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।
২৩. ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতে স্কুল মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।
২৪. তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিরক, বিদাত ও জাহিলিয়াত সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন। এবং মুসলমানদেরকে শিরক মুক্ত হতে সহায়তা করেছেন।
২৫. তিনি আত্মশুদ্ধির নবূয়্যতী পদ্ধতি চালু করেছেন।
২৬. তিনি মুসলমানদের মধ্যে দীনদারির ভিত্তিতে মিষ্টার ও মাওলানার পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন।
২৭. তিনি ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিরাট অবদান রেখেছেন।
২৮. দলের অভ্যন্তরে সৎ নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করেছেন।
২৯. তিনি ইসলামি শাসন প্রবর্তনের শ্লোগান জনপ্রিয় করেছেন।
৩০. নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন পরিচালনার ধারণা সৃষ্টি করেছেন।
৩১. রসূল সা.-এর পদ্ধতিতে আন্দোলনের উপযোগী লোক তৈরির প্রক্রিয়া চালু করেছেন।
৩২. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সততা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপনের উপযুক্ত লোক তৈরি করেছেন।
৩৩. তিনি মুসলমানদেরকে নিজেদের ভূখণ্ড রক্ষায় জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন।
৩৪. তিনি বিশ্ব মুসলিম ঐক্য সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রেখেছেন।
৩৫. তিনি ফাঁসির হুকুম পেয়েও যালিম সরকারের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা না করে কর্মীদের মধ্যে ইসলামের জন্য শহীদ হবার জযবা সৃষ্টি করে গেছেন।

৩৬. তিনি ইসলামি কর্মীদের মধ্যে দুনিয়া গড়ার পরিবর্তে আখেরাত গড়ার প্রেরণা সৃষ্টি করে গেছেন।

৩৭. ইসলাম যে মানুষকে সংসার ত্যাগী বানাতে আসেনি, বরং সঠিকভাবে পার্থিব জীবন যাপনের পথই দেখাতে এসেছে, একথা তিনি কুরআন ও সুন্নাহর বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

উপসংহার

ইসলামের জাগরণে মাওলানা মওদূদীর অবদানসমূহ এমন সুদূর প্রসারী যে এর প্রভাবে ইসলাম আজ এক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসেবে পরিচয় লাভ করেছে। তাই ইসলামি বিপ্লবের ঢেউ রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সাহিত্য সংস্কৃতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম এক সক্রিয় চেতনার সৃষ্টি করেছে। মাওলানা মওদূদী ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে যে বিরাট অবদান রেখেছেন তাতে যেহেতু তিনি শুধু নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিদের ভূমিকাই পালন করেননি, সেহেতু তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ ছাত্র, শ্রমিক, মহিলা সহ সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সচেতন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। শুধু এ উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি আন্দোলন আজ যে গতি লাভ করেছে তাতে মাওলানা মওদূদী রহ. ও তাঁর সাহিত্যের অবদাই সর্বাধিক বলে স্বীকৃত।

◆◆◆

মাহদীয়া ফেরদৌসী

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুন ২০০৪ ঈসায়ী। এ সময় মাহদীয়া ফেরদৌসী তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

ছোট হউক বড় হউক একটি দেশ, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, তথা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান কর্মসূচি ও উহার বাস্তবায়নকারী প্রয়োজন। তেমনিভাবে বিশ্বমণ্ডলকে পরিচালনা করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবনকে সু-শৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সার্থক করার জন্য যুগে যুগে জীবন বিধান ও নবী রসূল প্রেরণ করেছেন। মানুষ সৃষ্টিকর্তার দাসত্বে নিজেকে নিয়োজিত করে ইহ ও পরকালীন জীবনকে ধ্বংসাত্মক পথে নিয়ে জীবনকে ব্যর্থ করে তোলে। এ জন্য আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে নবী-রসূল প্রেরণ করে মানুষকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনেন। নবীদের যুগের পর এসেছে সাহাবীদের যুগ তারপর তাবেঈদের যুগ তারপর তাবে-তাবেঈদের যুগ এবং তারপর মুজাদ্দিদের যুগ। প্রতি একশত বছর পর আল্লাহ্ পাক কুরআনের শিক্ষাকে শয়তানের শিক্ষা হতে আলাদা করার জন্য মানবজাতির মধ্য হতে এমন কিছু শ্রেষ্ঠ লোকদের বেঁছে নেন যাদেরকে বলা হয় মুজাদ্দিদ। আল্লাহ্ পাক সূরা আল হিজরে ঘোষণা করেন–

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হিফাজত করবো"

নবী-রসূল ও সাহাবীদের যুগকে অনুসরণ করে প্রায় দেড় হাজার বছর ইসলাম অনুসরণের মাধ্যমে মানব সমাজে পরিচালিত হয়ে আসছিলো। কিন্তু কালের বিবর্তনে গ্রীক দার্শনিকদের হামলা ইংরেজ প্রবর্তিত মানব রচিত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে আল্লাহ্র দাসত্বের পথ থেকে বহুদূরে পিছিয়ে নিয়ে গেছে।

মুসলিম জাতির এই কঠিন সময়ে আল্লাহ্র এক মর্দে মুজাহিদ অসাধারণ মেধার অধিকারী উপমহাদেশের খ্যাতনামা বক্তিত্ব মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. সমাজের এই ভাঙ্গন রোধে জেগে উঠেন। রচনার বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে রচনায় তিনটি অংশ বিরাজমান :

১ম : মাওলানা মওদূদীর পরিচিতি।
২য় : ইসলামি জাগরণ সৃষ্টিতে অবদান।
৩য় : সাহিত্যের অবদান।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম চিন্তানায়ক ও ইসলামি আন্দোলনের সিপাহসালার মাওলানা মওদূদী রহ. ছিলেন এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। একদিকে কঠোর সাধনা। অগাধ জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে তাঁর সারাটি জীবন অতিবাহিত করেন। অপর দিকে বিশ্বমানবতার কাছে দীন ইসলামের প্রকৃত রূপকে কুরআন হাদিসের আলোকে উপস্থাপন করেন। তিনি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নন একটি প্রতিজ্ঞা ও একটি ইতিহাস।

প্রাথমিক পরিচয়

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ছিলেন নবী সা. এর পবিত্র বংশের ৩৮তম অধস্তন পুরুষ। হিজরী ১৩২১ সনে ৩রা রজব, ইং ১৯০৩ সালে আওরংগাবাদে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নয় বছর বয়স পর্যন্ত পিতার তত্ত্বাবধানে গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তারপর ১৯১৬ সালে তিনি আরবি, নাহু, ফিকহ প্রভৃতি শাস্ত্রসহ মৌলভী পাস করেন। হায়দারাবাদে দারুল উলুমে পাঠরত অবস্থায় পিতার অসুস্থতার কথা শুনে ভুপাল চলে যান। কয়েক বছর পর পিতা মারা যান। তখন থেকেই তাঁর কর্মজীবন সূচনা হয়। তিনি তাঁর বড় ভাইয়ের সাথে 'বিজীনি' চলে যান এবং সেখানে তার ভাই এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ছিলো প্রচণ্ড। তাই কলমের মাধ্যমেই জীবিকা অর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মাসিক 'আখবারে মদীনা' নামক পত্রিকায় সম্পাদনা শুরু করেন। এভাবেই তাঁর কর্ম ও সাংবাদিক জীবন শুরু হয়। মাওলানা মওদূদী রহ. এর চরিত্র ছিলো অনুকরণীয়, অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, আলেম, সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক। তাঁর চরিত্রের গুণাবলীর মধ্যে ছিলো আল্লাহ্ ভীতি ও আল্লাহ্র জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার দৃঢ় মনোবল।

মুসলিম মিল্লাতের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে মাওলানা মওদূদী

খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানগণ চরম নৈরাশ্যের শিকার হন। সেই সময় ভারতে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু জনগোষ্ঠির সংখ্যা ছিলো বেশি তাই তারা হিন্দু মুসলমান একজাতি বানানোর জন্য এক জাতীয়তার শ্লোগান তোলে। '৩০ এর দশকে 'জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দও এক জাতীয়তাবাদ সমর্থন করে। শুধু তাই নয় দেওয়ানবন্দের শায়খুল হাদিসও এক জাতীয়তাবাদ

ও ইসলাম নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এমনকি তিনি দিল্লীর মসজিদে দাঁড়িয়ে জন্মভূমিই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ঘোষণা করেন। এই সময় মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত মাওলানা মওদূদী রহ. মাসিক তর্জমানুল কুরআনে এর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন– মুসলমান হলো আলাদা জাতিসত্তা। হিন্দু মুসলমান কখনো এক হতে পারে না। এতে করে মুসলমানদের মধ্যে এক নব আন্দোলনের সূচনা হয়। যার ফলে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হয়।

ইসলামি জাগরণ আন্দোলন

কুরআন ও সুন্নাহর আসল শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে মানুষ যখন ইসলামের প্রাণহীন খোলস নিয়ে বাতিল শক্তির অধীনে জীবন যাপন করে তখন ইসলামের প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ রূপে কায়েম করার প্রচেষ্টাকে ইসলামি জাগরণ আন্দোলন বা ইসলামি পুনরুজ্জীবন আন্দোলন বলে। ইসলামের পরিভাষায় এর নাম হলো 'তাজদীদে দীন'। আর যারা এ দায়িত্ব পালন করেন তাদেরকে বলা হয় মুজাদ্দিদ। ইমাম গাজ্জালী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ তাদের যুগের মুজাদ্দিদ।

উপমহাদেশে ইসলামি জাগরণে মাওলানা মওদূদী

ইতিহাসে এমন চিন্তাবিদ খুঁজে পাওয়া কঠিন যে একাধারে চিন্তাবিদ, সংগঠক ও সংগঠনের নেতৃত্বও দিয়েছেন। হিজরী চৌদ্দ শতকে ইসলামের সকল দিক ও বিভাগে সামগ্রিক পুনর্জাগরণের যে বিরাট কাজ হয়েছে তাতে আরব বিশ্বে ইমাম হাসানুল বান্নার নাম অনস্বীকার্য। উপমহাদেশে তথা সারা বিশ্বে বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামের জাগরণের যে জোয়ার রয়েছে তাতে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নাম স্বীকৃত।

মুসলিম জাতির চরম দুঃসময়ে মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামি জাগরণের সূচনা করেন। এ সম্পর্কে রসূল সা. এর স্পষ্ট ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে। "ইনশাআল্লাহ্ ইসলামি ইতিহাসের কোনো এক শতাব্দীও এমন লোকদের থেকে বঞ্চিত হবে না যারা জাহেলিয়াতের আগ্রাসনের মুকাবিলা করবেন এবং ইসলামকে তার আসল প্রাণশক্তিরূপে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা চালাবেন।" (আবু দাউদ) মুসলিম জাতির ইতিহাসে এ ধরনের গুণসম্পন্ন লোক শতাব্দীর মাথায় একজন জন্ম নিয়েছেন মর্মে দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে ইসলামি জাগরণ ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার এক'শ বছর পর ১৯৩১ সালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এ মহান কাজের পুনরায় সূচনা করেন।

বিপ্লবী সংস্কারক মাওলানা মওদূদী

একজন মহান সংস্কারক হিসেবে মাওলানা মওদূদীর অবদান বিরাট এবং তাঁর স্থান অনেক উচ্চে। তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কারক। মাওলানা মওদূদীর সারা জীবনের কর্ম-সাধনার সঠিক মূল্যায়ন করলে এ কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, একজন বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনি নিম্নলিখিত দীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন :

- সমসাময়িক বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির মূল্যায়নের পর ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরা।
- কোথায় আঘাত হানলে জাহেলিয়াতের বাধন ছিন্ন হবে তা জেনে সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা পেশ ও তদানুযায়ী কাজ করা।
- তিনি মানুষের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন।
- বংশানুক্রমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত রসম রেওয়াজ এবং ইসলামের নামে যে সব নতুন নতুন বিদআত মুসলিম সমাজে দানা বেঁধেছে তা মূলোৎপাটন করে তিনি শরিয়তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করার জন্য মানুষের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করেন।
- ইসলামের দুশমন শক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ করে ইসলামের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছেন।
- ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেন।
- তিনি ইসলামি চরিত্র গঠনের এমন এক পদ্ধতি রেখে গেছেন যাতে করে আমল আখলাকে মুনাফেকী তথা কথা ও কাজের মধ্যে বৈষম্য দেখতে না পাওয়া যায়।
- দীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজতেহাদের যোগ্যতাও তাঁর ছিলো।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যেগুলো হাসিলের জন্য তিনি একটি বিশ্বজনীন বিপ্লব বা আন্দোলনের সূচনা করে গেছেন যার জোয়ার আজো বইছে।

ইসলামের জাগরণ সৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী রহ. এর অবদানের কথা লিখতে হলে প্রথমে লিখতে হয় সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামি সংগঠনের কথা যুগোপযোগী সেই সংগঠনকে পরিচালনা করে ইসলামি জোয়ার সৃষ্টি করতে যে অবদান রেখেছেন তাঁর বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের কথা।

ইসলামি সংগঠন প্রতিষ্ঠা

তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকের কথা চিন্তা করে 'দীনের হক' প্রতিষ্ঠার জন্য মাওলানা মওদূদী রহ. ১৯৪১ সালে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি দল গঠন করেন। মাত্র ৭৫ জন সদস্য ও ৭৪ টাকা ১৪ পয়সা মূলধন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী যাত্রা শুরু করে।

ক্ষুরধার লেখনী শক্তি

ইসলামি জাগরণী আন্দোলনে মাওলানা মওদূদী রহ. এর অন্যতম অবদান হলো তাঁর ক্ষুরধার লেখনী শক্তি। তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সভ্যতা সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে তার ত্রুটি বিচ্যুতি অন্ত:সারশূন্যতা এবং অনিষ্টকারিতা চোখ দিয়ে দেখিয়ে দেন।

বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন একটি আত্মবিসৃত জাতির মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য যে যে ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন একজন সুদক্ষ চিকিৎসকের মতো মাওলানা মওদূদী সেই অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য উপযোগী ইসলামি সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর সাহিত্যের ভাষা ছিলো অত্যন্ত সাবলিল, যুক্তিপূর্ণ, শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী।

মাওলানা যে এক অতি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধকার, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল তা সাহিত্য জগতের অজানা নয়। অসাধারণ লেখার প্রেরণা যেন তাঁর জন্মগত এবং এ প্রেরণা প্রকাশ লাভ করে অতি বাল্যকালে। এসম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উক্তি থেকে বুঝা যায় যে তিনি ন'বছর বয়স হতে তাঁর বন্ধু আশফাক আহমদ এর মাধ্যমে লেখনী শক্তির প্রেরণা পান এবং তাঁর বড় ভাই ও বাবার মাধ্যমেও প্রচুর প্রেরণা পান।

তিনি মৌলভী পাস করার পর 'আল-মারআতুল জাদীদা' নামক এক আরবি বই উর্দুতে অনুবাদ করেন। সেই হতে তাঁর লেখা শুরু এবং এভাবেই একদিন তিনি হয়ে ওঠেন একজন প্রবন্ধকার, সাহিতিক ও সাহিত্য জগতের ভিত্তি।

গত অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী সাহিত্য লক্ষ কোটি মানব সন্তানের মস্তিষ্কে বিপ্লব এনে দিয়েছে। অসংখ্য নর-নারীর মনে খোদা-রসূলের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার সঞ্চার করে তাদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে বাতিলের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে নিয়োজিত করেছে। মুসলমানদের চিন্তার জগতে শতাব্দীর যে স্থবিরতা দানা বেঁধেছিলো মাওলানা সাহিত্য তা দূর করে এক ব্যাপক সুদূরপ্রসারী স্বচ্ছ নির্মল চিন্তাধারার সঞ্চার করেছে।

মাওলানা মওদূদীর ছিলো অসামান্য লেখনী প্রতিভা যা ছিলো আল্লাহ্‌র এক নিয়ামত। তাঁর লেখনী প্রতিভার কিছু প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হলো :

মালিক গোলাম আলী বলেন– "পাঠানকোটে মাওলানা মওদূদী লেখার টেবিলে বসে কোনো উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকতেন। বলতেন অমুক আলমারিতে এই নামে একটি বই আছে। সেই বইয়ের অতো নম্বর পৃষ্ঠা বের করুন। এই ছিলো তাঁর স্মৃতিশক্তি।"

তাঁর বইয়ের প্রকাশক বর্ণনা করেন যে, "১৯৬২ সালের রমযান মাসে আমার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। রমযানের এক বিকেলে মাওলানা মওদূদী আমাকে বলেন– 'খতমে নবুয়ত' সম্পর্কে আজ রাতে আমি কিছু লিখবো কাল সকালে এসে পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাবেন। পরদিন সকাল ১০টায় তিনি আমাকে ফোন করে বলেন পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেছে, নিয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে গিয়ে আমি পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করলাম। পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম মাত্র একরাতে ৭২ পৃষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি। মাওলানা বললেন গতরাতে তারাবীহ পড়ে লিখতে বসেছি, সেহেরীর সময় শেষ করেছি।" মাওলানা মওদূদীর এই ছিলো অসামান্য লেখনী প্রতিভা। মাত্র এক রাতে 'খতমে নবুয়তের' মত মহান গ্রন্থ রচনা করেন।

মাওলানার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

মাওলানা মওদূদী রহ. এর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ছিলো মোট তিনটি। নিম্নে তা পেশ করা হলো :

তাঁর সাহিত্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি ইসলামকে একটি স্থবির ও প্রাচীন গতানুগতিক বা বংশ পারম্পারিক ধর্মের পরিবর্তে একটা বিপ্লবী জীবন দর্শন ও আন্দোলন হিসেবে পেশ করেছেন। এর সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি তিনি ইসলামি চিন্তাধারার অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন।

তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি ইসলামের প্রতিটি বিভাগ ও দিককে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে প্রত্যেকটিকে বর্তমান যুগের উপযোগী করে বর্ণনা করেন। ধর্মের প্রতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের যতো প্রকারের অভিযোগ তা তিনি যুক্তি-প্রমাণাদির দ্বারা খণ্ডন করেছেন।

তাঁর সাহিত্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, মাওলানা মওদূদী একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ইসলাম নিছক কোনো পূজাপার্বনের ধর্ম নয় যে এটি রাজনীতির সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না।

সাহিত্যের প্রভাব

যে সকল দেশে মাওলানার সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিলো তা নিম্নে দেয়া হলো :

ভারত: পাকিস্তানের বাইরে যেসব দেশে মাওলানা মওদূদীর বাণী ও মিশন প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে তার মধ্যে ভারত অন্যতম। মাওলানা তাঁর কাজ অবিভক্ত ভারতেরই শুরু করেন এবং বিভাগের পর মাওলানার চিন্তাধারা ও কর্মসূচির দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিগণ ভারতীয় জামায়াতে ইসলামী সংঠনের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন।

শ্রীলংকা: শ্রীলংকার শিক্ষিত মুসলমান বিশেষ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীগণ মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য, ইসলামি আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে Muslim Brotherhood Movement সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করছেন।

আমেরিকা: আমেরিকায় মাওলানা মওদূদীর রহ. সাহিত্য সমাদরে পঠিত হচ্ছেন। অন্যান্য স্থান হতেও মাওলানার সাহিত্যের জন্য অর্ডার পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর গবেষনা চলেছে কানাডার ম্যাকগীল বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ইংল্যান্ড: ইংল্যান্ডের কয়েকটি স্থান থেকে মাওলানা সাহিত্যের জন্য অর্ডার পাওয়া যায়। মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে এর চাহিদা বেশ। লিস্টার শহরে মাওলানার সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন’ নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জার্মানী: জার্মানীতেও মাওলানা মওদূদীর বাণী ও মিশনের কাজ বেশ ভালোভাবে চলছে। সেখানকার ইসলামিক কমিউনিটি যোগাযোগের মাধ্যমে বই চেয়ে পাঠান। জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক সেন্টারেও মাওলানার বই অনুবাদ চলছে।

কোরিয়া: এখানকার যুবকরা আগ্রহ সহকারে মাওলানার সাহিত্য অধ্যয়ন করছেন। উপরন্তু বার্মা, লাওস, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মরোক্ক, জোহান্সবার্গ প্রভৃতি দেশে উর্দু, আরবি, ইংরেজি ভাষায় মাওলানার সাহিত্য বেশ চলছে।

জাপান: বিগত ষাটের দশকে পাকিস্তান ‘জামায়াতে ইসলামীর জনৈক প্রতিভাসম্পন্ন কর্মী ইসলামি দাওয়াত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জাপান গমন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় টোকিওতে একটি ইসলামি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানার সাহিত্যের জাপান ভাষায় অনুবাদ কার্যও চলছে।

সুদান: উনিশ'শ পঞ্চাশ সালে সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ শিক্ষকও তাতে যোগদান

করেন। কিন্তু 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' ও মাওলানার সাহিত্য ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করে এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠন করে।

সাহিত্যের অবদান

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. আধুনিক বিশ্বের এক ক্ষণজন্মা ইসলামি মনীষী। গোটা বিশ্ববাসী আজ তাঁর সাহিত্যের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। নিম্নে তাঁর সাহিত্যের অবদানসমূহ পেশ করা হলো:

ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রূপে পেশ করা

মাওলানা মওদূদী সর্বপ্রথম রেসালায়ে দীনিয়াত (ইসলাম পরিচিত) নামক বইতে সহজ ভাষায় ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পরিবেশন করেন।

কালেমায়ে তাইয়েবার গুরুত্ব পেশ

মাওলানা তাঁর বিখ্যাত 'খুতবাদ' নামক বইতে কুরআন ও হাদিসের দলিল দিয়ে তিনি একথা প্রমাণ করেছেন যে, কালেমায়ে তাইয়েবা কোনো ধর্মীয় মন্ত্র নয়; বরং গোটা জীবনের জন্য নীতিনির্ধারক একটি সিদ্ধান্ত যার দ্বারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্য করার শপথ নেয়া নয়।

কুরআন মজীদকে গাইড বুক পরিবেশনে

মাওলানা মওদূদীর লেখা 'তাফহীমুল কুরআন' যে ইসলামের জাগরণে কত বড় অবদান রেখেছে তা প্রকাশ করার পর্যাপ্ত ভাষা নেই। আধুনিক যুগের মন-মগজের জন্য কুরআন বুঝার সহজ পথ দেখানো হয়েছে এখানে। এ কুরআন ইসলামি আন্দোলনেরই 'গাইড বুক' হিসেবে এসেছে।

ইসলামি আন্দোলনের নিখুঁত সংগঠন পরিবশেনে

আল্লাহ্‌তা'য়ালা মাওলানাকে শুধু ইসলামের সঠিক ধারণাই দান করেননি। ইসলাম কায়েম করার উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে যে নিখুঁত ধারণা পাওয়া গেছে তা আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ। ইসলামি সংগঠনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি বিস্তারিত বিধি বিধান রচনা করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর জন্মলগ্ন থেকে বেশ কয়েক বছরের কার্য বিরবণীর কয়েকটি খণ্ডে যেসব সাংগঠনিক হেদায়াত রয়েছে তা বিস্ময়কর মৌলিকত্বে পরিপূর্ণ।

ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পরিবেশনে

খোলাফায়ে রাশেদার ইতিহাস থেকে তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সেখান থেকেই ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকারি কাঠামো সম্পর্কে চিরস্থায়ী আদর্শ চয়ন করেছেন। 'খিলাফাত ও মুলকিয়াত' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তিনি আদর্শ ইসলামি শাসনব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। "Islamic Law and Constitution" নামক গ্রন্থে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নিকট ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।

ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে মৌলিক চিন্তাধারা পেশ

মাওলানা মওদূদী পুঁজিবাদ ও সমাজবাদকে বস্তুবাদ নামক একই কুমাতার জঘন্য দু'সন্তান' আখ্যা দিয়ে তিনি উভয় অর্থব্যবস্থার সকল মারাত্মক গলদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। 'সুদ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি এ বিষয়ে তাঁর মাষ্টার পিস। আজ সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংককে এখন আর অবান্তর কল্পনা বলে বিদ্রূপ করার সাহস কারো নেই। এ কথার প্রতিবাদ করারও সাধ্য কারও নেই যে, ইসলামি অর্থব্যবস্থার আধুনিক ধারণার জন্মদাতা মাওলানা মওদূদী রহ.।

জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে মুক্তির সন্ধান

১৯৩৮ সালে মাওলানা মওদূদী 'মাসআলায়ে কাওমিয়াত' নামক বিখ্যাত পুস্তকে জাতীয়তার ইসলামি রূপ তুলে ধরেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থেকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজ উদ্ধার পরিবেশনে

১৯৩২ সালে মাওলানা মওদূদী মাসিক তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজকে পাশ্চাত্যে হীনমন্যতা থেকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালান। তাঁর 'তানকীহাত' নামক পাণ্ডিত্বপূর্ণ গ্রন্থটি দর্শন ও যুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলকে মুসলিম মানস থেকে উৎখাত করার যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

রসূল সা.-কে আদর্শ নেতা হিসেবে পরিবেশনে

মুহাম্মদ সা. যে শুধু একজন ধর্মীয় নেতাই ছিলেন না তিনি যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ তা তাঁর 'সীরাতে সরওয়ারে আলম' নামক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

নারী মর্যাদা ও অধিকার পরিবেশনে

ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে তা পর্দা 'নামক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। নারী বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থই লিখেছেন।

পরিশেষে বলা যায় ইসলামের জাগরণ সৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী রহ. যে অবদান রেখেছেন তার প্রভাবে ইসলাম আজ এক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসেবে পরিচয় লাভ করেছে। সাহিত্য সংস্কৃতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম এক সক্রিয় চেতনার সৃষ্টি করেছেন। শুধু এ উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি আন্দোলন আজ যে গতি সঞ্চার করেছে তাতে মাওলানা মওদূদীর এর অবদান সর্বাধিক বলেই স্বীকৃত। তাঁর গ্রন্থাবলী শতাধিক ভাষায় অনূদিত। তার গ্রন্থাবলী ভারত, পাকিস্তান, কুয়েত, সুদানসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্কুল, মাদরাসায় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সারা বিশ্বের ইসলাম প্রিয় মানুষের তিনি প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব।

◆◆◆

আধুনি যুগে ইসলামি রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক মাওলানা মওদূদী রহ.

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
তানজীব আহমাদ
আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন
আবদুল্লাহ আল মাসউদ

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

রচনাটি সময় দেয়ার সময়: জুলাই ২০০৫ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ মিজানুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

গোড়ার কথা

প্রচণ্ড খরস্রোতা নদীও যদি স্বাভাবিক নাব্যতা হারিয়ে গতিহীন ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে তবে সে নদীতে ময়লা-আবর্জনা ও বিভিন্ন রকম অবাঞ্চিত জিনিস জমে পানি দুর্গন্ধযুক্ত এবং ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যায়। তখন সেই নদী মানুষের জন্য আশীর্বাদের বদলে দুর্ভোগ ও অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা যেমন বাস্তব পরীক্ষীত সত্য। ঠিক তেমনি ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি এবং চটকদার শ্লোগান সম্বলিত অথচ চরম বৈষম্যপূর্ণ অবাস্তব মতবাদসমূহের উত্থানের ফলে বিশ্ববাসী বিভ্রান্ত হয় এবং মানব সভ্যতার স্বাভাবিক গতি প্রবাহ ব্যাহত হয়। এ সময়েই ইসলামি বিশেষজ্ঞদের মাযহাবী বিতর্ক ও বিশেষ সিলসিলায় মানসিকভাবে বন্দী থাকায় মানব কল্যাণের অনন্য উৎস ইজতিহাদের ধারাবাহিকতা রুদ্ধ হয়। ফলে বিকাশধর্মিতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ইসলাম অনেকটা পঙ্গু ও অচল হয়ে গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। আর এই সুযোগে পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ মুসলিম দেশগুলোতে শক্ত আসন গেঁড়ে বসে। সুতরাং মুসলিম জনসাধারণ দিক-নির্দেশনা বঞ্চিত হয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে।

এমনি তমসাচ্ছন্ন নিকষকালো অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর প্রদীপ নিয়ে এগিয়ে এলেন বিংশ শতাব্দীর অকুতোভয় বীর মুজাহিদ সাইয়েদ মওদূদী। অপ্রতিরোধ্য কলমের গতি, ক্ষুরধার যুক্তি তেজোদীপ্ত ভাষণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে মানব রচিত তন্ত্রমন্ত্রকে ধরাশায়ী করে মুসলমানদের সামনে উন্মুক্ত করলেন মুক্তির সোনালী দিগন্ত। ইসলামি রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নে সর্বাধুনিক বাস্তবসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি প্রদান করে মুক্তিকামী, নির্যাতিত শোষিত বিশ্বমানবতাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

আমরা বক্ষমান নিবন্ধকে ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে প্রয়াস পাচ্ছি।

প্রথমত : ইসলামি রাষ্ট্র, বাস্তবায়নে মাওলানা মওদূদীর দিক-নির্দেশনা;

দ্বিতীয়ত : ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নে মাওলানার দিক-নির্দেশনা;

প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শুরুর জন্য কয়েকটি কথা আগেই বলে নেয়া দরকার মনে করছি। যেমন–

এক সময় তথাকথিত আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার দাবিদাররা ইসলামি রাষ্ট্রের কথা শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলত: গোটা পৃথিবী যেখানে শনৈঃ শনৈঃ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, আর আমাদেরকে সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বের অন্ধকার যুগে ফিরে যেতে বলছেন। অনেক কিছু সম্ভব হলেও তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এ যুগে ইসলামি রাষ্ট্রের concept বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অবাস্তবও বটে। এগুলো backdated কিছু নীতি কথার সমষ্টি মাত্র।

কিন্তু আজ দিন বদলে গেছে। বাস্তবতাবর্জিত রক্তলোলুপ জঘন্য মতাদর্শ সমাজতন্ত্রের আত্মহত্যা এবং শোষণ-যুলুমের নির্মম হাতিয়ার পুঁজিবাদের পতনোন্মুখ অবস্থার কারণে বিশ্ববাসী আরেকটা "New World Order" সবান্ত:করণে কামনা করছে। যা তাদেরকে হানাহানি নয়, শান্তির শুভ্র কপোত উপহার দেবে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, শুধুমাত্র ইসলামেরই বিশ্ব নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রয়েছে। সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ কারণেই মাওলানা ভবিষ্যত প্রজন্মকে অতি চমৎকার গাইড লাইন দিয়ে গেছেন।

ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচিতি

ইসলামি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী পৃথিবীখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর খুরশীদ আহমাদ বলেন: যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইসলামি আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মোতাবেক লক্ষ্যে পৌছার সর্বাত্মক প্রয়াস যেখানে চালানো হয় তা ইসলামি রাষ্ট্র।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের মতে, ইসলামি শরীয়তের দাবি অনুযায়ী নাগরিকদের বৈষয়িক, ইহ-জাগতিক ও পরকালীন কল্যাণ সাধনের সর্বাধিক দায়িত্ব গ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠন-ই ইসলামি রাষ্ট্র।

এক্ষেত্রে মাওলানার বক্তব্য খুবই লক্ষণীয়: "যে রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং খিলাফাত আ'লা মিনহাজিন নবুয়্যাত (নবুয়তের পদ্ধতিতে শাসন কার্য পরিচালনা) এর ব্যবস্থাকে তার যাবতীয়" বৈশিষ্ট্যসহ প্রতিষ্ঠিত করে তাকে ইসলামি রাষ্ট্র বলে।

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেন?

ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা এবং এ লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো নিছক একটি রাজনৈতিক বিষয় নয়। বরং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীনি প্রয়োজন ও

গুরুত্বদায়িত্বও বটে। এ দীনি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া বা নিস্পৃহ থাকার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। মাওলানা মওদূদী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Islamic Law and Constitution গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন :

The Islamic concept of life as envisaged in the Quran is that man should devote his entire life to the causes of Allah, whose injunctions should be followed in all the fields of human activity. The Quran not only lays down principles of morality and ethics but also gives guidance in the political, social and economic fields. It prescribes punishments for certain crimes and enunciates principles of monetary and fiscal policy. This can not be translated into practice unless there is a state to enforc them. And herein lies the necessity of an Islamic state.

সর্বোপরি খেলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন এবং মযলুম মানুষের মুক্তির জন্য ইসলামি রাষ্ট্র প্রয়োজন বলে মাওলানা জোরালো অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইসলামি রাষ্ট্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইসলামি রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাওলানা 'খেলাফত ও মুলকিয়্যাত' গ্রন্থে পরিষ্কার বলেছেন যে- "কোনো রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই যথাযথভাবে সে ইসলামি জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামের চারিত্রিক মানদন্ডানুযায়ী ভালো ও সদগুণাবলীর বিকাশ এবং মন্দ ও অসৎ গুণাবলীর বিনাশ সাধন করবে।"

ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআনের আলোকে মাওলানা মওদূদী ইসলামি রাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেছেন খেলাফত ও রাজতন্ত্র বইয়ে তা নিম্নরূপ :

এক: একটি স্বাধীন জাতি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মহান আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করবে, তাঁর অধীনে কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে খেলাফতের ভূমিকা গ্রহণ করে সেসব বিধি-বিধান এবং নির্দেশাবলী কার্যকরী করবে, আল কুরআন এবং রসূলের মাধ্যমে তিনি যা দান করেছেন।

দুই: সার্বভৌমত্বকে আল্লাহর জন্য বিশেষিত করার সীমা পর্যন্ত এটা থিয়োক্রাসী রাষ্ট্র। কিন্তু এখানে ধর্মীয় যাজকদের কোনো বিশেষ শ্রেণীকে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতার ধারক-বাহক করা এবং হিল্ল ও আকদ-এর সমস্ত ক্ষমতা এ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করার পরিবর্তে দেশের সীমার মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত ঈমানদারকে আল্লাহর খেলাফতের ধারক-বাহক প্রতিপন্ন করা হয়। হিল্ল ও আকদ-এর চূড়ান্ত ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে তাদের হাতে ন্যস্ত করে।

তিনঃ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন, পরিচালন, সম্পূর্ণভাবে জনগণের রায় অনুযায়ী হতে হবে গণতন্ত্রের এ নীতির সাথে ইসলামী রাষ্ট্র এক মত। তবে ইসলামি রাষ্ট্রের জনগণ লাগামহীন নয়। বরং আল্লাহ রসূলের উর্ধ্বতন আইন তাঁর নিজস্ব নিয়ম-নীতি, সীমারেখা, নৈতিক বিধান এবং নির্দেশাবলী দ্বারা জনগণের ইচ্ছা-বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে।

চারঃ ইসলামি রাষ্ট্র একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্র পরিচালনা স্বভাবত:ই তাদের কাজ হতে পারে যারা তার মৌলিক দর্শন এবং বিধি-বিধান স্বীকার করে।

পাঁচঃ এটা এমন এক রাষ্ট্র যা বংশ, বর্ণ, ভাষা এবং ভৌগলিক জাতীয়তার পরিবর্তে শুধু নীতি-আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চল মানবজাতির যে কোনো সদস্য ইচ্ছা করলে সে সব মূলতনীতি স্বীকার করে নিতে পারে, কোনো প্রকারভেদ বৈষম্য ছাড়াই সম্পূর্ণ সমান অধিকার সে ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ছয়ঃ রাজনীতিকে স্বার্থের পরিবর্তে নীতি নৈতিকতার অনুগত করা এবং আল্লাহভীতি ও পরহেযগারীর সাথে তা পরিচালনা করা ইসলামি রাষ্ট্রের মৌল প্রাণশক্তি। নৈতিক-চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বই এখানে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি-একক মানদণ্ড।

সাতঃ যেহেতু এটা আদর্শিক রাষ্ট্র। সুতরাং শুধু আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশের সীমান্ত রক্ষা করা এর কাজ নয় বরং সামাজিক সুবিচার, ন্যায়ের বিকাশ আর অন্যায়ের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত একে অবিরাম কাজ করে যেতে হবে।

আটঃ অধিকার, মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধার সমতা, আইনের শাসন ভালো কাজে সহযোগিতা, খারাপ কাজে অসহযোগিতা, আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহির মনোবৃত্তি, অধিকারের চেয়েও বড় করে কর্তব্যের অনুভূতি, ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র সকলের এক লক্ষ্যে ঐক্যমত, সমাজের কোনো ব্যক্তিকে জীবন যাপনের অপরিহার্য উপাদান-উপকরণ থেকে বঞ্চিত থাকতে না দেয়া এসব হচ্ছে এ রাষ্ট্রের মৌলিক মূল্যমান (Basic values)।

নয়ঃ এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এমন এক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র লাগামহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ব্যক্তিকে নিরীহ দাসে পরিণত করতে পারে না আর ব্যক্তিও সীমাহীন স্বাধীনতা পেয়ে ঔদ্ধত্যপরায়ণ এবং সামাজিক স্বার্থের দুশমন হতে পারে না।

ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি

আধুনিককালে দুটি পন্থায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এক: রাষ্ট্রক্ষমতা এখন যাদের হাতে আছে ইসলাম সম্পর্কে তারা আন্তরিক হবে। জাতির সাথে কৃত ওয়াদাসমূহের ব্যাপারে তারা সত্যবাদী হবে। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের মধ্যে যোগ্যতার যে অভাব রয়েছে তা তারা অনুভব করবে। ঈমানদারীর সাথে একথা স্বীকার করবে যে, স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে এবং এদেশে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সেসব লোকদেরই কাজ যারা এ কাজের উপযুক্ত। উপরে বর্ণিত অবস্থা সৃষ্টি হলে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি হচ্ছে- প্রথমত আমাদের পার্লামেন্ট সেসব মৌলিক বিষয়ের সুস্পষ্ট ঘোষণা দেবে একটি ইসলামি রাষ্ট্রকে অনৈসলামি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য যেসব মূলনীতি অপরিহার্য। অত:পর ইসলামের যথেষ্ট ইলম রাখেন এমন লোকদের তারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে শরীক করবেন। ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে নতুন করে নির্বাচন দিতে হবে এবং জাতিকে এমন একদল লোক নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে এবং জাতিকে এমন একদল লোক নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে যাদেরকে তারা ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য যোগ্যতম মনে করবে। এভাবেই সহজরূপে সঠিক ও নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা যোগ্যতম লোকদের হাতে অর্পিত হবে। আর এ যোগ্য লোকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও যাবতীয় উপায়-উপাদানকে কাজে লাগিয়ে গোটা জীবন ব্যবস্থাকে নতুনভাবে ইসলামি পন্থা ও পদ্ধতিতে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হবে।

দুই: দ্বিতীয় পন্থা হলো, সমাজকে গোড়া থেকেই আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একটি গণসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের মাঝে ক্রমান্বয়ে খাঁটি ইসলামি চেতনা, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা তীব্র এবং চাঙ্গা করে তুলতে হবে। আর এ চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে যখন দৃঢ়তা মজবুতি অর্জন করবে তখন স্বাভাবিকভাবেই একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করবে।

প্রথম পন্থাটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়েছে বলেই মনে হয়। তাই দ্বিতীয় পন্থাই কার্যকরী ও যথোপযুক্ত হতে পারে বলে মাওলানা মওদূদী মত ব্যক্ত করেছেন এবং এক সালেহ জামাআত গঠন করে সত্যিকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

এ পর্যায়ে আমরা আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে সমস্ত অপরিহার্য মৌলিক বিষয়ে ইসলামের নীতি-অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে তা আলোচনা করবো সেই সাথে সঙ্গত কারণেই এ সমস্ত বিষয়ে আবুল আ'লা মওদূদীর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবো- إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

১. ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে মওদূদীর রহ.-এর বক্তব্য

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মের অর্থ করেছিল Religion is a private relation between man and Allah. প্রচলিত ধর্মগুলোর ব্যাপারে এ বক্তব্য সঠিক হতে পারে। কারণ সেগুলো আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার উপযুক্ত জবাব, পরিপূর্ণ খাঁটিত্ব রক্ষা এবং পূর্ণাঙ্গতার প্রমাণ দিতে পুরোপুরিই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ইসলামের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাওলানা বলেন, "ইসলাম প্রচলিত অর্থে কোনো ধর্ম নয় বরং Islam is a complete code of life. মাওলানা তাঁর সমস্ত লেখনী এবং সারা জীবনের কর্মতৎপরতা দ্বারা এটিই প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং সফল হয়েছেন।"

২. সার্বভৌমত্ব ও মওদূদী রহ.-এর মতামত

বর্তমান যুগে সার্বভৌমত্বের ব্যাপারটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আজো এ ব্যাপারে একক সমাধানে পৌঁছুতে পারেননি। কিন্তু মাওলানা এ ব্যাপারে খুব সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য যেসব গুণ প্রয়োজন বলে বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন তা কোনো কিছুর মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে না এটা প্রমাণিত হয়েছে-সুতরাং He said, "Sovereignty can not belong to state because it belongs to Allah Alone. He strongly argues that only Allah is capable of making balanced, correct, eternal, efficacious and beneficial laws; because, law is the will of the sovereign."

He also said: No person, class or group, not even the entire population of the state as a whole can lay claim to sovereignty. Allah Alone is the real sovereign. all others are merely His Subjects.

৩. নেতৃত্ব নির্বাচনের মূলনীতি

এ সম্পর্কে মাওলানা বলেনঃ ইসলামি রাষ্ট্রে নেতৃত্ব নির্বাচনের নীতিও অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে ভিন্নতর। এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, আল্লাহ ভীতি ও উত্তম আচরণ।

৪. সংবিধান ও মওদূদী রহ.-এর অবদান

সংবিধান যে কোনো রাষ্ট্রের আইনী ভিত্তি ও রক্ষাকবচ। তাই মাওলানা ও তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ কুরআন, সুন্নাহ, খিলাফতে রাশিদার কার্যক্রম এবং উম্মাতের মুজতাহিদ আলেমদের সিদ্ধান্ত এই চারটিকে ভিত্তি করে ২২ দফা

ভিত্তিক ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। যা যে কোনো রাষ্ট্রের মডেল এবং বাতিলের জন্য আতঙ্ক স্বরূপ।

৫. গণতন্ত্র ও মওদূদী রহ.

সরকার গঠনের পদ্ধতি হিসেবে মাওলানা গণতন্ত্রের অনেক নীতির সাথেই একমত। কিন্তু sovereignty of the people টিকে গণতন্ত্রের নীতি হিসেবে কখনোই স্বীকার করেন না। যেহেতু পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সর্বোচ্চ আইন তাই মাওলানা পরিষ্কার বলেছেন : Islam has no trace of western democracy. Islamic concept of democracy is clearly different from that of the West. Islamic Democracy means sovereignty of Allah and vicegerency of people. Fundamental laws are ordained by Allah and people are to implement those laws on his behalf as his representatives.

৫. আইন পরিষদের ক্ষমতা (Legislature) ও কাজ

আহলুল হিল্ল ওয়াল আকদ বা আইন পরিষদের ক্ষমতা কতটুক হবে সে বিষয়ে মাওলানা ভারসাম্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি বলেন- "আল্লাহ ও রসূলের বিধানের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আইন রচনা করা আইন পরিষদের অধিকারের সীমা বহির্ভূত এবং আইন পরিষদ এ ধরনের কোনো আইন পাশ করলেও তা অনিবার্যরূপে সংবিধানের লংঘন বলে অভিহিত হবে।"

এমতাবস্থায় ইসলামি রাষ্ট্রে আইন পরিষদকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে।

ক. ব্যাপারে আল্লাহ এবং রসূলের সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিধান মওজুদ রয়েছে, আইন পরিষদ যদিও তার কোনো রদবদল করতে পারবে না কিন্তু সেই বিধান ও নির্দেশসমূহকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন ও পন্থা প্রণালী নির্ধারণ করা আইন পরিষদের কর্তব্য।

খ. ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের বিধানের একাধিক ব্যাখার সম্ভাবনা আছে তন্মধ্যে কোন্ ব্যাখ্যাটিকে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হবে তা নির্দিষ্ট করা আইন পরিষদেরই কাজ।

গ. যেসব ব্যাপারে আল্লাহ এবং রসূলের কোনো সরাসরি নির্দেশ বা বিধান বিদ্যমান নেই সেসব ব্যাপারে ইসলামের সাধারণ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন আইন করা অথবা সে সম্পর্কে ফিকাহর কিতাবসমূহ পূর্ব হতে প্রণীত কোনো আইন বর্তমান থাকলে তন্মধ্যে কোনো একটিকে গ্রহণ করা আইন পরিষদের কাজ।

ঘ. যেসব ব্যাপারে নীতিগত কোনো নির্দেশও পাওয়া যায় না সে সম্পর্কে মনে করতে হবে যে, এই বিষয়ে আইন রচনার অধিকার আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। কাজেই এসব ব্যাপারে আইন পরিষদ যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে শর্ত হলো যে, সে আইন যেনো শরীয়তের কোনো হুকুম বা নীতির বিরোধী বা তার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এ সম্পর্কে 'যা নিষিদ্ধ নয় তা বৈধ' মূলনীতিটি গৃহীত হবে।

৬. শাসন বিভাগের কর্মসীমা

এ ব্যাপারে মাওলানার হেদায়াত হচ্ছে : একটি ইসলামি রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের (Executive) আসল কাজ হচ্ছে আল্লাহর বিধান জারি করা এবং তাকে কার্যকর করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৭. বিচার বিভাগের কর্মসীমা

"বিচার বিভাগের অধিক্ষেত্র বা কর্মসীমা আল্লাহর আইনগত সার্বভৌমত্বের নীতিমালাই সরাসরি নির্দিষ্ট করে দেয়। যারা বিচারকের দায়িত্বে অভিষিক্ত হবেন তারা নিজেদের বিচার কার্যের ভিত্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে প্রাপ্ত আইনের উপর স্থাপন করতে হবে। এটাও উল্লেখ্য যে, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে"। এ ব্যাপারে মাওলানা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৮. নির্বাচনী System ও মওদূদী রহ.

যেহেতু নির্বাচন আজ ক্ষমতা পরিবর্তনের জনপ্রিয় মাধ্যম। সুতরাং মাওলানা বলেছেন : রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, পার্লামেন্ট সদস্য এবং প্রশাসক নির্বাচনে আধুনিককালের উদ্ভাবিত সঙ্গত ও নির্দোষ পন্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে বর্তমান যুগের নির্বাচন পদ্ধতিও এ সঙ্গত পন্থাসমূহের অন্যতম। তবে এই নির্বাচন হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জবরদস্তিমুক্ত ও মুসলমানদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে আরো বলেছেন : সমকালীন সংবিধান রচয়িতারা নির্বাচনে এমন ব্যবস্থা রাখবেন যাতে বিশ্বস্ত ও খোদাভীরু এবং জনগণের প্রিয়ভাজন ও কল্যাণকামী লোক নির্বাচিত হতে পারে এবং এমন সব লোক নির্বাচিত হতে না পারে যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েও জনগণের নিকট ঘৃণার পাত্র যাদেরকে সর্বত্র থেকে অভিসম্পাত করা হয় এবং যাদেরকে সরকারি পদ প্রদান করা হয় না বরং তারা স্বয়ং উক্ত পদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৯. অমুসলিমদের অধিকার

শয়তানি মতবাদের ধজ্বাধারীরা যেহেতু এ ব্যাপারটি নিয়েই সবচেয়ে বেশি মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে তাই এ ব্যাপারে মাওলানা সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন :

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো সকল নাগরিক অধিকার মুসলমানদের মতোই ভোগ করবে। তবে Political right-এর ব্যাপারে তারা মুসলমানদের সমকক্ষ হতে পারে না। আর যেহেতু ঈমান আনা না আনার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন অতএব অমুসলিমদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে। জোর জবরদস্তিমূলকভাবে ধর্ম ত্যাগ করিয়ে মুসলিম বানানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেহেতু শুধু ঈমানদারদের জন্য সুতরাং এগুলো তাদের উপর চাপানোর অধিকার কারো নেই– থাকতে পারে না। আর আর্থ-সামাজিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইসলাম যে নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন দিয়েছে তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার কল্যাণ নিশ্চিত করে। অতএব এগুলো অনুসরণ করতে গেলে কোনো ধর্মের লোকদেরই ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনে আঘাত লাগার কণামাত্র আশঙ্কা নেই।

এখান থেকে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হচ্ছে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নে মাওলানা মওদূদীর রহ. দিক-নির্দেশনা

বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত অর্থব্যবস্থাসমূহের যুক্তিভিত্তিক নিখুঁত সমালোচনা এবং ইসলামি অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরিতে মাওলানার অবদান অপরিসীম। এ কারণে তাঁকে "আধুনিক ইসলামি অর্থনীতির জনক" বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। এ পর্যায়ে ইসলামি অর্থব্যবস্থার বাস্তবায়নে মাওলানার অতুলনীয় দিক-নির্দেশনা আধুনিককালে কতটা প্রভাব ফেলেছে তাই আলোচনা করবো।

ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদানে মাওলানা মওদূদী রহ.

ধনবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সাথে তাল রেখে বিংশ শতাব্দীতে ইসলামি অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত ও দার্শনিকদের অনেকেই "ইসলামি অর্থব্যবস্থার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে মাওলানা মওদূদীর সংজ্ঞাটি প্রভাবশালী ও ব্যাপক। বিশ্বনন্দিত যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ আবুল আ'লা রহ. বলেন : "সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও গতিশীলতার ধারাকে অব্যাহত রেখে যথার্থভাবে মানব জীবনের অভাব ও বুনিয়াদী চাহিদা এবং প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বিয় যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুসারে ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ, প্রতিভার বিকাশ সাধনের শরিয়হসম্মত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পূরণের ইনসাফপূর্ণ প্রয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামি অর্থনীতি।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌল উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য দিয়েই কাজের বিচার হয়। সুতরাং যে কোনো কাজের উদ্দেশ্য কী তা প্রথমেই জানা প্রয়োজন। এ কারণে মাওলানা ইসলামি অর্থব্যবস্থার মৌল উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তর আলোকপাত করেছেন যেগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে এ অর্থব্যবস্থার যথার্থ প্রাণসত্তা অনুযায়ী বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিধান রচনা করা সম্ভব নয়। এ অর্থনীতির তিনটি উদ্দেশ্য খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন :

ক. ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষের স্বাধীনতা সংরক্ষণের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং মানবজাতির কল্যাণার্থে যতটুক অপরিহার্য কেবলমাত্র ততটুকু বিধি-নিষেধই তার উপর আরোপ করেছে। ইসলাম মানুষের স্বাধীনতার উপরে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এর কারণ হচ্ছে ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

খ. নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির সামঞ্জস্য

ইসলাম মানুষের নৈতিক বিকাশ ও অগ্রগতিকে মৌলিক গুরুত্ব দান করে। তাই অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কেবলমাত্র আইন ও সংবিধানের উপর নির্ভর করে না।

গ. সহযোগিতা, সামঞ্জস্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা

ইসলাম মানবিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারক এবং নৈরাজ্য দলাদলি ও সংঘর্ষের বিরোধী। তাই ইসলাম মানব সমাজকে শ্রেণীতে বিভক্ত করে না এবং প্রকৃতিগতভাবে মানব সমাজে বিরাজিত শ্রেণীগুলোকে শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহযোগিতার পথে পরিচালিত করে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

কুরআনভিত্তিক ২২ দফা উল্লেখ করে মাওলানা মওদূদী রহ. 'ইসলামি অর্থনীতি' গ্রন্থে বলেন-এই দফাগুলোর নির্দেশনায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের জন্য যে স্কিম প্রণয়ন করা হয়েছে তার বুনিয়াদী নীতিমালা ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো :

এক : এই স্কিম এমন প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে যার ফলে একদিকে যেমন সর্ব প্রকার অর্থনৈতিক যুলুম এবং বলগাহীন লাভ ও দখলদারী নীতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় অপরদিকে তেমনি সমাজের উত্তম নৈতিক গুণাবলী বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করে।

দুই : এই স্কিমে অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে নৈতিক মূল্যবোধ থেকে পৃথক রাখা হয়নি বরং উভয়নীতিকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে দেয়া হয়েছে।

তিন : ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পৃথিবীর অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণকে গোটা মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহর সাধারণ দান ও অনুগ্রহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

চার : এখানে ব্যক্তি মালিকানার অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা বলগাহীন নয়।

পাঁচ : ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে মানবজীবনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার স্বাভাবিক পন্থা হলো, লোকেরা তা নিজ নিজ স্বাধীন চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে পরিচালনা এবং বিকশিত করবে। কিন্তু এই চেষ্টা-সাধনা ও বিধি-বন্ধনহীন নয়।

ছয় : এতে নারী-পুরুষ উভয়কে তাদের নিজ নিজ উপার্জিত উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত এবং অন্যান্য বৈধ পন্থায় প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদের সমান স্বত্বাধিকারী ঘোষণা করা হয়েছে।

সাত : এখানে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে একদিকে মানুষকে কৃপণতা ও বৈরাগ্য ত্যাগ করে আল্লাহর নেয়ামতের ভোগ-ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। অন্যদিকে তাদেরকে অপব্যয় এবং বিলাসিতা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আট : সুবিচারের জন্যই অর্থ-সম্পদের প্রবাহ যেনো ভ্রান্ত ও অবৈধ উপায়ে কোনো বিশেষ দিকে প্রবাহিত হতে না থাকে এবং বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থও যেনো কোনো এক স্থানে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়ে না থাকে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

নয় : অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এই স্কিম আইন ও রাষ্ট্রের উপর অধিক নির্ভরশীল নয়। কতিপয় অপরিহার্য দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেবার পর অবশিষ্ট সমস্ত প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং সমাজ সংশোধনের মাধ্যমে করা হয়।

দশ : সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের মধ্যে শ্রেণীগত সংঘাত সৃষ্টি করার পরিবর্তে এ ব্যবস্থা সংঘাতের কার্যকারণসমূহকে নির্মূল করে দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা ও সহমর্মিতার স্পিরিট সৃষ্টি করে দেয়।

এ পর্যায়ে ইসলামি অর্থনীতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং অর্থনৈতিক শক্তির গুরুত্ব নিয়ামক এমন কতিপয় বিষয়ের অবতারণা করবো আর সাথে মাওলানার যুক্তিসঙ্গত বাস্তবসম্মত বক্তব্যও তুলে ধরতে সচেষ্ট হবো।

যাকাত ও মাওলানা মওদূদীর রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি

যাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি। তাই যাকাত সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এখানে যাকাতের মাসয়ালা সংক্রান্ত আলোচনায় না গিয়ে এর মূল তাৎপর্য ও গুরুত্বকে তুলে ধরার চেষ্টা চালাবো।

মাওলানার ভাষায় : "যাকাত কোনো ট্যাক্স নয়। এ ব্যাপারে কোনো ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। আসলে এটি একটি ইবাদত এবং নামাযের ন্যায় ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।" মানুষের কোনো পার্লামেন্ট যাকাত ধার্য করেনি বরং আল্লাহ্ ধার্য করেছেন "প্রকৃতি, মূলনীতি, মৌল প্রাণসত্তা ও আকার-আকৃতির দিক থেকে যাকাত কর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের প্রতিদান ছাড়া এর থেকে আর কোনো লাভ আশা করা যায় না।" "যাকাত মুসলমানদের কোঅপারেটিভ সোসাইটি, তাদের ইনসিউরেন্স কোম্পানি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড।" এ উদ্দেশ্যে যাকাত ফরয করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও বান্দার হক আদায় করে নিজের অর্থ-সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং যাকাতদাতার অন্ত:করণ ও তার সমাজ কার্পণ্য, স্বার্থান্ধতা, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি প্রবণতা থেকে মুক্ত হবে। অন্যদিকে তার মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, ঔদার্য, কল্যাণ কামনা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলী বৃদ্ধি লাভ করবে।

সুদ উচ্ছেদে মাওলানা মওদূদী রহ.

সুদ ইসলামি অর্থনীতি তো বটেই আধুনিক অর্থনীতির জন্যেও মারাত্মক অভিশাপ স্বরূপ। সুদ উচ্ছেদ ইসলামি অর্থনীতির প্রথম ও প্রধান কাজ। মাওলানা সুদ প্রসঙ্গে বলেন : ربو শব্দটির অর্থ হচ্ছে ধন বৃদ্ধি হওয়া এবং আসল থেকে বেড়ে যাওয়া।

পরিভাষায় : আসল অর্থের উপর যা কিছু বাড়তি হবে তাই রিবা। আর এই রিবাকে ইসলামে কঠোরভাবে হারাম করা হয়েছে। মাওলানা বলেন, ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তার উপর সুদ আরোপ করার স্বপক্ষে কোনো বুদ্ধিসম্মত যুক্তি থাকতে পারে না। তিনি আরো বলেন, যথার্থই সুদ অর্থনৈতিক সম্পদ বাড়ায় না বরং কমায়। সুদের হারের ব্যাপারে তিনি বলেন-সুদ জিনিসটি নিজেই যে ধরনের অন্যায়-তার হার তার চেয়েও বেশি অন্যায় ও অসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় ও উঠানামা করে।

সুদের বিপর্যয় সম্পর্কে মাওলানার মন্তব্য

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুদ আসলে স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলীর ফল এবং এ গুণগুলোই সে মানুষের মধ্যে বিকশিত করে।

শ্রম সমস্যার সমাধান

একালে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চরম অবমাননাকর অবস্থায় পৌঁছেছে। শ্রমিকের সমস্যা উত্তরণে মাওলানার বক্তব্য নিম্নরূপ :

প্রথমত : সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু যতোদিন জীবন ব্যবস্থার এই আমূল ও সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন না হবে, ততোদিন যতোটা সম্ভব সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, শ্রমজীবী জনগণের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো অবহেলা করা যাবে না। শ্রমজীবী জনগণের সমস্যাকে পুঁজি করে তাদেরকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না।

ভূমির মালিকানা

ভূমির মালিকানা সমস্যা আধুনিককালের বড় বড় সমস্যাগুলোর অন্যতম। এর উপর যথেষ্ট আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে মাওলানা বলেন- "কুরআন জমির ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার"। "যদি ভূমির সামাজিক বা সামষ্টিক মালিকানা হতো তাহলে যাকাত দেয়া বা নেয়ার প্রশ্ন উঠতো না।" তিনি আরও বলেন, "ইসলামের দৃষ্টিতে জমি থেকে লাভবান হওয়ার স্বাভাবিক ও সঠিক পন্থা কেবল এই যে, তা জনগণের ব্যক্তি মালিকানায় থাকবে।"

বীমা পলিসি

নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগে ইনস্যুরেন্স অত্যধিক গুরুত্ববহ। সারা দুনিয়ায় এর প্রচলন। কিন্তু বর্তমানে বীমা ব্যবসা সুদী কারবারের মতো মানবতার জন্য মহাদুর্ভোগ স্বরূপ। তাই মাওলানা মওদূদী বীমাকে ইসলামিকরণের জন্য যেসব প্রস্তাব দিয়েছেন তা যথার্থ যুগোপযোগী।

এক : সরকারকে এ ব্যাপারে সম্মত করাতে হবে যে, কোম্পানির কাছে সঞ্চিত জামানতের অর্থকে যে কোনো সরকারি বা আধাসরকারি শিল্প কিংবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করবে এবং কোম্পানিকে নির্দিষ্ট হারে নয় বরং আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ দেবে।

দুই : কোম্পানি তার অন্যান্য পুঁজিকেও এরূপ লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করবে, যা থেকে সে সুদের বদলে লভ্যাংশ পাবে। কোনো সুদভিত্তিক কারবারে তার পুঁজির কোনো অংশই বিনিয়োগ করবে না।

তিন : বীমাকারীর মৃত্যুর পর তার জমাকৃত সমস্ত টাকা উত্তরাধিকারীদেরকে দেয়া হবে এবং শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ঐ টাকা কেবল উত্তরাধিকারীর মধ্যে বণ্টন করা হবে, এ দুটো কথা যারা মেনে নেবে, কেবল তাদেরই জীবন বীমা গ্রহণ করা হবে।

চার : বীমাকারীদের মধ্যে যারা স্বীয় টাকার বাবদে লাভ চাইবে, তাদের টাকা তাদের অনুমতিক্রমে উপরের দুই নং ধারায় বর্ণিত বাণিজ্যিক কাজে অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে বিনেয়াগ করতে হবে।

সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের রূপকার মাওলানা মওদূদী রহ.

মাওলানা মওদূদী সূদের সমালোচনা ও নিন্দা করেই ক্ষান্ত থাকেননি বরং জনগণকে এই অভিশাপ থেকে বাঁচানোর জন্য সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের রূপরেখাও দিয়েছেন। তিনি বলেন : মূলত: দুটো জিনিস থেকে বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে পারলে ব্যাংকিং মানুষের জন্য বর্তমান অবস্থার তুলনায় অনেক বেশি উপকারী ও কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। সেই জিনিস দুটো হচ্ছে– ১. সুদ ২. সুদের চুম্বক আকর্ষণে যেসব পুঁজি বিভিন্নস্থান থেকে এসে ব্যাংকে কেন্দ্রীভূত হয় তা কার্যত কতিপয় স্বার্থ শিকারীর পুঁজিপতির সম্পদে পরিণদ হয়ে যায় এবং তারা অত্যন্ত গর্হিত মানবতাবৈরী ও সমাজবিরোধী পদ্ধতিতে সেগুলো ব্যবহার করে। তিনি আরও বলেন-কারেন্ট একাউন্টের টাকা কোনো মুনাফাজনক কাজে ব্যাংক খাটাতে পারবে না। তাই এই পুঁজি দুটো কাজে ব্যয় করতে হবে।

এক : প্রতিদিনকার নগদ লেনদেন।

দুই : ব্যবসায়ীদেরকে বিনাসুদে স্বল্প মেয়াদী ঋণদান এবং বিনাসুদে হুন্ডি ভাঙ্গানো। আর দীর্ঘমেয়াদী আমানতকারীদের সাথে ব্যাংক একটি সাধারণ অংশীদারিত্বের চুক্তিনামা করবে। তারপর এ পুঁজিকে মুযাবারাত (লাভ-লোকসানে সমভাবে অংশগ্রহণ ভিত্তিক) নীতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানে, কৃষি ফার্মে, সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন মুনাফাজনক কাজে খাটাতে পারবে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করবে তা দিয়ে নিজের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নির্দিষ্ট অনুপাতে নিজের অংশীদার ও আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টন করবে। এ ব্যাপারে পার্থক্য হবে কেবল এতটুকু যে, বর্তমান অবস্থায় অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা

(Dividents) বণ্টন হয় আর আমানতকারীদের সুদ দেয়া হয়। আর তখন উভয়কেই মুনাফার অংশ দেয়া হবে। বর্তমানে আমানতকারীরা একটি নির্ধারিত হারে সুদ পেয়ে থাকে আর তখন নির্দিষ্ট হার থাকবে না বরং কমবেশি যে পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হবে সব একই অনুপাতে বণ্টিত হবে।

উপসংহার

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্তের নিখুঁত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক মাওলানা মওদূদী। কেউ কেউ অবশ্য এটা প্রকাশ্যে নাও স্বীকার করতে পারেন নিতান্তই একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার কারণে। কিন্তু মনে মনে সবাই এ ব্যাপারে তাঁকেই পথিকৃত বলে গণ্য করে। মহান আল্লাহ মাওলানা মওদূদীকে তাঁর কর্মের সর্বোত্তম জাযা দান করুন। আমিন, ছুম্মা আমিন।

◆◆◆

তানজীর আহমাদ

রচনাটি জমা দেয়ার সময়: জুলাই ২০০৫ ঈসায়ী। এ সময় তানজীর আহমাদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মোমেনশাহীর বিএসসি ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লেভেল: ৩, সেমিস্টার: ২-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

মানুষ অতীতকে ভুলে যায়, বর্তমান সময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করে এবং ভবিষ্যৎ সে মোটেই জানে না। আর তাই আজকের আধুনিক মানুষই সময়ের আবর্তনে পশ্চাৎপদ হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা সর্বকালের জ্ঞান রাখেন। সে জন্যই তাঁর প্রণীত ইসলামই একমাত্র চির-আধুনিক জীবন বিধান। নব উদ্ভাবিত সমস্যার ইসলামি সমাধান প্রদানে আধুনিক বিষয়াবলী ও ইসলামি বিধান উভয় বিষয়েই সূক্ষ্মজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে?" (সূরা আয্ যুমার : ৯)

সত্যিই, জ্ঞানী ও মূর্খেরা কখনই সমান নয়। আল্লাহপাক যুগে যুগে এমন এমন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্ম ঘটিয়েছেন যারা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর শিক্ষাকে সঠিকরূপে আবার মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন। এসব ব্যক্তির উপর ওহী নাযিল হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কারণ, কুরআন অবিকৃত রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। কুরআন ও হাদিসের শব্দগুলো অবিকৃত থাকলেও এগুলোর আসল মর্মকথা বিভিন্ন কারণে হারিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া কখনও কখনও ভয়ে বা লোভে কথিত আলেমগণকেও রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদি ব্যাপক ভিত্তিক বিষয়ে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারে অবহেলা করতে দেখা যায়। মানুষ যখন ইসলামের প্রাণহীন খোলস নিয়ে বাতিল শক্তির অধীনে জীবন যাপন করে, তখন ইসলামের প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাকেই 'পুনরুজ্জীবন আন্দোলন' বলে। যারা এ মহান দায়িত্ব পালন করেন তাদের বলা হয় 'মুজাদ্দিদ'। হিজরী চৌদ্দ শতকে ইসলামের সকল দিক ও বিভাগে সামগ্রিক পুনর্জাগরণের যে বিরাট কাজ হয়েছে তাতে আরব বিশ্বে ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ রহ. এবং এ উপমহাদেশে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নাম মুসলিম বিশ্বে স্বীকৃত।

আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে সাইয়েদ মওদূদীর দিক-নির্দেশনা

মাওলানা মওদূদী বলেন, ইসলাম চায় সবাই একমাত্র আল্লাহর গোলাম হয়ে যাক। মানুষ যেন একে অপরের গোলামী না করে। আল্লাহর অনুগত বান্দার নেতৃত্ব ছাড়া পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর গোলামী করা যায় না। তাই সৎ নেতৃত্ব (তথা ইসলামি রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা দীন ইসলামের মূল লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মাওলানা তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে এগুলো উল্লেখ করেছেন।

১. ইসলামকে একমাত্র ভ্রান্তিহীন জীবন পরিপূর্ণ ও ব্যবস্থারূপে উপস্থাপন

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নিয়ে ইসলাম কেবলমাত্র একটি ধর্ম হিসেবে টিকে ছিলো। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো বিধান আছে কিনা সে বিষয়ে আলেম সমাজেও তেমন কোনো চর্চা ছিলো না। মাওলানা মওদূদী ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা নামক গ্রন্থে কুরআন ও হাদিসের দলিল দিয়ে একথা প্রমাণ করেছেন যে, কালিমা তায়্যিবা গোটা জীবনের জন্য নীতি নির্ধারক একটি সিদ্ধান্ত যা দ্বারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্য করার শপথ নেয়া হয়। তাঁর বক্তব্য থেকে সংকলিত 'একমাত্র ধর্ম' গ্রন্থটি পাঠ করে অনায়াসেই বোঝা যায় যে, একমাত্র ইসলামই অভ্রান্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব রচিত যেসব 'ইজম' বা মতবাদগুলো ইসলামের মূল প্রাণশক্তি গ্রাসে তৎপর ছিলো মাওলানা তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর দ্বারা সেগুলোর যুক্তিহীনতা প্রমাণ করেন।

২. দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বকে প্রধানতম ফরযরূপে প্রমাণ

আল্লাহর দীন যে বাতিলের অধীনে কোনোভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রেরিত হয়নি এবং রসূল সা.কে যে ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছিল সে বিষয়ের চর্চা ওলামা সমাজেও ছিলো না। মাওলানা মওদূদীর অবদান এক্ষেত্রে মর্যাদার দাবিদার। যে সময়ে অনেক আলেম মুসলিম জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পেছনে অনুসারীর ভূমিকা পালন করছিলেন সে সময় তিনি দলিল ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে ইকামাতে দীনের কাজ সব ফরযের বড় ফরয। মাওলানাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৯৪১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইকামাতে দীনের আওয়াজ দিলেন। এ শতাব্দীতে উপমহাদেশে মাওলানা মওদূদীর আগে আর কেউ এ বিপ্লবী দাওয়াত নিয়ে ময়দানে আসেননি।

৩. আল-কুরআনকে ইসলামি আন্দোলনের 'গাইড বুক' হিসেবে বিশ্লেষণ

আল্লাহর কিতাব দুর্বোধ্য একটি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পরম ভক্তির সাথে শুধু সওয়াবের নিয়তে তিলাওয়াত করার রীতিই সমাজে চালু ছিলো। মাওলানা মওদূদী রচিত 'তাফহীমুল কুরআন' এ একথাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, রসূল সা.-এর তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবনই কুরআনের আসল ব্যাখ্যা। তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনই জীবন্ত ও বাস্তব কুরআন। কুরআন বুঝা তাদের জন্যই সহজ যারা কুরআনিক আন্দোলনে সক্রিয়। কুরআন একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। এটি নাযিল হয়েই একজন নীরব প্রকৃতি সত্যনিষ্ঠ মানুষকে নির্জন জীবনক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আল্লাহবিরোধী দুনিয়ার মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মাওলানার এ সকল দিক-নির্দেশনা পেয়ে আজ ইসলামি আন্দোলনের অনেক কর্মীরই সবচেয়ে আকর্ষণীয় পাঠ্য বই আল-কুরআন।

৪. ইসলামি রাষ্ট্রের গঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণ

ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কিত মাওলানার দিক-নির্দেশনা অত্যধিক গুরুত্বের দাবিদার। তিনি বলেন, প্রথমত: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণকারী, পার্থিব লোভমুক্ত ও বিনয়ী ব্যক্তি গঠন করতে হবে। অতঃপর এমন নেতৃত্ব গঠন করতে হবে যারা ইসলামি নীতি থেকে একটুও বিচ্যুত হবে না। অলৌকিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে না। তারাই ইসলামি আন্দোলনের নেতা-কর্মী হবার যোগ্য যারা নিজেকে ইসলামের ছাঁচে গড়তে প্রস্তুত হবেন এবং সমাজে এর আলো ছড়িয়ে দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এ সকল গুণসম্পন্ন নেতা-কর্মীদের নিয়ে এক মজবুত ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করতে হবে। এ আন্দোলনে তরুণ, নারী এমনকি শিশুদেরকেও শামিল করাতে হবে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পাশাপাশি সুস্থ-সংস্কৃতি ও ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও পরিচালনা করতে হবে। মুসলমানদের কর্মস্পৃহা বাড়াতে মাওলানার এ সকল দিক-নির্দেশনা প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে।

৫. ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বাস্তব নমুনা পেশ

মাওলানা মওদূদী শুধু চিন্তাবিদের ভূমিকাই পালন করেননি। তিনি তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। ১৯৫৩ সালে ফাঁসির ভয় ও ১৯৬৭ সালের গ্রেফতার তাঁর প্রচেষ্টাকে থামাতে পারেনি। তিনি বিভিন্ন ফিতনার সফল মোকাবিলা করেন। 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক বইটিতে কাদিয়ানীদের কথিত 'নবী'র বক্তব্য দ্বারাই তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা অমুসলিম। এছাড়া শিক্ষিত সমাজে হাদিস অস্বীকার করার ফিতনা, পরিবার পরিকল্পনার নামে অভাবের দোহাই দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ইসলামের

নির্দেশ বলে প্রচার, চাঁদ না দেখেও সরকারি সিদ্ধান্তে জাতির উপর জোরপূর্বক ঈদ চাপিয়ে দেয়া ইত্যাদির সফল প্রতিরোধ মাওলানার এক বিরাট অবদান। তাত্ত্বিক দিক-নির্দেশনার চেয়ে কর্মের দিক-নির্দেশনাই তিনি বেশি দিয়েছেন।

৬. ইসলামি বিপ্লবের উপযোগী উন্নততর সংগঠন প্রতিষ্ঠা

মাওলানা ১৯৪১ সালে ইসলামি জীবন বিধান প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি আদর্শবাদী ইসলামি দল গঠন করেন। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নিম্ন ইউনিট পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রম নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, সাংগঠনিক সমস্যা ও জটিলতা দূর করার উপায় ইত্যাদিতে মাওলানা গভীর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সংগঠনের কাঠামো এমন নিঁখুত হওয়ার কারণেই এখানে নেতৃত্বের কোন্দল বা ভাঙ্গন ধরার কোনো সুযোগ ছিলো না। ইসলামের ইতিহাস অনুকরণে ও যোগ্য কর্মী তৈরির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে মাওলানা সংগঠনে ক্যাডার সিস্টেমের প্রবর্তন করেন। তিনি বলিষ্ঠভাবে সংগঠন পরিচালনার দ্বারা একাধারে কর্মীদের ও সাধারণ জনতাকে পথ নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৭. রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা প্রমাণ

মাওলানা বলেন, "Sovereignty is only for Allah." "Separation of politics from morality and religion has created more problems." নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে তিনি বলেন, নেতৃত্বে পরিবর্তনের জন্য আপনারা যদি সত্যিই কিছু করতে চান তাই এই 'নোংরা খেলায়' পবিত্রতার সাথে এগিয়ে আসুন। বৈধ পন্থায় সকল অবৈধ অস্ত্রের মোকাবিলা করুন, জাল ভোটের মোকাবিলায় নির্ভেজাল ভোট দিন। ইস্পাত কঠিন ঈমানের পরিচয় দিলে অবৈধ অস্ত্র প্রয়োগ করেও দুস্কৃতিকারীরা পরাজিত হবে। তিনি আরও বলেন, একটি গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য কোনো অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা শরিয়হর দৃষ্টিতে নাজায়েয। তাড়াহুড়ো করে কৃত্রিম পদ্ধতি (যেমন গুপ্ত সংস্থা বা সশস্ত্র তৎপরতা) দ্বারা কোনো বিপ্লব সাধিত হলে যে পথে তা আসবে, সে পথেই তা বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য। মাওলানার এ সকল দিক-নির্দেশনা আমাদেরকে একদিকে যেমন রাজনীতি সচেতন হতে সাহায্য করে অন্যদিকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিহারে উদ্বুদ্ধ করে।

৮. ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে অস্পষ্টতা নিরসন

মাওলানা মওদূদী রহ. বলেন, ইসলামি রাষ্ট্র হচ্ছে একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, এটি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র নয়। মুমিনদের শাসন হচ্ছে মূলত আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল

শাসন। কাজেই যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার সরকারের নেই। ভালো কাজে সরকারের আনুগত্য করা কর্তব্য। যে বিষয়ে আল্লাহ ও রসূল সা. কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি, সেই বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ মূলনীতির ভিত্তিতে প্রয়োজনে আইন তৈরি করবে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকের জন্য সমান। মুসলিমরা যদি কখনও অমুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অক্ষম হয়, তাহলে জিয়ইয়ার টাকা ফেরত দেয়া হয়। এ সকল কথা ও লেখনী দ্বারা মাওলানা ইসলামি রাষ্ট্র সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূর করে সঠিক দিক-নির্দেশনা দান করেন।

৯. ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত

শ্রদ্ধেয় মাওলানা 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে আদর্শ ইসলামি শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। "Islamic law and Constitution" নামক গ্রন্থে তিনি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে এমন ধারাবাহিক ও নিয়মতান্ত্রিক আলোচনা করেছেন যার ফরে এই বইটিকে এ বিষয়বস্তুর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা চলে। এ গ্রন্থে মাওলানা বলেন, ইসলামি রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদ হচ্ছে আল্লাহর আইন। আল-কুরআনের ইরশাদ- اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর)-ই কাজ সৃষ্টি করা ও আদেশ দান করা। (সূরা আল-আরাফ : ৫৪)

সূরা হজ্জের ৪১ নং আয়াত অনুযায়ী মাওলানা ঈমানদার সরকারের ৪ দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন, তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, বিচার বিভাগ, সামরিক দায়িত্ব, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে দলিলভিত্তিক আলোচনা করেন। এরপর "ইসলামি শাসনতন্ত্র বলে কিছু নেই" -এ মন্তব্য কেউ করতে পারেনি। বাস্তব কাজের দ্বারা মাওলানা আমাদের জন্য যে শিক্ষা রেখে গেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১০. ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জাতীয়তাবাদের সমালোচনা ও মুসলমানদের স্বকীয়তা রক্ষা

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে এ উপমহাদেশকে স্বাধীন করার আন্দোলন যখন শুরু হলো তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রায় দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলো। নেতৃত্বস্থানীয় আলেমগণও এ বিভ্রান্তির দুঃখজনক

শিকার হয়ে পড়লেন। মাওলানা মওদূদী 'মাসআলায়ে কাওমিয়াত' নামক বিখ্যাত পুস্তকে জাতীয়তার ইসলামি রূপ তুলে ধরেন এবং অখণ্ড ভারতের ভৌগলিক এলাকাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী মতবাদ বলে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক অকাট্য যুক্তি পেশ করেন। তিনি বলেন, মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা মুসলিম সম্প্রদায়ের পার্থিব স্বার্থ চিন্তা করেছেন, কিন্তু তারা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাই করেননি। মাওলানা আরও বলেন, মুসলমানগণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জাতি। কেবল জন্মভূমির পার্থক্য মুসলিম ও হিন্দুর মধ্যে পার্থক্যের কারণ হতে পারে না। পার্থক্য করা হয় সত্য ও মিথ্যার ভিত্তিতে। আর সত্য ও মিথ্যার স্বদেশ বা জন্মভূমি বলে কিছু নেই। মাওলানার এ সকল চিন্তাধারায় আমরা ব্যাপক রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় ও শিক্ষণীয় দিক-নির্দেশনা পাই।

আধুনিক যুগে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নে মাওলানা মওদূদীর দিক-নির্দেশনা

ইসলাম চায় মানুষ অন্যান্য কাজের সাথে অর্থনৈতিক কাজ-কারবারেও একমাত্র আল্লাহর গোলামী করুক। অর্থনীতি সংক্রান্ত মাওলানার বই পড়ার পর কোনো ব্যক্তিরই বুঝার বাকি থাকে না যে, ইসলামি অর্থব্যবস্থা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। মাওলানা তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ধারাবাহিকবাবে অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

১. ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি বিশ্লেষণ

চিন্তাবিদদের মধ্যে বহু বিষয়ের চর্চা থাকলেও ইসলামের কোনো অর্থনীতি আছে বলে কেউ দাবি করেননি। এ ময়দানে এ শতাব্দীতে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর আগে আর কেউ সুষ্ঠু ধারণা দিতে পেরেছেন বলে জানা যায় না। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলামি অর্থনীতির সাতটি মূলনীতি সম্পর্কে পথনির্দেশ দেন। মূলনীতিগুলো হলো :

ক. বৈধ উপার্জনের নির্দেশ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِيْ الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করবে। (সূরা জুমু'আ-১০)

খ. ধন সঞ্চয়ে নিষেধাজ্ঞা

كَيْ لَا يَكُوْنُ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

যাতে এ সম্পদ শুধুমাত্র ধনীদের কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে। (সূরা হাশর : ৭)

গ. অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দান

ঘ. যাকাত আদায়ের নির্দেশ

ঙ. মিরাসী আইন পালন

চ. গনীমতলব্ধ সম্পদ ও বিজিত সম্পত্তি বণ্টন

ছ. মিতব্যয়িতার নির্দেশ দান

২. পুঁজিবাদের কুফল উপস্থাপন

মাওলানা বলেন, পুঁজিপতিরা চায় নিজ সম্পদ ভোগ-বিলাসিতায় ব্যয় করতে এবং সম্পদকে অধিক সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত করে মানুষের উপর প্রভুত্ব করতে। প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ লাভের প্রচেষ্টায় সম্পদ নিযুক্ত করলে তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, মানুষ অর্থনৈতিক পশু বা সম্পদ সৃষ্টির একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। যতবারই পুঁজির আবর্তন হবে, প্রত্যেকবার পুঁজিপতিগণ নিজের মুনাফার একটি অংশ পুনরায় মুনাফা অর্জনের কাজে নিযুক্ত করতে থাকবে। এতে একটি মুষ্টিমেয় দল সমগ্র দুনিয়ার আর্থিক উপায়-উপাদনগুলোকে এমনভাবে করায়ত্ত করে বসে যে, সমগ্র মানবজাতি তাদের সামনে একেবারে অক্ষম ও সর্বহারা হয়ে পড়ে। একদিকে সুদখোর মহাজন, কারখানার মালিক ও অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়, অন্যদিকে সৃষ্টি করে ঋণভারে জর্জরিত ও অধিকার বঞ্চিত শ্রমিক, মজুর, কৃষকদের এক সর্বহারা শ্রেণী। তাদের সামনে দুইটি পথ খোলা থাকে, হয় আত্মহত্যা করা নয়তো অপরাধ করে ক্ষুধা নিবারণ করা। মাওলানার এসব যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পুঁজিবাদের ব্যর্থতা প্রমাণে আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা দান করে।

৩. কমিউনিস্ট অর্থনীতির ত্রুটি নির্দেশ

সাইয়েদ মওদূদী বলেন, কমিউনিজমের মতে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে অর্থ-সম্পদ উৎপাদনের সকল উপায়-উপাদান থেকে মালিকানা অধিকার হরণ করে জাতীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা। এতে কার্যত একটি ক্ষুদ্র কর্মপরিষদের মর্জির বিরুদ্ধে টু শব্দ করার অধিকার বা দুঃসাহস কারো থাকবে না। এ ব্যবস্থায় সমাজের কয়েকজন ব্যক্তি পুঁজিপতিদের খতম করে একজন মাত্র পুঁজিপতির উদ্ভব ঘটে। সেই পুঁজিপতি হচ্ছে কমিউনিস্ট (বা সমাজতান্ত্রিক) সরকার। এই বিরাট পুঁজিপতি মানুষকে মানুষের মতো নয়, যন্ত্রের কল-কব্জার মতো খাটায়। মানুষের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন যোগ্যতা, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক সরকার যতোই যোগ্য হোক না কেন, লক্ষ-কোটি মানুষের স্বাভাবিক যোগ্যতা,

প্রতিভা ও আবেগের সঠিক অনুমান করে তার বিকাশ সাধনের সঠিক পন্থা নির্ধারণ করা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। মানুষ আর যাই হোক বাগানের ঘাস বা জঙ্গলের আগাছা নয়; যে কোনো মালী তাকে ইচ্ছেমত কেটে কেটে সমান করে সাজিয়ে রাখবে। এ ব্যবস্থায় মানুষ হয় বিদ্রোহ করবে অথবা নিস্তেজ হয়ে পড়বে। কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা যে অযৌক্তিক তা অনুধাবনে মাওলানার দিক-নির্দেশনা সহায়ক হয়েছে।

৪. অর্থনৈতিক সমস্যার ফ্যাসিবাদী সমাধানের ব্যর্থতা প্রমাণ

মাওলানা বলেন, ফ্যাসিবাদ ও জাতীয় সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায় উপাদানের উপর ব্যক্তির একচ্ছত্র মালিকানা ও কর্তৃত্ব থাকবে, কিন্তু সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এই কর্তৃত্বকে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হবে। বাস্তবে এই ব্যবস্থার ফলাফল কমিউনিস্ট অর্থনীতির ফলাফলের চেয়ে মোটেই ভিন্ন নয়। এই ব্যবস্থাও ব্যক্তিকে সমাজের স্বার্থের বেদীমূলে জবাই করে দেয়। মাওলানার এ সকল কথা থেকে আমরা ফ্যাসিবাদী অর্থনীতির ত্রুটি নির্ধারণে যৌক্তিক দিক-নির্দেশনা পাই।

৫. ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

মাওলানা মওদূদী বলেন, সঙ্গত উপায়ে উপার্জিত সম্পদের উপর ব্যক্তি মালিকানার অধিকার ইসলাম স্বীকার করে। কিন্তু তার ভোগ-ব্যবহারের ব্যাপারে ব্যক্তিকে অসংখ্য বিধি-নিষেধ আরোপ করে মালিকানা কর্তৃত্বকে ইসলাম অনেকটা সংকুচিত করে দেয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতো প্রান্তিক অর্থনৈতিক মতবাদের বিপরীতে ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান দেয়। অর্থ ব্যয়ের যেসব পন্থা সমাজবিরোধী ও নৈতিকতা পরিপন্থী (যেমন মদ, ব্যভিচার, নৃত্য) তাদের সবই ইসলামে নিষিদ্ধ। সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকলে তা সৎকাজে ও গরীবদের সাহায্যে ব্যয় করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম অর্থ-সম্পদকে সুদী কাজে খাটানো নিষিদ্ধ করেছে। সঞ্চিত অর্থ হতে যাকাত প্রদান (বার্ষিক ২.৫%) কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইসলাম সমাজের সম্মিলিত ধনভাণ্ডারের ব্যবস্থা পেশ করেছে, যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে সম্পদ বণ্টন ও সম্পদের এককেন্দ্রিকতা হ্রাস করে। এগুলো ছাড়াও মাওলানার বিভিন্ন বক্তব্যে আমরা ইসলামি অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পাই।

৬. সুদ ও মুনাফার পার্থক্যকরণ ও তা রহিত করার সুফল উল্লেখ

মাওলানা যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, সুদ যথার্থই অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর। এছাড়া সুদের নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতি উল্লেখ করে তিনি সুদ ও

মুনাফার পার্থক্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, সুদে ক্রয়-বিক্রয়, রূপান্তর, ঝুঁকি অনুপস্থিত, এতে ঋণদাতার আয় নিশ্চিত ও ঋণ গ্রহীতার আয় অনিশ্চিত। ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা এর বিপরীত। আল্লাহ বলেন :

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আমি বেচাকেনাকে হালাল করেছি এবং সুদকে করেছি হারাম।" (সূরা আল বাকারাহ : ২৭৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় মাওলানা স্বার্থকতার সাথে সুদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিন্যাস উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সুদকে আইনগতভাবে রহিত করে দিলে এবং যাকাত উসুল ও বন্টনের সামগ্রিক ব্যবস্থা গৃহীত হলে তিনটি বড় সুফল দেখা যাবে। প্রথমত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সকলকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয়া হবে যে, দুর্দিনে তার সাহায্যের যথাযোগ্য ব্যবস্থা রয়েছে। তখন কার্পণ্য ও ধন সঞ্চয়ের প্রবণতা ও উদ্যম কমে যাবে। দ্বিতীয়ত, সঞ্চিত ধন জমাটবদ্ধ হবার পরিবর্তে আবর্তিত হতে থাকবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন অনুযায়ী অনবরত সাহায্য করতে থাকবে। তৃতীয়ত, ঋণের খাত কেবল অমুনাফাজনক কাজ বা ব্যবসার ক্ষেত্রে নিছক সাময়িক প্রয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এ অবস্থায় কর্জে হাসানার নীতির ভিত্তিতে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে। মাওলানার এ সকল বাণী সুদের কুফল প্রমাণ করতে আমাদের যুক্তিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।

৭. ইসলামি অর্থনীতিতে নৈতিকার উল্লেখ

যাকাত বাধ্যতামূলক করাই ইসলামি অর্থনীতিতে নৈতিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গরীব, মিসকিনসহ মোট ৮টি খাতে যাকাত প্রদানে গোটা সমাজ কিভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে তা মাওলানা তাঁর 'যাকাতের হাকীকত' বইয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, শ্রম ও মজুরি, মজুদদারী ব্যবসা, পণ্যের দোষ-ক্রটি গোপন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বিধান অর্থনৈতিক নৈতিকতার চূড়ান্ত স্তরে উন্নীত হতে সহায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"তাদের (ধনীদের) উপার্জিত সম্পদের উপর প্রার্থী ও সর্বহারাদের নির্দিষ্ট একটি অংশ রয়েছে।" (সূরা যারিয়াত : ১৯)

এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস বিশ্লেষণ করে মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী রহ. প্রমাণ করেছেন, মানুষের চরিত্রকে বিকশিত করার সকল উপাদান কেবল ইসলামি অর্থনীতিতেই রয়েছে।

৮. ইসলামি ব্যাংকিং-এর রূপরেখা প্রণয়ন

ইসলামি ব্যাংক প্রসঙ্গে মাওলানা বলেন, ব্যাংক ইসলামি নীতির ভিত্তিতে শিল্পকর্মে, ব্যবসায়, কৃষি ফার্মে বা সরকারের বিভিন্ন মুনাফাজনক কাজে অর্থ নিয়োগ করবে। ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করবে, তা দিয়ে নিজের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নির্দিষ্ট অনুপাতে নিজের অংশীদার ও আমানতদারীর মধ্যে বণ্টন করবে। বিপদের ঝুঁকি ও সম্ভাবনা আমানতদারী ও অংশীদার উভয়ে জন্য সমান। মাওলানার এ দিক-নির্দেশনার ভিত্তিতে আজ বিভিন্ন দেশের ইসলামি ব্যাংকগুলো সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

৯. ইসলামি ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

ইসলামি ব্যাংকের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ উল্লেখ করে মাওলানা তাঁর ভাষায় বলেন, ইসলামি ব্যাংক অর্থনৈতিক কাজে সক্রিয় (Active) ভূমিকা পালন করে, ঋণের বাজার (Loan Market) বিলুপ্ত করে, সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি বৃদ্ধি করে, ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে, উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ায়, বেকার সমস্যা হ্রাস করে, সম্পদ ও আয়-বণ্টন ইনসাফপূর্ণ করে ও মুদ্রাস্ফীতি কমায়। ইসলামি ব্যাংকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এ কথাগুলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশনা দান করে।

১০. ইসলামি বীমার প্রাথমিক ধারণা বিশ্লেষণ

বীমা (Insurance) হচ্ছে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনাজনিত কারণে মানুষের জীবন ও সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা মোকাবিলার জন্য একটি সম্মিলিত প্রয়াস, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে অন্যরা দাঁড়ানোর কারণে তার ক্ষতি লাঘব করার ব্যবস্থা হয়। ইসলামি বীমা হলো- "A scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance." ১৯৩৮ সালের বীমা আইন ও ১৯৫৮ সালের বীমা বিধিমালায় ত্রুটি ছিলো। বীমা শিল্পের ইসলামিকরণ (Islamisation) করার লক্ষ্যে বিগত শতকের ষাটের দশকের আগেই মাওলানা মওদূদী এ বিষয়ে লেখালেখি শুরু করেন। তিনি বলেন, যাকাতের টাকা সংগ্রহ ও যথাযথ বণ্টনের জন্য ইসলাম বায়তুলমালের যে ব্যবস্থা করেছে তা সামাজিক ইন্সিওরেন্সের সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। মাওলানা প্রচলিত বীমার সুদ, জুয়া ও অনিশ্চয়তা ইত্যাদির বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। ইসলামি বীমা

আজ আর থিওরীতে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা যে সুদী ব্যাংক বীমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার উদাহরণ সৃষ্টি করতে মাওলানার বক্তব্য ও লেখনী আমাদেরকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামকে আধুনিকীকরণ করে অভিনব কার্য সম্পাদনকারী বা 'মুতাজাদ্দিদ'-এর ভূমিকা পালন করেননি। তিনি ছিলেন আধুনিকতাকে ইসলামিকরণে দক্ষ। তাঁর দিক-নির্দেশনাগুলো এমন সুদূরপ্রসারী যে এর প্রভাবে পৃথিবীতে ইসলাম একটি বিপ্লবী জীবনাদর্শরূপে পুনরায় পরিচয় লাভ করেছে। ইসলামি বিপ্লবের ঢেউ রাষ্ট্র ও অর্থনীতির গণ্ডি পেরিয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক সক্রিয় চেতনার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। শুধু এ উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি আন্দোলন আজ যে গতি লাভ করেছে তাতে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর অবদান সর্বাধিক বলে স্বীকৃত। মাওলানার এসব দিক-নির্দেশনা আলোচনার উদ্দেশ্য তাঁর ব্যক্তিত্বকে ফোকাস করা নয়, বরং ইসলামি মনীষীদের দ্বারা ইসলামের যে আসল চিত্র ফুটে উঠেছে তার যথাযথ অনুসরণ করা ও তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া। কবির ভাষায়–

> "দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
> দীন-ই-ইসলামি লাল মশাল।
> ওরে বে-খবর তুইও ওঠ জেগে
> তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল ॥"

◆◆◆

আবদুল্লাহ্ আল মাহমুদ

রচনাটি জমা দেয়ার সময়: জুলাই ২০০৫ ঈসায়ী। এ সময় আবদুল্লাহ্ আল মাহমুদ চট্টগ্রাম কলেজের আরবি ও ইসলাম শিক্ষা বিভাগে এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

সূচনা

ইসলামি পুনর্জাগরণের নকীব মরহুম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী শুধুমাত্র একজন আদর্শ ইসলামি চিন্তাবিদ নয়-বরং আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রেচী হলে ইসলামি রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এ বিষয়ের উপর এক সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। এ বক্তব্যের উর্দু শিরোনাম ছিলো 'ইসলামি হুকুমত কেসতারাহ্ কায়েম হোতি হয়।' বর্তমানে বাংলা ভাষায় ইহা 'ইসলামি বিপ্লবের পথ' নামে খ্যাত।

বাস্তবে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একদল মানুষকে সংঘবদ্ধ করে একটি ইসলামি সংগঠন কায়েম করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম "Political Thoughts of Abul A'la Mawdudi" গ্রন্থে বলেছেন,

"Abul Ala Mawdudi was not an idle thinker. He was the leader of the Islamic Movement in the Indian Sub-Continent. He started a socio-political organization in 1941, build up a group of Persons to train and lead people aiming at establishing on Islamic state."[১]

১৯৭৪ সালে ইংল্যান্ডের মাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে FOSIS-এর উদ্যোগে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিলো "Modern Concept of Islamic State and Government"। এ সেমিনারের প্রধান বক্তা ছিলেন সুদানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাদেকুল মাহদী। তিনি বক্তৃতার ভূমিকায় বলেন,

"আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাচীন ও আধুনিক আরবি সাহিত্য ও বর্তমান ইংরেজি ভাষায় যেসব বই পাওয়া যায় তা আমি অধ্যয়ন করেছি। শেষ পর্যন্ত এমন একটি বই পোলাম যা আমার আলোচ্য বিষয়ের জন্য যথেষ্ট। সে বইটি হলো: "Islamic Law and Constitution: Abul A'la Mawdudi."

মরহুম মাওলানা Islamic Law and Constitution নামক বইতে ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন এর পক্ষে এমন বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করেছেন যা আধুনিক বিশ্বের নিকট পরিবেশন করার মতো একটি যোগ্য বই।

এছাড়া 'খেলাফত ও রাজতন্ত্র' গ্রন্থে ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি রাষ্ট্র কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করে তা আলোচনা করেছেন।

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান মূলনীতি আবিষ্কার

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর রচিত 'তাফহীমূল কুরআন' সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত থেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান ৫টি মূলনীতি আবিষ্কার করেন। আয়াতটি হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً

অর্থাৎ: হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের আর সেইসব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। (সূরা নিসা : ৫৯)

এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী বলেন, "এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ"।[২]

প্রথম মূলনীতি : আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে একমাত্র আল্লাহকেই সকল ক্ষমতার আধার এবং নিরঙ্কুশ আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী মনে করতে হবে। বিনাবাক্যে আল্লাহর হুকুমের সামনে মস্তক অবনত করতে হবে। এ ব্যাপারে মতবিরোধ করার অধিকার কারো নেই। এ মূলনীতিটিকে ইসলামের পরিভাষায় তাওহীদ বলা হয়। আধুনিক যুগের রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় বলতে হবে 'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব'। (Sovereignty of Allah)

The Process of Islamic Revolution বইতে তিনি বলেন, "ইসলামি রাষ্ট্রের গোটা অট্টালিকা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ

ধারণার মূল কথা হলো বিশ্ব সাম্রাজ্য আল্লাহর। তিনিই এ বিশ্বের সার্বভৌম শাসক। কোনো ব্যক্তি, বংশ, শ্রেণী, জাতি এমনকি গোটা মানবজাতিরও সার্বভৌমত্বের বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আইন প্রণয়ন এবং নির্দেশ দানের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্বের ধারণা রয়েছে। কোথায় আছে তা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়ে এর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা চলে না।

বৃটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Professor Harold J Laski. তার 'Grammar of Politics' নামক বিরাট গ্রন্থে 'Location of Sovereignty' শিরোনামে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন সার্বভৌমত্বের। সবশেষে সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্যে বলেন: 'সার্বভৌমত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই'।

সার্বভৌম ক্ষমতা কি জনগণের হাতে? পার্লামেন্টের হাতে? রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের হাতে? মাওলানা মওদূদী এসব প্রশ্নের জবাবে বলেন, "Sovereignty belongs to Allah. He alone is the lawgiver. No man, even it of he be a Prophet, has the right to order others in his own right to do as not to do certain things."[৩]

সাইয়েদ মওদূদী Islamic Law and Constitution গ্রন্থে আরো বলেন, "আল্লাহ তা'লার এই সার্বভৌমত্ব যেমন বিশ্বজনীন, তদ্রূপ রাজনৈতিক, আইনগত, নৈতিক ও বিশ্বাসগত সব দিকেই পরিব্যাপ্ত। সর্ব প্রকার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্য হওয়ার প্রমাণ কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে।"

দ্বিতীয় মূলনীতি : রসূল সা.-এর আনুগত্য

ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো সরকার ও জনগণকে রসূল সা.-এর আনুগত্য করতে হবে। এ আনুগত্য ও আল্লাহর আনুগত্যের মতোই নিঃশর্ত হতে হবে। এ কারণেই কুরআনে 'আনুগত্য কর' কথাটি রসূলের সাথেও পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকার গ্রন্থে মাওলানা মরহুম বলেন, "সাধারণভাবে সকল নবী রসূল এবং বিশেষভাবে মহানবী মুহাম্মদ সা. আল্লাহ তাআলার এই রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ। অর্থাৎ যে মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার এই সার্বভৌমত্ব মানুষের মাঝে কার্যকর হয় সে মাধ্যম হলেন আল্লাহর নবী। এজন্য তাঁর নির্দেশবালীর আনুগত্য করা, তাঁর প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করা এবং ফায়সালাসমূহ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, দল ও সমাজের জন্য অপরিহার্য, যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে।"[৪] *(ইসলামি রাষ্ট্র ও সংবিধান-২৪৫ পৃ:)*

কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের যিনি সরকার প্রধান হবেন তিনি আসল শাসক নন। তিনি রসূলের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে নেতা মেনে তাঁরই অনুকরণ করে সরকার পরিচালনা করবেন। তিনি ভুল করলে সংশোধন করতে হবে। এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসূল সা.-এর নেতৃত্ব কায়েম করাই ইসলামি রাষ্ট্রেরদ্বিতীয় মূলনীতি।

তৃতীয় মূলনীতি: সরকার পরিচালকদের আনুগত্য করা

ইসলামি রাষ্ট্রে আল্লাহ ও রসূলের পর সরকার পরিচালকদের আনুগত্য করা জনগণের কর্তব্য। সরকারের আনুগত্য করা না হলে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে হুকুমকর্তা পূর্বে অর্থাৎ উলুল আমর শব্দের পূর্বে 'আতিয়' বা 'আনুগত্য কর' কথাটি না থাকায় মাওলানা মওদূদী বলেন, উলুল আমর বা হুকুমকর্তার আনুগত্য শর্তহীন নয় বরং শর্তাধীন। হুকুমর্কার মতের সাথে দ্বিমত করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ মূলনীতি অনুযায়ী সরকার ও সরকারি কর্মকর্তারা আল্লাহ ও রসূল সা.-এর হুকুমের বিরোধী হুকুম না করা পর্যন্ত জনগণের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী।

চতুর্থ মূলনীতি: কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যে কোনো মতবিরোধের মীমাংসা

ইসলামি রাষ্ট্রের যে কোনো হুকুমকর্তার নির্দেশকে যদি কোনো নাগরিক বা সংস্থা শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর বলে দাবি করে, তাহলে এর মীমাংসার সুব্যবস্থা থাকতে হবে। ৫৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা (হুকুমকর্তা ও পালনকারী) কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করো তাহলে বিষয়টি আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।"

মাওলানা সাইয়েদ মওদূদী এ কথাটি থেকে ৪র্থ মূলনীতিটি বের করেছেন। সে মূলনীতি হলো কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যে কোনো মতবিরোধের মীমাংসা করতে হবে। 'ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান' গ্রন্থে সাইয়েদ মওদূদী বলেন, "এ নির্দেশের দাবি পূরণের জন্য এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকতে হবে যার নিকট বিবাদপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা যেতে পারে এবং যার কাজ হবে আল্লাহর কিতাব ও রসূলে পাক সা.-এর সুন্নাহ মোতাবেক বিবাদের মীসাংসা করা। এ প্রতিষ্ঠান চাই বিশেষজ্ঞ আলেমগণের কমিটি হোক অথবা সুপ্রিমকোর্ট হোক অথবা অন্য কোনো কিছু তার বিশেষ কোনো কাঠামো শরীয়ত আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়নি যে, তাই মানতে হবে। কিন্তু যাই হোক, রাষ্ট্রের মধ্যে অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে এবং তা এতোটা ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে যে, তার নিকট সরকার, সংসদ বা আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং বিচার

বিভাগের বিধান ও সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে।"[৫] *(ইসলামি রাষ্ট্র ও সংবিধান ২৪৫ পৃ:)*

এভাবেই মাওলানা মওদূদী বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে ইসলামি রাষ্ট্রের ৪র্থ মূলনীতি মনে করেন।

পঞ্চম মূলনীতি: 'উলুল আমরি মিনকুম'

উল্লেখিত সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে 'উলুল আমরি মিনকুম' কথাটির 'মিনকুম' শব্দটি থেকে মাওলানা মওদূদী ইসলামি রাষ্ট্রের পঞ্চম মূলনীতি আবিষ্কার করেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সরকার পরিচালকদেরকে জনগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতায় চেপে বসার অধিকার ঐ আয়াতে দেয়া হয়নি। অবশ্য নিম্ন পর্যায়ের হুকুমকর্তাগণ নির্বাচিত সরকারের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারে।

ষষ্ঠ মূলনীতি: সকল সিদ্ধান্ত পরামর্শের মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রের ৬ষ্ঠ মূলনীতি হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানকে গুরুত্বপূর্ণ সকল সিদ্ধান্ত পরামর্শের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। মাওলানা মওদূদী রহ. হাদিস, কুরআন উদ্ধৃতি করে বলেন, এখানে পরামর্শ (শূরা) পরিষদের কোনো বিশেষ কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। পরামর্শ পরিষদ কি সরাসরি সমস্ত লোকের সমন্বয়ে গঠিত হবে, না তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে? প্রতিনিধিগণ কি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। না বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোটে? ইসলামি শরীয়া বিষয়টিকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য নীতিগতভাবে আয়াত এবং হাদিসসমূহ তিনটি জিনিস বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। ১. মুসলমানদের সামষ্টিক কাজ পরামর্শভিত্তিক হতে হবে ২. যারাই সামষ্টিক কাজের সাথে জড়িত সকলের পরামর্শ নিতে হবে ৩. পরামর্শ স্বাধীন হতে হবে। প্রলোভন, শক্তি প্রয়োগে ভোট বা পরামর্শ লাভ মূলত পরামর্শ না করারই সমতুল্য। *(ইসলামি রাষ্ট্র ও সংবিধান-২৪৮ পৃ:)*

আধুনিক যুগে পার্লামেন্ট বলতে যা বুঝায় ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতির মধ্যে তা গণ্য বলে মাওলানা মওদূদী মনে করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যে পরামর্শ ছিলো তা ইতিহাস স্বীকৃত। তাই ইসলামি রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট অবশ্যই থাকতে হবে।

সপ্তম মূলনীতি: কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে গণ্য। মাওলানা মওদূদীর মতে ইসলামি রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে গণ্য করবে। আরো দু'টি উৎস ইসলামি আইন শাস্ত্রে স্বীকৃত। একটি হলো আসারে ছাহারা এবং অন্যটি ইজমা বা ঐক্যমত। কুরআন ও হাদিস বিরোধী আইন পাশ করার এখতিয়ার পার্লামেন্টের নেই।

ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

সাইয়েদ মওদূদী বলেন, ইসলামি রাষ্ট্রের কাজ শুধু অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা, দেশের বৈষয়িক চেষ্টা করাই নয় বরং এ রাষ্ট্রের প্রথম কাজ হলো নামায ও যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা, ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ করা। "The Islamic Law and Constitution গ্রন্থে সাইয়েদ মওদূদী আরও বলেন, Its object is to eradicate all fames of exil and to encourage all types of virtue and excellence expressly mentioned by God in the Holy Quran". *(Islamic Law and Constitution P. 145)*

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সাইয়েদ মওদূদী বলেন, "The Islamic Concept of life as confiscated in the Quran is that man should denote his entire life to he causes of Allah, Whose injunctions should be followed in all the fields of human activity. The Quran not only lays down principles of morality and ethics, but also gives guidance in the political, Social and economic fields. It prescribes punishments for certain crimes and enunciates principles of monetary and fiscal policy. These cannot be translated into practice unless there is a state to enforce them. And herein lies the necessity of an Islamic State."

[7]. *(The Islamic law and constitution P. 165)*

ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো জাতীয়তাবাদের নাম-গন্ধও এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ হচ্ছে নিছক একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। সাইয়েদ মওদূদী বলেন, "এ ধরনের রাষ্ট্রকে আমি ইংরেজিতে 'Ideological State' বলবো। এমন আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের সাথে মানুষ সব সময় পরিচিত ছিলো না।" এখনো পৃথিবীতে এ ধরনের কোনো আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই। "প্রাচীনকালে মানুষ বংশীয় বা শ্রেণীগত রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত ছিলো। অতঃপর গোত্রীয় এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত হয়।"[৮] *(ইসলামী বিপ্লবের পথ-১০)*

ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তার গোটা অট্টালিকা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মপন্থা

এক: একটি আন্দোলন ও একটি শিক্ষা ব্যবস্থা:

সাইয়েদ মওদূদী 'ইসলামি রাষ্ট্র ও সংবিধান' গ্রন্থে বলেন, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে প্রথমে এমন একটি আন্দোলন উত্থিত হওয়া অপরিহার্য, যার বুনিয়াদ নির্মিত হবে সেই জীবন দর্শন, সেই জীবনোদ্দশ্য, সেই নৈতিক মানদণ্ড এবং সেই চারিত্রিক আদর্শের উপর যা হবে ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কেবল সেসব লোকেরাই ঐ আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হবার যোগ্যতা রাখবে, যারা মানবতার এই বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবে।

অতঃপর এই একই বুনিয়াদের উপর এমন এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা ঐ বিশেষ টাইপের লোক তৈরি করবে। যা থেকে সৃষ্টি হবে এমন সব মুসলিম বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, মোটকথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এমন সব বিশেষজ্ঞ তৈরি হবে, যারা নিজেদের মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-দর্শনের দিক থেকে সম্পূর্ণ মুসলিম। যাদের ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী এক পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা। যারা খোদাদ্রোহী চিন্তানায়কদের মোকাবিলায় নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার পূর্ণ সামর্থ্য রাখবে। *(ঐ পৃ: ৪৭০)*[৯]

দুই : রাষ্ট্র বিপ্লব-এর পূর্বে সমাজ বিপ্লব

সমাজ বিপ্লব রাষ্ট্র বিপ্লবের পূর্বশর্ত। মাওলানা মওদূদী মনে করেন যতক্ষণ না সমাজ জীবনে বিপ্লব সাধিত হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে রাষ্ট্র বিপ্লব সাধন করা সম্ভব নয়। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিযের মতো বিরাট যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক পর্যন্ত এ পন্থায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তার পক্ষে এক বিরাট সংখ্যক তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ী সমর্থক থাকা সত্ত্বেও তখনকার সমাজ এ পরিবর্তন ও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিলো না। খলীফা মামুনুর রশীদের মতো পরাক্রমশালী শাসক পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন সাধন করাতো দূরের কথা, তার বাহ্যিক রূপটিতে সামান্য পরিবর্তন করতে চেয়ে ব্যর্থকাম হন।[১০]

মাওলানা মওদূদী Islamic Law and Constitution গ্রন্থে বলেন, নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে একটি তামাদ্দুনিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজন। ইসলামি বিপ্লবের এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি।[১১]

আর নিঃসন্দেহে এটাও সত্য যে, ইসলামের নির্দেশাবলী এবং আইন-কানুন শুধু উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয় না বরং তা পালন ও অনুসরণ করার জন্য ভেতর থেকে একটি আন্তরিক আগ্রহও সৃষ্টি করা হয়।[১২]

তিনি আরো বলেন, ফরাসী বিপ্লবের জন্যে সেই বিশেষ ধরনের নৈতিক ও মানসিক ভিত রচনারই প্রয়োজন ছিলো যা তৈরি করেছিলেন রুশো, ভল্টেয়ার ও মন্টেস্কোর মতো দার্শনিক। কার্ল মার্ক্সের দর্শন এবং লেনিন ও ট্রটস্কির নেতৃত্ব আর হাজার দুই সমাজতান্ত্রিক কর্মীর ত্যাগের বদৌলতে রুশ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিলো। ঠিক তেমনি ইসলামি রাষ্ট্রও কেবল তখনি প্রতিষ্ঠা হতে পারবে যখন কুরআনী দর্শন ও মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শের ভিত্তিতে একটি প্রচণ্ড গণআন্দোলন উত্থিত হবে এবং সামাজিক জীবনের মানসিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিসমূহকে সংগ্রামের প্রচণ্ডতায় আমূল পরিবর্তিত করে দেয়া সম্ভব হবে।[১২] *(ইসলামি রাষ্ট্র ও সংবিধান-৪৭১)*

পূর্বে মাওলানা মওদূদী কিভাবে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা আমরা উল্লেখ করেছি। এখন মাওলানা মওদূদী কিভাবে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা উল্লেখ করছি।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধান মূলনীতি আবিষ্কার

সাইয়েদ মওদূদী সূরা হাশরের ৭নং আয়াতের একটি খণ্ডিত অংশে ইসলামি অর্থনীতির প্রধান মূলনীতি আবিষ্কার করেন এবং ইহাই ইসলামি অর্থব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর। আয়াতাংশটি হচ্ছে :

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীর মধ্যেই কেবল আবর্তিত হতে না থাকে।

সাইয়েদ মওদূদী উল্লেখিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফহীমুল কুরআনে ১৪ নং টিকায় বলেন, "এটি কুরআনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারক আয়াতসমূহের একটি। এতে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির একটি মৌলিক নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গোটা সমাজে ব্যাপকভাবে সম্পদ আবর্তিত হতে থাকা উচিত। এমন যেন না হয় অর্থ-সম্পদ কেবল ধনবান ও বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে। কিংবা ধনী দিনে দিনে আরো ধনশালী হতে থাকবে আর গরীব দিনে দিনে আরো বেশি গরীব হতে থাকবে। কুরআন এ নীতি শুধু বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং এ উদ্দেশ্যে সুদ হারাম করা হয়েছে, যাকাত ফরজ করা হয়েছে, গনীমতের সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিভিন্ন আয়াতে নফল সাদকা ও দান-খয়রাতের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।"[১৩]

ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা

সারা দুনিয়ায় অর্থনীতিকে ইসলামি ধাঁচে ঢেলে সাজানোর যেই প্রয়াস চলছে ও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এগিয়ে চলছে এর পেছনে সাইয়েদ মওদূদীর চিন্তা ও বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনামূলক লেখনির বিরাটর ভূমিকা রয়েছে।

সাইয়েদ মওদূদী যুক্তিভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সুদের ভ্রান্তি ও ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরেছেন তার 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' গ্রন্থে। অন্যদিকে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি থেকে একথা প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সব রকমের সুদকে হারাম করেছেন।

'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' গ্রন্থে সাইয়েদ মওদূদী বর্তমান যুগের একটি উন্নতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম এমন একটি সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা বাস্তবে গড়ে তোলা সম্ভব কিনা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মাওলানা মওদূদী বলেন, "সুদ ছাড়া অর্থনৈতিক কাজ কারবার পরিচালনা করা কি সম্ভব?" এবং "সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা কি বাস্তবে গড়ে তোলা যায়?" এ জাতীয় প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। এ থেকে তো পরোক্ষভাবে একথা বলারই চেষ্টা করা হয় যে, খোদার খোদায়ীর মধ্যে ভুল হওয়া একটি অনিবার্য ব্যাপার এবং এমন সত্যও আছে, যা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভবপর নয়।[১৪]

সুদমুক্ত অর্থনীতির ভিত্তিতে একটি অর্থনেতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' গ্রন্থে 'ব্যাংকিং-এর ইসলামি পদ্ধতি' শিরোনামে বলেন, "যারা মনে করে সুদ রহিত হবার পর ব্যাংকের অর্থ সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে, তারা বিরাট ভুলের শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা মনে করে সুদ পাবার আশা যখন নেই তখন লোকেরা তাদের আয়ের উদ্বৃত্তাংশ ব্যাংকে জমা রাখবে কেন? অথচ তখন সুদ না পেলে কি হবে, মুনাফা পাবার আশাতো থাকবে। আর যেহেতু মুনাফার অংক অনির্ধারিত ও সীমাহীন থাকবে, তাই সাধারণ সুদের হারের তুলনায় কম মুনাফা পাবার সম্ভাবনা যে পরিমাণ থাকবে ঠিক সে পরিমাণ সম্ভাবনা থাকবে বেশি এবং যথেষ্ট মোটা অংকের মুনাফা পাবার। এই সাথে ব্যাংক তার সাধারণ কাজগুলোও করে যাবে, যেগুলোর জন্য বর্তমানে লোকেরা তার শরণাপন্ন হয়ে থাকে। কাজেই নিশ্চিত বলা যায় যে, বর্তমানে যে পরিমাণ ধন ব্যাংকের নিকট আমানত রাখা হয় সুদ রহিত হবার পর একই পরিমাণ ধন আমানত রাখা হবে।

বরং সে সময় সব রকম ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসারের কারণে মানুষের কাজ-কারবার বেড়ে যাবে, আমদানি আরও বেড়ে যাবে। কাজেই বর্তমান ব্যবস্থার তুলনায় আরো অনেক বেশি পরিমাণ আয়ের উদ্বৃত্তাংশ ব্যাংকে জমা হবে।

এ পুঁজির যে পরিমাণ অংশ কারেন্ট একাউন্ট বা চলতি হিসেবের খাতায় জমা হবে, তাকে ব্যাংক কোনো মুনাফাজনক কাজে লাগাতে পারবে না, যেমন বর্তমানেও পারেন। তাই এ পুঁজি মূলত দুটো বড় বড় কাজে ব্যবহৃত হবে। এক: প্রতিদিনকার নগদ লেন দেন এবং দুই : ব্যবসায়ীদেরকে বিনাসুদে স্বল্প মেয়াদী ঋণদান এবং বিনাসুদে হুণ্ডি ভাঙানো।

ব্যাংকে যেসব দীর্ঘ মেয়াদী আমানত রাখা হবে, তা অবশ্য দু' ধরনেরই হবে। এক ধরনের আমানতের মালিকের উদ্দেশ্য কেবল নিজের অর্থের সংরক্ষণ। এ ধরনের লোকদের অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে ব্যাংক নিজেই ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করবে। দ্বিতীয় ধরনের মালিকেরা তাদের অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়ে খাটাতে চায়। তাদের অর্থ আমানত হিসেবে রাখার পরিবর্তে ব্যাংককে তাদের সাথে একটি সাধারণ অংশীদারিত্বের চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। অতঃপর ব্যাংক এ পুঁজিকে তার অন্যান্য পুঁজিসহ 'মুযারিবাত' (লাভ-লোকসানে সমভাবে অংশগ্রহণ ভিত্তিক) নীতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ে, শিল্প প্রকল্পে, কৃষি কার্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ও সরকারের বিভিন্ন মুনাফাজনক কাজে খাটাতে পারবে। *(সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং-১৪৯)*[১৫]

মাওলানা মওদূদীই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সমাজবাদী অর্থব্যবস্থার একটি নির্দেশ করে ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরে বাস্তবায়নের পথ নির্দেশ করে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

মাওলানা মওদূদী আরো বলেন, এ পদ্ধতিতে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করবে তা দিয়ে নিজের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নির্দিষ্ট অনুপাতে নিজের অংশীদার ও আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টন করবে। এ ব্যাপারে পার্থক্য কেবল এতটুকুন হবে যে, বর্তমান অবস্থায় অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা (dividends) বণ্টন হয় এবং আমানতকারীদেরকে সুদ দেয়া হয় আর এখন উভয়কেই মুনাফার অংশ দেয়া হয়। বর্তমানে আমানতকারীরা একটি নির্ধারিত হারে সুদ পেয়ে থাকে আর তখন কোনো নির্দিষ্ট হার থাকবে না বরং কম-বেশি যে পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হবে সবই একই অনুপাতে বণ্টিত হবে।[১৬] *(সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং-১৪২)*

অবশেষে মাওলানা মওদূদী 'ব্যাংকিং-এর ইসলামি পদ্ধতি' বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলেন, "সুদবিহীন অর্থনীতির যে সংক্ষিপ্ত নকশাটি আমি পেশ করলাম, তা পর্যালোচনা করার পর সুদ রহিত করে সুদমুক্ত অর্থনীতির ভিত্তিতে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারটি আদৌ বাস্তবানুগ নয়, একথা বলার কোনো অবকাশ থাকে না।"[১৬] *(সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং-১৪২ পৃ:)*

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার মাওলানা মওদূদীই সর্বপ্রথম ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাঁর উদ্ভাবিত সূত্র ধরে আজ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দিক-নির্দেশনা

একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নৈতিক বিধি-বিধান ও আইন উভয়ই প্রয়োজন। এ নৈতিক বিধি-বিধান ও আইনসমূহ মাওলানা ৭টি উল্লেখ করেছেন।

এক : ধন উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ।

দুই : বৈধ উপায়ে উপার্জিত ধন পুঞ্জিভূত করে রাখা যাবে না।

তিন : সমাজের কোনো ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজে তা ব্যয় করতে হবে। এটিই আল্লাহর পথে খরচ।

চার : ইসলাম একদিকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করে দানশীলতা ও যথার্থ পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি করে অপরিদকে ইসলাম সব আইন প্রণয়ন করে, যার ফলে বদান্যতার এ শিক্ষা সত্ত্বেও নিজেদের অসৎ মনোবৃত্তির কারণে যেসব লোক সম্পদ আহরণ করতে ও পুঞ্জিভূত করে রাখতে অভ্যস্ত হয় অথবা যাদের নিকট কোনো না কোনোভাবে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে যায়, তাদের সম্পদ থেকে সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানার্থে একটি অংশ অবশ্যই কেটে নেয়া হবে। একেই যাকাত বলে।

পাঁচ : মিরাসী আইন : এই আইনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করবে যতো কম-বেশি হোক না কেন, তা কেটে টুকরো করা হবে।

ছয় : যুদ্ধে সেনাবাহিনী যে গণীমতের অর্থ হস্তগত করে এ অর্থ-সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে।

সাত : অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট না হতে মিতব্যয়ী হবার নির্দেশ দিয়েছে।

শেষ কথা

বহু শতাব্দীর পুঞ্জিভূত আবর্জনার নীচে চাপা পড়েছিলো ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা। অমুসলিমরা তো বটেই মুসলিমরা পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণার সাথে অপরিচিত হয়ে পড়ে। এই যুগসন্ধিক্ষণে সাইয়েদ মওদূদী অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেন ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচয় এবং ইসলামি রাষ্ট্র বাস্ত বায়নের কর্মপদ্ধতি।

তিনি বলেন, "একটি স্বাধীন জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিকট আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে খিলাফাতের (প্রতিনিধিত্বের) ভূমিকা গ্রহণ করে আল-কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানগুলো কার্যকর করার ঘোষণা দিলে ইসলামি রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।"[১৭] *(খেলাফত ও রাজতন্ত্র পৃষ্ঠা ৪৯)*

সাইয়েদ মওদূদী লক্ষ্য করলেন কেউ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা আবার কেউ সমাজবাদী অর্থব্যবস্থাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থা আবার কেউ ইসলাম ও সমাজবাদী অর্থনীতির সংমিশ্রণে 'ইসলামি সমাজতন্ত্র' নামে নতুন একটি মতবাদ চালুর চেষ্টা করেন। এ নাজুক অবস্থায় মাওলানা দেখালেন কুরআন-হাদিসের মূলনীতিগুলোকে সামনে নিয়ে এসে ইসলামি অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদও নয়, সমাজবাদও নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এক অর্থব্যবস্থা এবং এ অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনাও দিয়ে গেলেন। বর্তমান ইসলামী ব্যাংক তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

◆◆◆

মুহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন

রচনাটি সময় দেয়ার সময়ঃ জুলাই ২০০৫ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসার ফাযিল ফলপ্রার্থী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

বিশ্বের মুসলমানদের নিকট আল্লামা মওদূদী রহ. একটা অতিপ্রিয় নাম। সাইয়েদ আবু আ'লা মওদূদী ছিলেন বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বিশ্বের সেরা ইসলামি চিন্তানায়ক ও দার্শনিক। ইসরামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষ মুসলমান হয়েছিল। পরবর্তীকালে দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনে গোলামির জীবন যাপন তাদেরকে ইসলাম থেকে অধিকতর দূরে নিক্ষেপ করে। তাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি দুনিয়াদারী অপরটি দীনদারী, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশ ও সমাজ পরিচালনা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতিকে দুনিয়াদারী ও অবাঞ্ছিত মনে করে তা বর্জন করা হয়। এসব কিছু প্রতারক, চরিত্রহীন, ধর্মহীন ও খোদাবিমুখ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে জীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরে ইসলামের আংশিক কিছু ক্রিয়া-কর্মকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাকেই দীনদারী মনে করা হয়।

মুসলমান সমাজের এ ছিলো এক বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা। আলেম সমাজের একটি বিরাট অংশ জীবনের বাস্তবতার প্রতি চক্ষু বন্ধ করেছিলেন এবং ইসলামের আলোকে জীবনের নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হন।

একদিকে আলেম সমাজের এ ব্যর্থতা অপরদিকে জড়বাদী ইউরোপীয় সভ্যতা ও কালমার্কস, লেনিন, হেগেল প্রমুখের দর্শন ও মতবাদ শিক্ষিত মুসলমান যুব সমাজকে নাস্তিকতা ও সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট করছিল। মুসলমানদের এই সংকট সন্ধিক্ষণে সাইয়েদ আবুর আ'লা মওদূদী ১৯৩১ সালের শেষার্ধে তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের সূচনা করেন। আধুনিক সভ্যতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর অন্তসারশূন্যতা ও বিষময় পরিণাম চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। সকল প্রকার ভয়-ভীতিকে পদদলিত করে তিনি বর্তমান যুগের সকল ফেতনার মোকাবিলা করেন এবং ইসলামি জীবন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণাঙ্গতা প্রমাণ করেন।

তিনি আল্লামা মওদূদী ইসলামি জীবন ব্যবস্থার কেবল আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই প্রদান করেননি, বরঞ্চ বর্তমান যুগে এই জীবন ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাও বলে দিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের যাবতীয় দিক-নির্দেশনা তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন। তাঁর দর্শনভিত্তিক তাফসির ও সাহিত্য সারাবিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপকহারে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের নবজাগরণ শুরু হয়েছে এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দিন দিন বেগবান হচ্ছে।

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক মাওলানা মওদূদী রহ.

রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী বলেন– সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুমাত্র জ্ঞান রাখেন এমন সকলেই অবগত আছেন যে, কোনো ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাই কৃত্রিম পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রব্যবস্থা এক জায়গা থেকে তৈরি করে এনে অন্য জায়গায় স্থাপন করার মতো কোনো বস্তু নয়। একটি সমাজের মধ্যকার নৈতিক চরিত্র, চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যগত কার্যকারণের সমন্বিত কর্মপ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে রাষ্ট্র ব্যবস্থা জন্মলাভ করে। এর জন্য প্রাথমিক কিছু উপায়-উপাদান, কিছু সামাজিক ও সামষ্টিক চেষ্টা-তৎপরতা এবং কিছু আবেগ-উদ্দীপনা ও ঝোঁক প্রবণতা থাকা আবশ্যক, যেগুলোর সমন্বিত চাপের মুখে স্বাভাবিক পন্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে।

তর্কশাস্ত্রে সূত্র বিন্যাসের ভিত্তিতে যেমন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়, রসায়ন শাস্ত্রে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উপাদানসমূহকে বিশেষ পন্থায় সংমিশ্রিত করলে যেমন সেগুলোর সমগুণ সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থই প্রস্তুত হয়, ঠিক একইভাবে সমাজ বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী একটি রাষ্ট্র কেবল সেই পরিবেশের দাবির ফলশ্রুতিতে জন্মলাভ করে যে, পরিবেশ সৃষ্টি হয় কোনো সমাজে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে।

লেবুগাছ লাগানোর পর তা বড় হয়ে আম ফলাতে পারে না। ঠিক তেমনি উপায়, উপাদান এবং কার্যকরণ যদি একটি বিশেষ প্রকৃতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হয়ে থাকে, আর সেগুলোর সমন্বিত কার্যক্রমও যদি হয় সেই বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রেরই আত্মপ্রকাশের অনুকূলে তাহলে ক্রমবিকাশের পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্র যখন পূর্ণতা লাভের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে, তখন এসব উপায়, উপাদান ও কার্যক্রমের

ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তা কিছুতেই হতে পারে না।

আল্লামা মওদূদী রহ. বলেন, আমরা যে বিশেষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সে প্রকৃতির রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই ঠিক সে রকম আন্দোলন উত্থিত হতে হবে। সে রকম ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। সে রকম ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। সেই ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতৃত্ব এবং সে রকম সামাজিক কার্যক্রম ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

কুরআনের আলোকে ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে মাওলানা মওদূদী রহ. বলেন–

ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে জাতীয়তাবাদের নাম-গন্ধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ জিনিসটিই ইসলামি রাষ্ট্রকে অন্য সকল রাষ্ট্র থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এটি হচ্ছে নিছক একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্রকে ইংরেজিতে (Ideological State) বলে।

দুই : ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তার গোটা অট্টালিকা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণার মূলকথা হলো বিশ্ব সাম্রাজ্য আল্লাহর। তিনিই এ বিশ্বের সার্বভৌম শাসক। কোনো ব্যক্তি, বংশ, শ্রেণী, জাতি এমনকি গোটা মানবজাতির সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আইন প্রণয়ন এবং নির্দেশ দানের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। মানুষ এ রাষ্ট্রে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে।

তিন : রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন, পরিচালন সম্পূর্ণভাবে জনগণের রায় অনুযায়ী হতে হবে জমহুরিয়াতের এ নীতি ইসলামি রাষ্ট্র গণতন্ত্র (Democreacy) -এর সাথে একমত। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের জনগণ লাগামহীন নয়। রাষ্ট্রের আইন-কানুন, জনগণের জীবন যাপনের মূলনীতি, অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি, রাষ্ট্রের উপায়-উপকরণ সবকিছু জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হবে এমন নয়। বরং আল্লাহ রসূলের উর্ধ্ব আইন তার নিজস্ব নিয়ম-নীতি, সীমারেখা, নৈতিক বিধি-বিধান এবং নির্দেশাবলী দ্বারা জনগণের ইচ্ছা-বাসনার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে।

চার : অধিকার, মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধার সাম্য, আইনের শাসন, ভালো কাজে সহযোগিতা, খারাপ কাজে বিরোধিতা আল্লাহর সামনে দায়িত্বের অনুভূতি,

অধিকারের চেয়েও বড় করে কর্তব্যের অনুভূতি, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের এক লক্ষ্যে ঐক্যমত্য, সমাজের কোনো ব্যক্তিকে জীবন যাপনের অপরিহার্য উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত থাকতে না দেয়া এসব হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক মূল্যবান বৈশিষ্ট্য।

ইসলামি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়ে মাওলানা মওদূদী রহ. বলেন, মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ইসলাম যেসব সংস্কারমূলক কর্মসূচি পেশ করেছে, রাষ্ট্রের সমগ্র উপায়-উপকরণের সাহায্যে তা বাস্তবায়িত করাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কুরআনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো সততা, সুবিচার ও আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ বলেন :

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِيْ الْأَرْضِ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَأَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ, এরা এমন সব লোক যাদের আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে, খারাপ কাজে নিষেধ করবে। (সূরা হজ্জ : ৪১)

কাফের রাষ্ট্রের মতো তার কাজ কেবল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা করা, সীমান্তরেখা বরাবর দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্য চেষ্টা করাই নয়, বরং একটি ইসলামি রাষ্ট্র হওয়ার সুবাদে তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো নামায ও যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা। যেসব বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা. কল্যাণকর বলেছেন তার প্রসার ঘটানো এবং যেসব বিষয়কে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর বলেছেন তার প্রতিরোধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করা।

ইসলামি শাসনতন্ত্রের মৌলনীতি

ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মৌলনীতি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আল্লামা মওদূদী রহ. আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (سورة النساء:٥٩)

অর্থাৎ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো! আনুগত্য করো আল্লাহর ও তাঁর রসূলের, আর তোমাদের কর্তৃত্বশীলদের। অত:পর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ এবং রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যদি তোমরা আল্লাহ এবং শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখো।

আলোচ্য আয়াতটি শাসনতন্ত্রের ৬টি ধারা তুলে ধরে

১. আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য সকলের চেয়ে অগ্রগণ্য।

২. উলিল আমর এর আনুগত্য আল্লাহ্ রসূলের আনুগত্যের অধীন।

৩. উলিল আমর ঈমানদারদের মধ্যে হতে হবে।

৪. শাসকবর্গ এবং সরকারের সাথে মতবিরোধের অধিকার জনগণের রয়েছে।

৫. বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ এবং রসূলের বিধানই হবে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী দলিল।

৬. খেলাফত ব্যবস্থায় এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে, যা উলিল আমর এবং জনগণের চাপ প্রভাবমুক্ত হয়ে উর্ধ্বতন আইন অনুযায়ী সকল বিরোধ মীমাংসা করতে পারে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক মাওলানা মওদূদী

যে কয়টি প্রধান প্রধান উপাদান আধুনিক বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার প্রধান হলো অর্থ। তাই অর্থনীতিবিদরা এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন এবং গড়ে তুলেছেন বহু অর্থনৈতিক মতবাদ। একটির পর একটি অর্থনৈতিক মতবাদ চালু করা হয়েছে বিশ্বে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ব্যর্থতার ফলে কার্যকর করা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাও তার অবাস্তব নীতির কারণে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে মানব রচিত কোনো মতবাদই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। মানুষের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে খোদা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের মধ্যে।

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মানব জীবনের সকল সমস্যার সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয়। ইসলাম এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

মাওলানা মওদূদী একজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ Economist নন। তাঁর স্থান এর চেয়েও অনেক উর্ধ্বে। অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর দিক-নির্দেশনা কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রাথমিক নির্দেশনা

ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রাথমিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে মাওলানা মওদূদী রহ. বলেন, মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সুবিচার ও সততার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ইসলাম কতিপয় মূলনীতি ও সীমা চৌহদ্দী নির্ধারণ করে দিয়েছে। শয়তানের কুচক্রে পড়ে মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করছে সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ইসলাম কেবলমাত্র নৈতিক সংশোধনের এবং যতোটা সম্ভব রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও আইন প্রয়োগ না করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করে।

সম্পদ উপার্জন নীতি

ইসলামের সম্পদ উপার্জন নীতি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আল্লামা মওদূদী রহ. বলেন: ইসলাম মানুষকে তার জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র বিনষ্টকারী কিংবা সমাজ ব্যবস্থা বিকৃতকারী কোনো পন্থা অবলম্বন করার অধিকার দেয়নি। ইসলাম জীবিকা উপার্জনের পন্থার ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ইসলাম বেছে বেছে প্রতিটি ক্ষতিকর পন্থাকে হারাম করেছে।

ইসলামের ব্যয়নীতি

ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামের ব্যয়নীতি সম্পর্কে বলেন- ব্যয়ের যেসব পন্থা নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করে কিংবা যেগুলোর দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইসলামে তা সবই নিষিদ্ধ। কেউ জুয়া খেলে নিজের অর্থ-সম্পদ উড়াতে পারে না। মদ্যপান ও ব্যভিচার করার অনুমতি ইসলামে নেই। গান, বাদ্যনৃত্য এবং বাজে আনন্দবিহার প্রভৃতিতে কেউ নিজের অর্থকড়ি খরচ করতে পারে না। কোনো পুরুষ রেশমের পোশাক এবং সোনার অলংকার ব্যবহার করতে পারবে না। চিত্র এঁকে ঘরের দেয়াল সজ্জিত করতে পারবে না। মোটকথা ইসলাম ব্যয়ের এমন সব দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ তার প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার কাজে অর্থ ব্যয় করে।

ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান

ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আল্লামা মওদূদ রহ. বলেন- অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তির অধিকার সমর্থন করে। একজন ব্যক্তি তার আয়ের অতিরিক্ত অংশ সঞ্চয় করবে কিংবা অপরকে ঋণ বাবদ দান করবে, অথবা নিজের কোনো ব্যবসায় নিয়োগ করবে বা কোনো শিল্প ব্যবসায়ে

নিজের পুঁজি দানে উহার লাভ-লোকসানের অংশীদার হবে। ইসলাম এতে কোনো বাধা দেয় না। যদিও উদ্বৃত অর্থ সমাজ কল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ করাই উত্তম কাজ।

উপসংহার

মহানবী সা. ভবিষ্যতবাণী করেছেন যে, ইনশাল্লাহ ইসলামি ইতিহাসের কোনো এক শতাব্দীও এমন লোকদের থেকে বঞ্চিত হবে না যারা জাহেলিয়াতের আগ্রাসনের মোকাবিলা করবেন এবং ইসলামকে তার আসল প্রাণশক্তি ও রূপে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা চালাবেন। ইসলামি পরিভাষায় এমন লোককে মুজাদ্দিদ বলা হয়। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. বিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী আলেমে দীন হিসেবে একজন মুজাদ্দিদের ভূমিকা পালন করেন এবং ইসলামকে জাহেলিয়াতের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করে খাঁটি ও পরিশুদ্ধ ইসলাম পেশ করেন, যা পেশ করেছিলেন আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. এবং যার আলোকবর্তিকা নিয়ে বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রা.।

একজন মুজাদ্দিদের অন্যতম দু'টি কাজ হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং অত:পর একটি বিশ্বজনীন ইসলামি বিপ্লব সৃষ্টি, মাওলানা মওদূদী এ দু'টি কাজও অসমাপ্ত রাখেননি। এজন্য মাওলানা মওদূদী রহ.কে আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

◆◆◆

আবদুল্লাহ্ আল মাসউদ

রচনাটি জমা দেয়ার সময়ঃ জুলাই ২০০৫ ঈসায়ী। এ সময় আবদুল্লাহ আল মাসউদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের বি.এস.এস সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর রহ. দাওয়াত, বাণী ও আদর্শ ছিলো আন্তর্জাতিক, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য। তাই তাঁর চিন্তাধারা কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি। জীবন ও সমাজের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের জন্য তিনি পুরোপুরি পথ প্রদর্শন করে গেছেন। মুসলিম মিল্লাত ও বংশধরদের জন্য যা কিছু করার এবং বলার তার কোনো কিছুই তিনি ফেলে রেখে যাননি। মাওলানা মওদূদী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করেন। এর পূর্বে যদিও ইসলামী চিন্তাশীলদের বক্তব্যে ইসলামি রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থার উল্লেখ ছিলো কিন্তু তা ছিলো ইঙ্গিত মাত্র। তাদের লেখার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং সুস্পষ্ট চিত্র সংকলিত হয়নি। মাওলানা মওদূদী এ বিষয় তাঁর পক্ষ থেকে কোনো স্বতন্ত্র মতবাদ ও নতুন চিন্তাধারা পেশ করেননি। বরং চরম অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কুরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামি রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরে এ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক হিসেবে ইসলামি জগতে অমর হয়ে আছেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক মাওলানা মওদূদী

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পদ্ধতি বর্ণনাঃ মাওলানা মওদূদী বলেন, "ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন এমন সব লোকের যাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে বলে অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন, পৃথিবীর ধনভাণ্ডার হাতে এলেও যারা নিখাদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা না ঘুমিয়ে রাত কাটাবে। ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এমন একদল লোকের যারা কোনো দেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদ ধ্বংসসাধন, যুলুম-নির্যাতন, গুণ্ডামী-বদমায়েশী ও ব্যভিচারের ভয়ে ভীত হবে

না। বরং বিজিত দেশের সিপাহীরা ও মানুষেরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জান-মাল, ইজ্জতের ও নারীদের সতীত্বের হিফাজতকারীরূপে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এতোটা সুখ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হবে যে, তাদের সততা-সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক-চারিত্রিক উৎকর্ষ ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনের গোটা দুনিয়া তাদের প্রতি হবে আস্থাশীল। এই ধরনের এবং কেবল এই ধরনের লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র।"

অলৌকিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে না

মাওলানা মওদূদ বলেন- "অলৌকিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে না। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একটি আন্দোলন উত্থিত হওয়া অপরিহার্য, যার বুনিয়াদ নির্মিত হবে সেই জীবন দর্শন, জীবনোদ্দেশ্য, সেই নৈতিক মানদণ্ড ও সেই চারিত্রিক আদর্শের ওপর যা হবে ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল। তিনি বলেন- কেবল সেই সব লোকই এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হবার যোগ্য যারা এই বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবেন এবং সেই সাথে সমাজে অনুরূপ মন-মানসিকতা ও নৈতিক প্রাণশক্তি প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।"

ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ও শাসন

মাওলানা মওদূদী বলেন– "ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। এই রাষ্ট্রে আল্লাহর শাসন কায়েম হয়, আল্লাহর আইন চালু হয়। এই রাষ্ট্রে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে কাজ করে। এ রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাই ইবাদাত ও তাকওয়ার পবিত্র ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়। শাসক ও শাসিত উভয়েই সমানভাবে অনুভব করে যে, তারা আল্লাহর হুকুমাতের অধীনে জীবন যাপন করছে এবং তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। এই রাষ্ট্রের করদাতা মনে করে যে সে আল্লাহকেই কর দিচ্ছে। করগ্রহীতা মনে করে যে সে আমানতদার মাত্র। একজন সিপাই থেকে শুরু করে বিচারপতি পর্যন্ত সকলেই সেই মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালন করে, যে মনোভাব নিয়ে তারা সালাত আদায় করে। এই রাষ্ট্রের গণপ্রতিনিধি নির্বাচনের সময় তাদের তাকওয়া, আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা ও অন্যান্য মহৎ গুণ সন্ধান করা হয়। ফলে উন্নত নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিরাই নেতৃত্ব লাভ করে দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হন।"

আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অপরিহার্যতা প্রমাণ

মাওলানা মওদূদী আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অপরিহার্যতা বর্ণনা করে ৪টি বক্তব্য পেশ করেন। প্রথমত তিনি বলেন- "সমাজকে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার জন্য তৈরি করাই যদি আপনাদের

সমাজ সংশোধনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভোটারদেরকে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তৈরি করার কাজটি সেই প্রচেষ্টার কর্মসীমার বাইরের বিষয় হয় কিভাবে? আর এই কাজটি না করলে সমাজ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নেতৃত্বকে অপসারিত করে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যোগ্য হবে-এটাই বা কি করে সম্ভব? ইসলামি জীবন বিধানের সাথে তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকাজ্ক্ষা তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। সৎ ও অসৎ নেতৃত্বের পার্থক্য তাদের বুঝাতে হবে। দেশের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের দায়িত্ব যে তাদের ওপর ন্যস্ত, এই চেতনা তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। তারা যাতে অর্থের বিনিময়ে ভোট বিক্রি না করে, কারো হুমকিতে বিবেকের বিরুদ্ধে কাউকে ভোট না দেয়, কোনো ধোঁকাবাজের দ্বারা প্রতারিত না হয় অথবা দুর্নীতি দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘরে বসে না থাকে– অন্তত অতোটুকু নৈতিক শক্তি ও বিচারবুদ্ধি তাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এই কাজটুকু আমরা করতে চাই। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ভাবতে পারেন যে দেশের ভোটারদেকে এইভাবে তৈরি না করেই নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।"

দ্বিতীয়ত: তিনি বলেন- "লোকদের ঈমানদার, নামাজী, পরহেযগার ও সংশোধনকামী হওয়া এক কথা, আর ফায়সালার সময় বিদ্বেষ, প্রলোভন, ভয়-ভীতি ও প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে কার্যত ইসলামি জীবন ব্যবস্থার পাল্লাকে ভারী করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া ভিন্ন কথা।

প্রথম ধরনের সংশোধনের কাজ যতো খুশি যতো বেশি করতে চান তো করতে থাকুন। কিন্তু কতজন লোক প্রকৃতপক্ষে এই চূড়ান্ত পর্যায়ের সংশোধনকে কবুল করেছে তা শুধু ফায়সালার সময় তথা নির্বাচনের মওসুমে জানা যাবে। এ এক ধরনের আদমশুমারি। সমাজে কয়জন ভোট বিক্রয়কারী রয়েছে, কয়জন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, কয়জন বিদ্বেষে লিপ্ত, কয়জন ইসলাম বিরোধী মতবাদ দ্বারা প্রতারিত, কি পরিমাণ দুর্নীতি এখানে প্রচলিত এবং তাদের কয়জন ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহায়তার জন্য তৈরি হয়েছে-এর প্রতিটি বিষয়ই এই আদম শুমারি হিসেব করে বলে দেয়। এই মানদণ্ডের সম্মুখীন না হয়ে সমাজ সংশোধনের জন্য আপনাদের মেহনতের ফলে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আর কতটুকুই বা বাকি আছে-তা জানা যাবে আর কোন্ উপায়ে?"

তৃতীয়ত: তিনি বলেন- "আমি স্বীকার করি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম। এও স্বীকার করি যে ব্যর্থতার ফলে জনমনেও খারাপ প্রভাব পড়ে, আন্দোলনের সমর্থকরাও নিরুৎসাহিত হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নির্বাচন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য এটাকে সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত কারণ বলে আমি স্বীকার

করি না। ব্যর্থতার সেই কারণগুলো দেখানো হয়, নির্বাচনে অংশ না নিয়ে তার একটিও দূর করা যাবে না। নির্বাচন থেকে দূরে সরে থাকলে এই কারণগুলো হ্রাস পাওয়া তো দূরে থাক বরং আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এইগুলোর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ করে এইগুলোর মোকাবিলা করতে থাকা এবং এইগুলোর শিকড় উপড়ে ফেলা"

চতুর্থতঃ তিনি বলেন- "রাজনৈতিক দলগুলো সেইসব নির্বাচনী অস্ত্র ব্যবহার করে ও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সেইগুলো ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা, নির্ভীকতা ও বেপরোয়া ভাব দেখায় তা আপনাআপনি পরিত্যক্ত হবে বলে কি আপনারা মনে করেন? আপনারা কি মনে করেন যে এই লোকগুলো আপনাআপনি সাধু-সজ্জন হয়ে যাবে ও এইসব অস্ত্র ব্যবহার করতে লজ্জা পাবে? নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য আপনারা কি এমন একটি মুহূর্তের প্রত্যাশী যখন দুস্কৃতিকারীরা ময়দান থেকে আপনাআপনি সরে দাঁড়াবে, আর কেবল ভদ্রলোকদের সাথেই আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে? এই যদি আপনাদের আকাঙ্ক্ষা হয় এই শর্তগুরো পূর্ণ হলেই যদি আপনারা নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে চান, তবে আপনাদের এই আকাঙ্ক্ষা ও শর্তগুলো কবে পূর্ণ হবে তা আমি জানি না। নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য আপনারা যদি সত্যিই কিছু করতে চান তো এই 'নোংরা খেলায়' পবিত্রতার সাথে এগিয়ে আসুন, বৈধ পন্থায় তামাম অবৈধ অস্ত্রের মোকাবিলা করুন, জাল ভোটের মোকাবিলায় নির্ভেজাল ভোট দিন, অর্থের বিনিময়ে ভোট ক্রয়কারীদের মোকাবিলায় নীতি ও আদর্শের খাতিরে ভোটদাতাদের নিয়ে আসুন এবং ধোঁকা প্রতারণা ও মিথ্যার দ্বারা কাজ হাছিলকারীদের মোকাবিলায় ইস্পাত কঠিন ঈমানের পরিচয় দিন। এর ফলে একবার নয় দশবার পরাজয় বরণ করতে হলেও করুন। পরিবর্তন আনতে চাইলে একমাত্র এইভাবেই আনতে পারেন। এইভাবে কাজ করতে করতে এমন একসময় আসবে যখন সমস্ত অবৈধ অস্ত্র প্রয়োগ করেও দুস্কৃতিকারীরা পরাজিত হবে।"

তিনি আরো বলেন- একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য কোনো অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা শরিয়া সমর্থিত নয়।

আদর্শ প্রস্তাব এবং ইসলামি শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়ন

মাওলানা মওদূদী ইসলামি রাষ্ট্র বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় আদর্শ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যা ছিলো :

১. সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আর সরকার আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করবে।

১. ইমলামি শরিয়া হবে দেশের মৌলিক আইন।
২. ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইন পরিবর্তন করে ইসলামের সাথে সংগতিশীল আইনে পরিণত করতে হবে।
৪. ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে রাষ্ট্র শরিয়হর সীমা লঙ্ঘন করতে পারবে না।

এছাড়াও মাওলানা ইসলামি রাষ্ট্র বাস্তবায়নের জন্য ইসলামি শাসনতন্ত্রে মূলনীতি প্রণয়ন করেন। মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ :

১. দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।
২. দেশের আইন কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত হবে।
৩. রাষ্ট্র ইসলামি আদর্শ ও নীতিমালার ওপর সংস্থাপিত হবে।
৪. রাষ্ট্র মারুফ প্রতিষ্ঠা করবে ও মুনকার উচ্ছেদ করবে।
৫. মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য সম্পর্ক মজবুত করবে।
৬. রাষ্ট্র সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের গ্যারান্টি দিবে।
৭. শরিয়হর নিরিখে নাগরিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৮. আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না।
৯. স্বীকৃত মাযহাবগুলো আইনের আওতায় পূর্ণ দীনি স্বাধীনতা ভোগ করবে।
১০. অমুসলিম নাগরিকরা পার্সোনাল ল ও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।
১১. রাষ্ট্র শরিয়হ নির্ধারিত অমুসলিমদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করবে।
১২. রাষ্ট্রপ্রধান একজন মুসলিম প্রধান হবেন।
১৩. রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হবে।
১৪. রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ দানের জন্য একটি পরামর্শ সভা থাকবে।
১৫. রাষ্ট্রপ্রধান দেশের শাসনতন্ত্র সাসপেন্ড করতে পারবেন না।
১৬. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্রপ্রধানকে পদচ্যুত করা যাবে।
১৭. রাষ্ট্রপ্রধান তার কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকবেন এবং তিনি আইনের উর্ধ্বে হবেন না।
১৮. বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন হবে।
১৯. সরকারি ও প্রাইভেট সকল নাগরিক একই আইনের অধীন হবে।
২০. ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে।
২১. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একই দেশের বিভিন্ন ইউনিট বলে গণ্য হবে।
২২. কুরআন-হাদিসের পরিপন্থী শাসনতন্ত্রের যে কোনো ব্যাখ্যা বাতিল গণ্য হবে।

অনন্য গ্রন্থ 'খিলাফাত ও রাজতন্ত্র রচনা'

১৯৬৬ সনে মাওলানা তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'খিলাফাত ও রাজতন্ত্র' রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামের ধারণা, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর রসূলের মর্যাদা, খিলাফাতের তাৎপর্য, রাষ্ট্রের আনুগত্যের সীমা, শূরার

গুরুত্ব, উলুল আমরের গুণাবলী, শাসনতন্ত্রের মৌলনীতি, মৌলিক অধিকার, নাগরিকদের ওপর সরকারের অধিকার, ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, সকল মানুষের প্রতি আদল, সরকারের কর্তব্য ও জবাবদিহিতা, নেতৃত্বের পদপ্রার্থী হবার নিষিদ্ধতা, গণসমর্থনপুষ্ট সরকার, শূরাভিত্তিক শাসন, বায়তুলমাল একটি আমানত, আইনের শাসন, খিলাফাতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য, খিলাফাত থেকে রাজতন্ত্রে পরিবর্তন, খিলাফাত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থ ইসলামের রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নের জওয়াব সরবরাহ করেছে। আর দূর করেছে অনেক অস্পষ্টতা। ইসলামি রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে এই গ্রন্থ একটি মাইলস্টোন। "মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এসব মতবাদ ও চিন্তাধারার মাধ্যমে আধুনিক যুগে ইসলামি রাষ্ট্র বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।"

আধুনিক যুগে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক মাওলানা মওদূদী

অন্যান্য মতবাদ সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ইসলামি অর্থব্যবস্থার অপরিহার্যতা

মাওলানা মওদূদী বর্তমান দুনিয়ার প্রচলিত যাবতীয় অর্থনৈতিক মতবাদ তথা পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে মৌলিক আলোচনা পেশ করেছেন এবং তুলনামূলক ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের উল্লেখের মাধ্যমে আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের অন্ত:সারশূন্যতা এবং মানুষের প্রকৃত অর্থনৈতিক সমস্যার সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান যে একমাত্র ইসলামি অর্থব্যবস্থার ভিত্তিতেই সম্ভব তা তিনি স্বার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন।

ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ তুলে ধরা

মাওলানা ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ তুলে ধরে বলেন যে- "ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিস্বার্থ ও সমস্ত মানুষের সামগ্রিক স্বার্থ পরস্পর গভীরভাবে জড়িত। এজন্য উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা বর্তমান থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তি যদি সমাজ স্বার্থের বিপরীত চিন্তা করে জাতীয় ধন-সম্পদ নিজে কুক্ষিগত করে নেয় এবং এ সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা বা ব্যয় করার ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, তাতে কেবল সমাজ ও সমষ্টিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং মূলত শেষ পর্যন্ত এ ক্ষতি ব্যক্তিকেও প্রভাবিত করবে। একইভাবে সমাজ যদি সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়ে সমাজের লোকদের ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করে তবে কেবল ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং গোটা সমাজ এতে ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে বাধ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের

জন্য কাজ করবে, কিন্তু তা এমনভাবে করবে যেন তাতে অন্য লোকের একবিন্দু ক্ষতি সাধিত না হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যতোদূর অর্থোপার্জন করা সম্ভব তা নির্বিঘ্নে করবে; কিন্তু তার সম্পদে সে অন্য মানুষের অধিকারও স্বীকার করবে। এর ফলে কোনো এক স্থানে ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদান জমাট বাঁধতে ও স্থবির থাকতে পারে না এবং এর ফলে সমাজের প্রতিটি মানুষ এ সম্পদ হতে প্রয়োজনীয় অংশ লাভের সুযোগ পায়।"

ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলনীতি বর্ণনা

মাওলানা মওদূদী আধুনিক যুগে ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলনীতি তুলে ধরে এ ব্যবস্থার দিক-নির্দেশক হয়ে আছেন :

এক : অর্থোপার্জন উপায়ের মধ্যে জায়েয-নাজায়েযের পার্থক : মাওলানা এ প্রসঙ্গে বলেন- "অর্থোপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায়ে এক ব্যক্তির লাভ, অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ক্ষতি হয় তা নাজায়েয। আর যাতে মুনাফা ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ বাটোয়ারা হয় তা সবই বৈধ ও সঙ্গত।"

দুই : সম্পদ সঞ্চয়ে নিষেধ : এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- "যে ধন-সম্পদ উপার্জন করা হবে, তা সঞ্চয় করে পুঞ্জিকৃত করা যাবে না। কেননা তাতে সম্পদের আবর্তন রুদ্ধ হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদের বন্টন ও বিস্তারে অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়।"

তিন : ব্যয় বিনিয়োগের নির্দেশ : মাওলানা মওদূদী বলেন- "ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখার পরিবর্তে ইসলাম তা ব্যয় বিনিয়োগের নির্দেশ দেয়। তবে এ ব্যয় লালসা চরিতার্থ করার কাজে নয় বরং আল্লাহর পথে হওয়া শর্তাধীন।"

চার : যাকাত : মাওলানা বলেন- "ইসলাম কতিপয় আইন-কানুন পেশ করেছে। বদান্যতার অপূর্ব শিক্ষা ও উপদেশ সত্ত্বেও যারা বক্র স্বভাবের প্রভাবে পড়ে অর্থ লুণ্ঠন ও সম্পদ সঞ্চয় কাজে অধিক অভ্যস্ত হয়ে পড়বে অথবা কোনো না কোনোভাবে ধন-সম্পদ যাদের নিকট সঞ্চিত হবে। তাদের ধন হতে অন্তত একটি নির্দিষ্ট অংশ জনগণের কল্যাণ খাতে ব্যয় করার জন্য বের করা হবে। আর এ অংশটিই যাকাত।"

পাঁচ : মিরাসী আইন : "নিজের প্রয়োজন পূরণ, আল্লাহর পথে ব্যয় ও যাকাত আদায়ের পরও যে ধন-সম্পদ কোনো স্থানে পুঞ্জিকৃত হবে, তাকে বিক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত করার উদ্দেশ্যে ইসলাম একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছে। এটাই মিরাসী আইন হিসেবে পরিচিত।" –মাওলানা মওদূদী।

ছয় : গণীমাত বা বিজিত সম্পদ বণ্টন ।

সাত : মধ্যম নীতি অবলম্বনের নির্দেশ।

ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার মূলনীতি বর্ণনা

মাওলানা মওদূদী আধুনিক যুগে সামন্তবাদ ও পুঁবিাদের যাবতীয় দোষ-ক্রটি মূলোৎপাটন করে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে চারটি মূলনীতি পেশ করেন। যেমন :

১. স্বাধীন অবাধ অর্থব্যবস্থা-কয়েকটি আইনগত ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ ও সীমা নির্ধারণ সহকারে।
২. যাকাত ফরজ হওয়া।
৩. মিরাসী আইন।
৪. সুদ হারাম করা।

ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনায় অনবদ্য গ্রন্থ রচনা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.–

- ইসলামি অর্থনীতি
- অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামি সমাধান
- সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং
- কুরআনের অর্থনৈতিক নির্দেশনা
- ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ
- ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলনীতি
- জাতীয় মালিকানা ইত্যাদি।

এসব অনবদ্য গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে মাওলানা আধুনিক যুগেও যে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন সম্ভবপর তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং এসব বিজ্ঞানসম্মত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই মাওলানা মওদূদী আধুনিক যুগে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশক হয়ে আছেন।

ইতিকথা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন যুগ ও ইতিহাস স্রষ্টা এক ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের পাতায় এমন বিরাট মনীষীর উল্লেখ কমই পাওয়া যায়। প্রতিকূল পরিবেশে এক বিপ্লবের ডাক দিয়ে এ বিপ্লবে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। ইসলামি রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যেই জোয়ার তিনি সৃষ্টি করে গেছেন তা দুর্বার বেগে এগিয়ে চলছে সম্মুখ পানে।

মাওলানার জীবন প্রদীপ নিভে গেছে; মাওলানা মওদূদী মৃত্যুবরণ করলেও মৃত্যু ঘটেনি তাঁর চিন্তাধারার। এ মৃত্যুর পর এ দুনিয়ায় তাঁর এক অর্থবহ জীবন শুরু হয়েছে। এমন এক জীবন যেখানে দুনিয়াবাসী তাঁকে উপলব্ধি করবে।

◆◆◆

সঠিক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর "ইসলাম পরিচিতি ও ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা" বই-এর ভূমিকা

মুহাম্মদ হোছাইন
সানজিদা ফেরদৌস
মুহাম্মদ খিলাফাত হুসাইন
মুহাম্মদ ফরহাদ হুসাইন
মুহাম্মদ সাকের মাহমুদ

মুহাম্মদ হোছাইন

রচনাটি জমা দেয়ার সময়ঃ জুলাই ২০০৫ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ হোছাইন তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার আলিম শ্রেণীর মানবিক বিভাগের ফলপ্রার্থী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

বৃটিশ আধিপত্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মুসলমানগণ যখন ইসলামকে সংকীর্ণতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল; কুরআন ও সুন্নাহর আসল শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে যখন ইসলামের প্রাণহীন খোলস নিয়ে বাতিল শক্তির অধীনে জীবন যাপন করছিল; তখনই আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. (১৯০৩-১৯৭৯) পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ উপমহাদেশের ঘুমন্ত মুসলমানদের শ্রবনেন্দ্রিয়তে অনুরণিত করেছিলেন ইসলামের নির্ভেজাল মূলমন্ত্র। তিনি 'ইসলাম পরিচিতি' ও 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' বই দু'টির মাধ্যমে ইসলামের সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন রূপকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। "Political Thought of Abul A'la Mawdudi" গ্রন্থে প্রফেসর গোলাম আযম বলেছেন- "According to his deep studies about Islam he considers Islam as a complete code of life as demonstrated practically in the life of the Prophet of Islam, Muhammad (PBUH)।"

ইসলাম পরিচিতি (১৯৩২)

'রিসালাতে দীনিয়াত' বা 'ইসলাম পরিচিতি' মাওলানা মওদূদী রহ.-এর একটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। বইটিতে মাওলানা তাঁর সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলাম, ঈমান, নবুয়াত, দীন ও শরিয়ত এবং শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন।

১৯৩২ সালে 'তর্জমানুল কুরআন'-এর প্রথম সংখ্যার তৃতীয় পৃষ্ঠায় মাওলানা বলেন- "ইসলামকে তার প্রকৃত আলোকে পেশ করতে হবে; যে আলোকে কুরআন ও হাদিস তাকে পেশ করেছেন।"

বইটিতে মাওলানা মওদূদী রহ. অত্যন্ত সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় ইসলাম ও কুফরের তাৎপর্য, এবং ইসলামের কল্যাণ ও কুফরের অনিষ্টকারিতা আমাদের

সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন- "ইসলাম কোনো জাতি বা দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল যুগে, সকল জাতির মধ্যে ও সকল দেশে যেসব আল্লাহ পরস্ত ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ অতীত হয়ে গেছেন, তাদের ধর্ম ও আদর্শ ছিলো ইসলাম।" কবি নজরুল যথার্থই বলেছেন–

"ইসলাম সে তো পরশ মানিক,
তারে কে পেয়েছে খুঁজি।
পরশে তাহার সোনা হলো যারা,
তাদেরই মোরা বুঝি।"

আল্লামা ইকবাল বলেছেন- "থাকে যদি আজ তোমাদের মাঝে ইব্রাহিমের সেই ঈমান, এ আগুন তবে হবে আবার স্নিগ্ধ-শীতল ফুলবাগান।" (জওয়াবে শিকওয়া)

মাওলানা মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাফল্য নির্ভর করে ঈমানের উপর। ঈমানের জন্য প্রয়োজন ইসলামের সঠিক জ্ঞান। আর জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হলো علم الوحي। ঈমান ও আনুগত্যের দিক দিয়ে বিচার করে তিনি (মওদূদী) গোটা মানবজাতিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

যথাঃ ক. সত্যিকার ঈমানদার, খ. দুর্বল ঈমানদার, গ. মুনাফিক, ঘ. মুশরিক।

মাওলানা মওদুদী তাঁর বইতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. পয়গম্বরের পরিচয়

যুগে যুগে পথহারা মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করার জন্য মহান আল্লাহ অসংখ্য পয়গম্বর দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এমন কোনো দেশ নেই যেখানে কোনো নবী আসেননি। তাদের সকলের ধর্ম ছিলো এক ও অভিন্ন।

২. খতমে নবুয়াত

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সা.। তাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত আজও আমাদের মাঝে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। যে কুরআন তিনি দিয়ে গেছেন তার একটি নোকতা, হরফ এবং যের-যবরে মধ্যে পার্থক্য হয়নি কোথাও।

এতেই প্রমাণিত হয় তাঁর পরে আর কোনো নবীর প্রয়োজন নেই।

৩. ঈমানের বিবরণ

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

এখানে ঈমানের প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ক. **আল্লাহর প্রতি ঈমানঃ** لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ এটি হচ্ছে ইসলামের কেন্দ্র ও মূল এবং সকল শক্তির উৎস। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বাদ দিলে ইসলামে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

খ. **ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানঃ** এর ফলে তাওহীদের বিশ্বাস শিরকের যাবতীয় বিপদ সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে।

গ. **আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানঃ** পবিত্র কুরআনসহ ১০৪টি আসমানী কিতাবের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে।

ঘ. **রসূলগণের প্রতি ঈমানঃ** আল্লাহতাআলা দুনিয়াতে ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রসূল পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের সকলের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

ঙ. **আখিরাতের প্রতি ঈমানঃ** একদিন সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সকলকে মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে পার্থিব জীবনের সকল হিসেব দিতে হবে।

৪. ইবাদাত

ইবাদাত অর্থ বন্দেগী, দাসত্ব বা গোলামী। মানুষ আল্লাহর বান্দাহ বা গোলাম। আর আল্লাহ মানুষের معبود বা উপাস্য। বান্দাহ তার মা'বুদএর আনুগত্যের জন্য যা কিছু করে থাকে তাই হচ্ছে ইবাদাত। আল্লাহতাআলা পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ (সূরা যারিয়াত-৫৫)

৫. দীন ও শরিয়ত

দীন অর্থ আনুগত্য, গোলামী বা দাসত্ব। আর শরিয়ত অর্থ-আইন পথ, নিয়ম ইত্যাদি। সকল নবী-রসূলদের দীন এক ও অভিন্ন। কিন্তু শরিয়তের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য ছিলো। দীন ও শরিয়তের মধ্যে পার্থক্য না বুঝার কারণেই সমগ্র মুসলিম উম্মাহ আজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত। তাদের একজনের মন অন্যজনের প্রতি বিষাক্ত ও শ্রদ্ধাহীন। তাইতো আল্লামা ইকবাল আফসোস করে বলেছেন–

"এক তোমাদের আল্লাহ এবং এক তোমাদের আল-কুরআন,
আফসোস হায় তবুও কেন এক নহে সব মুসলমান?
তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা, হাজার দল ও হাজার মত;
এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কভু মুক্তিপথ?"

(জওয়াবে শিকওয়া)

শরিয়তের বিধি-বিধানঃ রসূল সা.বলেছেন- "ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই।" মাওলানা মওদূদী রহ. কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য যুক্তি দ্বারা একথাই প্রমাণ করেছেন যে-দুনিয়াকে বর্জন করে উপবাস ও বিবস্ত্র হয়ে পাহাড়-জঙ্গলে জীবন অতিবাহিত করাকে ইসলাম কখনও স্বীকৃতি দেয় না।" তিনি বলেন, ৪ প্রকার অধিকার নিয়েই শরিয়তের বিধান-সেগুলো হলো-

ক. আল্লাহর অধিকার।

খ. মানুষের নিজস্ব দেহ ও মনের অধিকার।

গ. আল্লাহর অন্যান্য বান্দাহর অধিকার।

ঘ. আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার।

মূলত: 'ইসলাম পরিচিতি' বইটির মাধ্যমে মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তি, হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা ইসলামের সুন্দর ও উজ্জ্বল আবরণের উপর জমে উঠা ধূলাবালি ও আবর্জনা পরিষ্কার করে ইসলামকে পুনরায় আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছেন।

ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা (১৯৩৭-৩৮)

"ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা" বা 'খোতবাত' গ্রন্থে মাওলানা মওদূদী রহ. আজকের দিনের কেবলমাত্র জন্মসূত্রে পরিচয়প্রাপ্ত মুসলমানদের দুর্দশার কারণ নির্দেশ করে ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়সমূহ যেমন-ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদের অন্তর্নিহিত সৌকর্য তুলে ধরার প্রয়াস পান।

১. ঈমানের হাকীকত

মাওলানা বলেন- "মায়ের গর্ভ হতেই মুসলমান হয়ে কেউ জন্মে না, বরং ইসলাম গ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায়। আরবী ভাষায় কয়েকটি শব্দ না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই কি মুসলমান হওয়া যাবে? ইসলামকে না জেনে কেউ মুসলমান হতে পারে না। মূর্খতা নিয়ে মুসলমান হওয়া বা মুসলমান থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।"

২. মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য

ইসলাম কোনো জাতি, বংশ বা সম্প্রদায়ের নাম নয় মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় দু'টি জিনিসের ভিত্তিতে। প্রথমত: ইসলম বা জ্ঞান, দ্বিতীয়ত : আমল বা কাজ। আল্লামা ইকবাল কতই না সুন্দর বলেছেন–

"চলন তোমার খৃস্টানী, আর হিন্দুয়ানী সে তমদ্দুন,
ইহুদী ও আজ শরম পাইবে, দেখিলে তোমার এসব গুণ!
হতে পারো তুমি সৈয়দ, মীর্জা, হতে পারো তুমি সে আফগান,

সব কিছু হও; কিন্তু শুধাই : বলতো, তুমি কি মুসলমান?"
(জওয়াবে শিকওয়া)

৩. Al-Quran is the key of all success

রসূল সা.বলেছেন- "আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কুরআন এবং অপরটি আমার সুন্নত (হাদিস)।"

ডঃ মরিস বুকাইলি বলেছেন- "Al-Quran is the followable book of history, law, leterature, economics and political science."

পবিত্র কুরআন সৌভাগ্য ও স্বার্থকতা লাভের একমাত্র উৎস। এর দ্বারাই দুনিয়ার বাদশাহী এবং সারা জাহানের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করা যায়। কিন্তু আল্লাহর কিতাব ধারণ করে থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা আজ দুনিয়ার সবচেয়ে লাঞ্ছিত, পদদলিত, পরাধীন ও শক্তিহীন জাতি। সুতরাং নিঃসন্দেহে মনে করতে হবে আমরা আল্লাহর কিতাবের উপর যুলুম করেছি।

ইকবালের ভাষায়–

"মুসলমানদের তরেই তখন সে যুগ করিত গর্ববোধ,
কুরআন ছাড়িয়া এখন হয়েছে যুগ-কলঙ্ক হায় অবোধ।"
(জওয়াবে শিকওয়া)

কালিমায়ে তাইয়েবাহ-এর অর্থ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّٰهُ এখানে إِلَٰهٌ শব্দটির অর্থ বিধানদাতা ও মালিক। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আমাদের মনিব, মালিক ও আইন রচনাকারী আর কেউ নেই। যে ব্যক্তি কালিমায়ে তাইয়েবাহ-এর প্রতি ঈমান আনবে এবং সেই আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালনা করবে; আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি তার সাহায্যে নিযুক্ত হবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি কালিমায়ে খাবীসাকে বিশ্বাস করবে আল্লাহতাআলা তার সকল আয়োজন ও চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবেন।

৪. ইসলামের হাকীকত

মুসলমান কাকে বলে : খাঁটি মুসলমান সেই, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাস নয় এবং রসূল সা.ছাড়া অন্য কারও অনুসরণ করে না এবং যে সকল প্রকার দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বিদ্রোহী কবির ভাষায়–

"মুসলিম আমি, সংগ্রামী আমি,
আমি চির রণবীর

আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানি না
নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর"
(নজরুল ইসলাম)

৫. ঈমানের পরীক্ষা

জীবনের প্রত্যেক কাজেই মানুষের সামনে দু'টি পথ খোলা রয়েছে। একটি ইসলামের পথ, অন্যটি শয়তানের পথ। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি দুনিয়ার মানব রচিত সকল মতবাদকে পদাঘাত করে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথানত করে দেয়, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই ইসলামের পথে রয়েছে।

৬. ইসলামের নির্ভুল মানদণ্ড

মানুষের জীবন-মৃত্যু, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব, আনুগত্য, দাসত্ব ও গোটা জীবনের কর্মধারাকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছে না অপর কারও জন্য? আল্লাহর দরবারে ঠিক এ মাপকাঠিতেই মানুষকে যাচাই করা হবে।

৭. নামায- রোযার হাকীকত

নামায : মুসলমান প্রকৃতপক্ষে মুসলমান কিনা এবং বাস্তব কর্মজীবনে সে আল্লাহর হুকুম পালন করতে প্রস্তুত কিনা, এর বাস্তব পরীক্ষা নেয়ার জন্য ইসলামের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা-

أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (বাকারা-৪৫)

পবিত্র কুরআনের বাণী- "নিশ্চয় নামায মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত-৪৫) এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার পরও যদি কারও চরিত্র ঠিক না হয় এবং কেউ যদি পাপ কাজ থেকে বিরত না থাকে; তাহলে বুঝতে হবে তার নামায সঠিক নয়।

মাওলানা মওদূদী রহ. বলেছেন- "বর্তমান যুগে নামায পড়ার পরও মুসলমানরা এতো লাঞ্ছিত ও দুর্বল কেন? তাদের চরিত্র উন্নত হচ্ছে না কেন? এর একমাত্র কারণ মুসলমানগণ সেভাবে নামায পড়ে না, যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা.পড়তে আদেশ করেছেন।

৮. রোযা

রোযার মূল উদ্দেশ্য: রোযার মূল উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘ একমাস প্রশিক্ষণের পর যে ধৈর্য ও তাকওয়া অর্জিত হয় সে অনুযায়ী সারা বছর অতিবাহিত করা। রসূল সা. বলেছেন– "উদ্দেশ্য না জেনে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকায় কোনো স্বার্থকতা নেই।"

রোযা ও আত্মসংযম : মানুষের নফস ও দেহের মধ্যে ৩টি দাবিই প্রধান। যথা : (ক) ক্ষুন্নিবৃত্তির দাবি, (খ) যৌন আবেগের দাবি, (গ) শান্তি ও বিশ্রাম গ্রহণের দাবি। রোযা মানুষের এই তিনটি বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে সর্বোত্তম সংযমের শিক্ষা দেয়। তাইতো রসূল সা.বলেছেন 'রোযা ঢাল স্বরূপ।'

৯. যাকাতের হাকীকত

أَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَأتُوْا الزَّكَاةَ (সূরা বাকারা : ৪৩)

নামাযের পর ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। যাকাত আদায়ে ব্যক্তির সম্পদ পবিত্র হয় ও বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার দিল নাপাক আর সেই সাথে তার সঞ্চিত সম্পদও নাপাক। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কেননা পবিত্র কুরআনের ঘোষণা :

وَوَيْلٌ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ (সূরা রুম : ৩)

যাকাত ইসলামের একটি রুকন। এটাকে প্রচলিত সরকারি ট্যাক্সের মতো মনে করা মারাত্মক ভুল। কারণ এটা ইসলামের প্রাণ বা জীবনী শক্তি। ডঃ মুহসীন খান বলেন- "Zakat is the major economic means for establishings social justic."

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

অর্থ: অবশ্যই যাকাত তারা পাবে যারা ১. ফকির ২. মিসকিন ৩. যাকাত আদায় ও বন্টনে নিয়োজিত কর্মচারী ৪. মুয়াল্লাফাতু কুলুব ৫. দাস ৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ৭. আল্লাহর রাস্তায় ৮. মুসাফির। (তাওবা : ৬০)

উপরোক্ত ৮টি খাত ব্যতীত অন্য কোথাও যাকাত দেয়া যাবে না এবং দিলে তা আদায় হবে না।

১০. হজ্জের হাকীকত

وَأَذِّنْ فِيْ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ (সূরা হজ্জ : ২৭)

হযরত ইব্রাহিম আ. ও ঈসমাইল আ.-এর স্মৃতি বিজড়িত হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকন এবং ইসলামি বিশ্বের পুনর্জাগরণের ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষার এক স্থায়ী ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে বিশ্বের মুসলমানরা ঐক্যের শপথ নেয়। কিন্তু প্রতি

বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে গমন করার পরও তাদের নৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কোনো এক কবি সত্যিই বলেছিলেন–

"যদিও ঈসার গাধা যায় মক্কাভূমি,
হেথায়ও সে থাকবে গাধা, জেনে রাখ তুমি।"

১১. জিহাদের হাকীকত

মাওলানা মওদূদী রহ. বলেন-"মানুষের উপর থেকে গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব বিদূরিত করে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করাই জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজেই আজ মানব রচিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতির গোড়াতেই সর্বাত্মক আঘাত হানতে হবে।"

আল্লাহর জমিনে তাঁর মনোনীত দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ সাধনা ও সংগ্রাম করতে হবে। হয় ইসলাম কায়েম হবে, অন্যথায় এই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থেকে জীবন দান করতে হবে।

মূলতঃ 'খোতবাত' গ্রন্থে মাওলানা মওদূদী রহ. চমৎকার ভাষায় এবং আধুনিক মনের উপযোগী যুক্তি দিয়ে সংক্ষেপ ও ধারাবাহিকভাবে ইসলামের মৌলিক বিধানাবলী পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই জন্যই সাইয়েদ কুতুব শহীদ মাওলানাকে 'যুগের ইমাম' উপাধি দিয়েছেন।

উপসংহার

'ইসলাম পরিচিতি' ও 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' বই দু'টিতে মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামের যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছেন তা কোটি কোটি মানুষের জীবনে বিপ্লব এনে দিয়েছে। তাঁদের মনের ও চিন্তার দুনিয়া বদলে গেছে এবং সারাবিশ্বে ইসলামের এক নবজাগরণ এসেছে। যতদিন দুনিয়া থাকবে ততদিন তা ইসলামি বিশ্বকে আলো বিতরণ করতে থাকবে।

◆◆◆

সানজিদা ফেরদৌস

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুলাই ২০০৫ ঈসায়ী। এ সময় সানজিদা ফেরদৌস তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার (মহিলা শাখা)-এর আলিম ২য় বর্ষের সাধারণ বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ছিলেন ইসলামি জীবন ও আন্দোলনের ইতিহাসে এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। বিংশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশে তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম জনসম্প্রদায়ের জাতিগত ঐক্য সাধনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী এক অবিসংবাদিত নেতা। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এ মজলুম ব্যক্তিত্ব ছিলেন বিপ্লবী সিপাহসালার ও সাহসী সৈনিক।

তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় একদিকে কঠোর শ্রম সাধনায়, অগাধ জ্ঞান ও গবেষণায় এবং অপরদিকে বিশ্বমানবতার কাছে দীন ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে উপস্থাপনায়। তাঁর দাওয়াত ছিলো ইসলামেরই ছাঁচে গোটা জীবন গড়ে তোলার, বাতিল ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার করে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রাম করার।

আলোচ্য আলেখ্যে আমরা 'ইসলাম পরিচিতি' ও 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে সঠিক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী যে ভূমিকা রেখেছেন তা আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

গ্রন্থ-১: ইসলাম পরিচিতি

মাওলানা মওদূদীর রহ. সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'রিসালায়ে দীনিয়াত' গ্রন্থটির বাংলায় অনূদিত নাম হচ্ছে 'ইসলাম পরিচিতি' যেটি প্রকাশ করেছে আধুনিক প্রকাশনী। গ্রন্থটিতে ইসলাম, ঈমান ও আনুগত্য, নবুয়াত, ঈমানের বিবরণ, ইবাদত, দ্বীন ও শরিয়ত এবং শরিয়তের বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইসলাম

সৌরজগতের বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সবকিছু এক মহান স্রষ্টার অধীনে চলছে। কিন্তু, আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও কর্মের স্বাধীনতা। তাই যারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে

একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করবে তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যের অধিকারী হবে।

Allah says in the holy Quran: "Any one who believe in Allah and the last Day, and work righteousness, shall have their reward with their Lord on them shall be no fear, nor shall they grieve". (Al-Baqarah: 62.)

আর যারা আল্লাহর আনুগত্য না করে অন্য কারো আনুগত্য করবে, তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই লাঞ্ছিত, উপমানিত ও পদদলিত হবে।

ঈমান ও আনুগত্য

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণরাজি, তাঁর মনোনীত জীবন পদ্ধতি এবং আখেরাতের সুকৃতির প্রতিদান ও দুস্কৃতির প্রতিফল সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানার্জন। আল্লাহর প্রেরিত নবী-রসূলগণের মাধ্যমেই এ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। যেমন আল্লাহ্ তাঁর সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-কে লক্ষ্য করে বলেন :

For Allah hath sent down To thee the Book and wisdom and taught thee what thou knewest not (before): and great is the grace of Allah unto thee. *(An-Nissa: 113)*

নবুয়াত

যেহেতু, হযরত মুহাম্মাদ সা.-ই হচ্ছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তাই তাঁর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূলের জন্য প্রবর্তিত শরিয়ত প্রত্যাহার করে, তাঁর নবুয়াতের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর প্রতি প্রত্যয়ের ভিত্তিতে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা মেনে চলা এবং তাঁর সকল হুকুমকে আল্লাহর হুকুম মনে করে তাঁর আনুগত্য করাই হচ্ছে 'ইসলাম'। আল্লাহ বলেন–

"To those who believe in Allah and His messengers and make no distinction between any of the messengers, We shall soon give their (due) rewards". *(An-Nissa:152)*

ঈমানের বিবরণ

হযরত মুহাম্মদ সা. পাঁচটি বিষয়ের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. আল্লাহর উপর।
২. আল্লাহর ফেরেশতাগণের উপর।
৩. কিতাবসমূহের উপর। (আল্লাহর)।
৪. আল্লাহর নবী-রসূলের উপর।
৫. আখেরাতের জীবনের উপর।

১৩—

এ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য।

ইবাদাত

এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বলতে চেয়েছেন যে, শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত করার নামই ইবাদাত নয়। বরং জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার নামই হচ্ছে 'ইবাদাত'।

Allah says in holy Quran : "O ye who believe! Fear Allah as He should be feared, and die not except in a state of Islam". *(Al-i-Imran:102)*

দীন, শরিয়ত ও শরিয়তের বিধি-বিধান

কুরআনের নির্ধারিত পথকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তদানুযায়ী কাজ করার নাম 'দীন'। আর শরিয়ত বলা হয় যাতে সকল মানুষের ইবাদাতের পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, পারস্পরিক আদান-প্রদান সংক্রান্ত আইন-কানুন প্রভৃতি একসাথে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মূলতঃ আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্যই শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানার্জন করতে হবে।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, মাওলানা মওদূদী এ বইতে একথাই প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের পার্থিব জীবনকে সুন্দর সুশৃংখল ও শান্তিময় করার জন্যই আল্লাহপাক একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান দান করেছেন। ইসলাম যে মানুষকে সংসারত্যাগী বানাতে আসেনি বরং সঠিকভাবে পার্থিব জীবন যাপনের পথই দেখাতে এসেছে সে কথা তিনি কুরআন ও সুন্নাহর বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

গ্রন্থ-২ : ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা

আধুনিক প্রকাশিনী থেকে প্রকাশিত 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' গ্রন্থটি মাওলানা মওদূদীর 'খুতবাত' গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় হলোঃ

ঈমানের হাকীকত

প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য প্রয়োজন ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানার্জন এবং তদানুযায়ী কাজ করা। আল্লাহ বলেন :

"Are those equal, those who know and those who do not know?" *(Az- Zumar: 9)*

আর মুসলমানদের বিপরীতে অবস্থান করছে কাফেররা। অর্থাৎ, যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে। আল্লাহ কাফেরদের সম্পর্কে বলেন :

"Any who denieth Allah, His angels, His Books, His Messengers, and the Day of judgement, hath gone far, far astray". *(An-Nissa:136.)*
কিন্তু, বর্তমান যুগের মুসলমানদের কার্যকলাপ অনেকাংশে কাফেরদের মতো হওয়ার কারণে তারা বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত, অপমাণিত ও পদদলিত হচ্ছে।

ইসলামের হাকীকত

প্রবৃত্তির অনুসরণ, বাপ-দাদার কুসংস্কার, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও লোকদের আনুগত্য না করে শুধুমাত্র নিজের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করাই হচ্ছে ঈমানের পূর্ণতা। আল্লাহ্ বলেন :

"Do they seek for other than the Religion of Allah? while all creatures in the heavens and on earth have, willing or unwilling, bowed to His Will (Accepted Islam) and to Him shall they all be brought back." *(Al-i-Imran: 8)*

নামায ও রোযার হাকীকত

আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারে জামায়াতের সাথে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায বুঝে-শুনে ও হৃদয়ঙ্গম করে করলেই সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও পাপকার্য থেকে বিরত থাকা সম্ভব। আল্লাহ্ বলেন :

"Recite what is sent of the Book by inspiration to thee, and establish regular prayer restrains from shameful and evil deeds". *(Al-AnKabut: 45)*

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় পাপকার্য থেকে বিরত থাকার নাম রোযা। নবী করীম সা. এরশাদ করেন :

"ঈমান ও এহ্‌তেসাবের সাথে যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তাঁর অতীতের গুনাহ-অপরাধ মাফ করে দেয়া হবে।"

যাকাতের হাকীকত

কৃপণতা ও মনের সংকীর্ণতা দূর করে উদার হস্তে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁরই নির্দেশিত পন্থায় নিজের ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব-মিসকিন ও অভাবী লোকদের মাঝে বণ্টন করার নাম যাকাত। যাকাত অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

"There are those who hoard gold and silver and spend it not in rhe way of Allah announce unto them a most grievous

chastisment on the Day when it will be heated in the fire of Hell and wilt it will be branded their fareheads, their flanks, and their backs, "this is the (treasure) which ye hoarded for yourselves: tast ye, then, the (treasures) ye hoarded" *(At- Taub : 34-35)*

হজ্জের হাকীকত

"Allah says in the holy Quran; The first House (of worship) appointed for men was that at Makka: full of blessing and of guidance for all the worlds. In it are Signs Manifest, The Station of Abraham whoever enters it attains security". *(Al-i-Imran:96-97)*

বিশ্ব ইসলামি আন্দোলন যেন শ্লথ না হয়ে যায় এজন্য সামর্থবান লোকদের উপর হজ্জ ফরজ করা হয়েছে।

জিহাদের হাকীকত

মানব সমাজের সমস্ত বিপর্যয়ের মূল কারণ হচ্ছে মানুষের উপর আল্লাহদ্রোহী জড়বাদী ও নৈতিক চরিত্রহীন লোকদের নেতৃত্ব। তাই ভ্রান্ত নীতিতে স্থাপিত লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে বিচ্যুত করে সঠিক ও খাঁটি ইসলামি নীতির রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন :

Do you think that you would be left alone while "Allah has not yet known those among you who strive with might and main, and take none for friends and protectors except Allah, His Messenger, and the (community of) Believers"? *(At- Tauba:16)*

গ্রন্থকার কুরআন ও হাদিসের দলিল দিয়ে একথা প্রমাণ করেছেন যে, কালেমায়ে তাইয়েবা কোনো ধর্মীয় মন্ত্র নয়, বরং গোটা জীবনের জন্য নীতি নির্ধারক একটি সিদ্ধান্ত যার দ্বারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্য করার শপথ নেয়া হয়। তিনি একথাও প্রমাণ করেন যে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত মানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কতক ইবাদত নয়, বরং এসব বুনিয়াদী ইবাদাত গোটা জীবনের কর্মতৎপরতাকেই ইবাদাতে পরিণত করে। নামায, রোযা ও হজ্জ যাকাতের মাধ্যমে জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করাই আসল উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর খাঁটি গোলামের ভূমিকা যোগ্যতার সাথে পালন করতে পারে।

উপসংহার

ইসলাম অবশ্যই চিরন্তন জীবনাদর্শ। আর এই ইসলামকে প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে, মানবজাতিকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তোলার জন্য যুগে যুগে নবী-রসূল এসেছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সা. এর পরে আর কোনো নবী আসবেন না, কিন্তু এ ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার জন্য মুজাদ্দিদে যামানগণের আগমন হচ্ছে এবং হবে। মাওলানা মওদূদী এ ধারাবাহিকতারই এক সফল কাণ্ডারী।

তিনি তাঁর জীবদ্দশায় 'দায়ী ইলাল্লাহ' এর কাজ যেভাবে করে গেছেন, তাতে ইসলামের সঠিক চিন্তাধারা এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ মানুষের মাঝে বিকশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যুগের প্রয়োজনে তাই তিনি যুগশ্রেষ্ঠ রাহবার।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মাঝে উচ্চকিত করার ক্ষেত্রে 'ইসলাম পরিচিতি' ও 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' গ্রন্থ দু'টি উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ স্বার্থকতার রূপ পরিগ্রহণ করেছে। আর এ জন্যই তাঁকে সফলতম ব্যক্তি হিসেবে সহজেই আখ্যায়িত করা যায়।

◆◆◆

মুহাম্মদ খিলাফাত হুসাইন

রচনাটি সময় দেয়ার সময় : জুলাই ২০০৫ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ খিলাফাত হুসাইন তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার আলিম ২য় বর্ষের মানবিক বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

উনবিংশ শতকে মুসলমানগণ ইসলামকে ঘিরে নানাকরম গোমরাহী অন্ধ আনুগত্যের মধ্যে ডুবে ছিলো। তাদের সামনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশিত ছিলো না। অবশেষে তাদের মাঝে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ তুলে ধরেন বিংশ শতকের ইসলামি পুণর্জাগরণের নকীব মরহুম আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.। তিনি পবিত্র কুরআনের নীতি অনুসারে স্বচ্ছ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করলেন–

> "Islam is the complete, balanced and beneficial
> code of life."

তাইতো কবি কাজী নজরুল বলেছিলেন–

> "ইসলাম-সে-তো পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি,
> পরশে তাহার সোনা হ'ল যারা তাদেরেই মোরা বুঝি।"

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরতে মাওলানা মওদূদী

১৯৭৪ সালে লন্ডনে এক অনুষ্ঠানে ডঃ মুহাম্মদ কুতুব বলেছিলেন– "দুনিয়ার সব দেশে এবং সব যুগে কিছু ইসলামি চিন্তাবিদ জন্ম নেয়। এ শতাব্দীতে মাওলানা মওদূদীর চেয়ে বড় কোনো ইসলামি চিন্তাবিদ জন্ম নেয়নি। তিনি চমৎকার ভাষায়, আধুনিক, উপযোগী ও নির্ভরশীল যুক্তি দিয়ে সংক্ষেপে ও ধারাবাহিকভাবে ইসলামকে পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন।" তিনি যথার্থ ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন এই আয়াতের–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ

الْاِسْلَامَ دِيْنًا (সূরা মায়েদা :৩)

ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম কি? জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক সমাধান কি? এইসব প্রশ্ন সহ ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে মাওলানা

মওদূদী ১৯৩২ সালে 'রিসালায়ে দীনিয়াত' নামক বই রচনা করেন। যাতে করে শিক্ষিত জনগণ ইসলামকে সঠিক রূপে জানতে পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক যুগে ইসলামকে উপস্থাপনের পদ্ধতিও জানতে পারে। বইটি পরবর্তীতে 'ইসলাম পরিচিতি' নামে বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

ইসলামের অর্থ ও নামকরণ

ইসলাম অর্থ আনুগত্য ও বাধ্যতা। ইসলাম কোনো ব্যক্তির আবিষ্কার নয়। ইসলাম শব্দের অর্থের মধ্যেই আমরা একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাই। সেই গুণের প্রকাশই ইসলাম। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলেই এর নাম হয়েছে ইসলাম। মনীষী কারলাইল বলেছিলেন– "Islam means in its way denial of self, annihilation of self. This is yet the hightest wisdom that Heaven has reveald to our earth."

ইসলামের তাৎপর্য ও কল্যাণ

চন্দ্র, সূর্য, গাছপালা সহ যাবতীয় সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করে। আর মানুষের বেলায় রয়েছে চিন্তার অধিকার। তার জীবন চলার ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া বিধানকে যদি সে চিন্তার মাধ্যমে খুঁজে নিতে পারে তাহলে সে-ই আল্লাহর আনুগত্য করে। তবেই সে হয় মুসলমান। তখন মানুষ ইসলামের উৎস থেকে একটি ব্যাপক বিধানের সন্ধান লাভ করে, যার মাধ্যমে পারিবারিক জীবেরন খুঁটিনাটি ব্যাপার থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সমস্যাসহ জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও শাখার সুস্পষ্ট নির্দেশনা পেয়ে থাকে। তখন তারমধ্যে এমন কিছু গুণের সমাবেশ ঘটে যা দিয়ে সে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

কুফরের তাৎপর্য ও অপকারিতা

কুফর অর্থ ঢেকে রাখা, গোপন করা। এটি এক প্রকার জুলুম এবং অকৃতজ্ঞতা। মানুষের প্রতিটি অংগ ইসলামি স্বভাবের কাজ করছে। আর সে ব্যক্তি প্রকৃতির বিপরীত মুখী হয়ে চলার চেষ্টা করছে। পরকালে তার প্রতিটি অঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে এবং সেদিন আল্লাহ অন্যায়ের প্রতিকারে বিদ্রোহীকে দিবেন অপমানকর শাস্তি।

ঈমান ও আনুগত্য

মানুষ ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য করতে পারেনা, যতোক্ষণ না সে কতোগুলো বিশেষ জ্ঞান লাভ করে এবং সে জ্ঞান প্রত্যয়ের সীমানায় পৌছে। মানুষকে জানতে হবে আল্লাহর গুণরাজি সম্পর্কে, তার ইচ্ছানুযায়ী চলার পথ

সম্পর্কে, আখেরাত ও তার আনুগত্য না করার পরিণাম সম্পর্কে। তাই বোঝা যায় কোনো বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের জন্য তার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে যেমন জ্ঞান থাকা অপরিহার্য তেনি সে জ্ঞান প্রত্যয়ের সীমানায় পৌঁছা চাই। আল্লামা ইকবালের ভাষায়–

"থাকে যদি আজ তোমাদের মাঝে ইব্রাহীমের সেই ঈমান,
এ-আগুন তবে হইবে সাবার স্নিগ্দ-শীতল ফুলবাগান।"

ঈমানের পরিচয়

ঈমান অর্থ জানা এবং মেনে নেয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ, গুণরাজি, তার বিধান, পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে জানে এবং দিনের মধ্যেই তৎসম্পর্কে প্রত্যয় পোষণ করে তাকে মুমিন বলা হয়। ঈমানের ফল হচ্ছে এই যে, মানুষকে মুসলমান তথা আল্লাহর আনুগত্যও অজ্ঞাবহ করে তোলে। একজন মুমিনকে নিচের বিষয়াবলীতে ঈমান আনতে হয়।

নবুয়াত

প্রত্যেক জাতিকে তার দীন, আখলাক ও শরিয়তের বিধিমালা শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ একদল লোক নিয়োগ করেছেন। তাদের চলার পথ হিসেবে তাদের দান করেছেন ওহী। যাকে আমরা নবুয়াত বলে থাকি। আর যে সকল বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছেন তাদেরকে পয়গাম্বর বলে থাকি। আল্লাহ প্রত্যেক জাতির জন্য পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন।

মুহাম্মদ সা.-এর নবুয়াত

কবির ভাষায়–

"সিয়া জুলমতে সেদিন ধরণী হয়েছিল ভরপুর,
হেনকালে এলে আখেরী নবী তুমি জান্নাতি নূর।"

যে দিন মানব জাতি অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তাদের চোখের সামনে কোনো পথের দিশা ছিলো না। নৈতিকতা ও ধর্মীয় কোনো মূল্যবোধ ছিলোনা এবং গোমরাহী ও মূর্খতার মধ্যে লিপ্ত ছিলো। ঠিক তখনি আগমন করলেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা.। আল্লাহ তাকে ইসলাম শিখানো এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানকে মানবতার সামনে তুলে ধরতে নিয়োগ করলেন। হেরা পর্বতের গুহা থেকে এই সত্যের আলো ছড়িয়ে মানব সমাজে বড় একটি বিপ্লব সাধন করলেন। তিনি যে বাণী মানুষকে শুনালেন, তা এমন উচ্চ-সাবলীল, ভাষা ও সাহিত্যের মানদণ্ডে এতোই উচ্চাঙ্গের যে, তার আগে এমন অলংকার পূর্ণ কথা আর কেউ বলেনি।

খতমে নবুয়াতের প্রমাণ

মুহাম্মাদ সা. 'খতামুন্নাবীয়ীন' যার ভিতর দিয়েই নবুয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তারপর আর নবীর প্রয়োজন হবেনা। কারণ – এক. তার শিক্ষা ও হেদায়েত আজো জীবন্ত ও অফুরন্ত। দুই. তিনি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিন. তিনি মানব জাতির জন্যে যে শিক্ষা রেখেছেন তাই যথেষ্ট। তাই নতুন নবীর প্রয়োজন নেই বরং প্রয়োজন এমন কিছু লোকের যারা তার শিক্ষাকে উপলব্ধি করবেন, আমল করবেন এবং তদনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। আল্লামা ইকবালের ভাষায়–

"এখনো তোমার বাকি আছে কাজ ফুরসাৎ নাই বিশ্রামের
পূর্ণ করিয়া জ্বালাও এবার নূরের প্রদীপ তৌহীদের।"

ঈমান ও ইবাদত

মহানবী সা. যে সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস এনে তদনুযায়ী আল্লাহর দাসত্ব করার যে আদেশ দিয়েছেন তা হলো : আল্লাহর বাণী– (সূরা বাকারা : ১৭৭)

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, প্রথমে আল্লাহর প্রতি, নবী-রসূলগণের প্রতি, আখেরাতের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরেই ইবাদাত বা দাসত্ব করতে হবে। বান্দাহ তার মাবুদের যে আনুগত্য করে তাই ইবাদাত। জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর আনুগত্য করার নামই ইবাদাত। আর ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে– মুসলমানদেরকে ইবাদাতে অভ্যস্ত বান্দা হিসেবে তৈরি করা। এই উদ্দেশ্যে ইসলাম কতোগুলো বিধানকে ফরজ করে দিয়েছে, যাতে মানুষ তাঁর দাসত্বের জন্য তৈরি হয়।

সালাতঃ সালাত হলো আবশ্যক বিষয়ের প্রথমটি। সালাতই মুমিন ও কাফির-এর ভিতর পার্থক্য করে। মহানবী সা. বলেন– لا دين له لمن لا صلاة له

সাওমঃ দ্বিতীয়টি হলো সাওম। সারা বছরে একটি নির্দিষ্ট মাসে একমাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার, পাপ কাজ ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকার নামই সাওম। সাওম মুমিনকে আল্লাহভীতি এবং আত্মসংযমী করে তোলে। আল্লাহর বাণী – فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (সূরা বাকারা : ১৮৫)

যাকাতঃ আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কাউকে ধনী আবার কাউকে গরীব করেছেন। আর ধনবানদের সম্পদের ভিতর গরীবের হক

রেখেছেন। তাই ব্যক্তির কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত থাকলে আড়াই শতাংশ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে বিনা স্বার্থে দান করার বিধানের নাম যাকাত। এটি মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহভীরু করে। ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আবু বকর রা. বলেন–

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة (الحديث)

হজ্জ: আল্লাহর বাণী–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً

হজ্জ জীবনে একবার করা ফরজ। তবে শর্ত হলো সে যদি মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাওয়া-আসার ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হয়। এটি মুসলমানদের মহা সম্মেলন। এর মাধ্যমে পরস্পরে সমতা ও প্রীতি কায়েম হয় এবং সকলের দিলে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আমরা মুসলমান ভাই ভাই। আল্লাহ রসূলের বাণী–

الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة

ইসলামের সহায়তা ও জিহাদ : ইসলামের সহায়তা বলতে দীনের পথে টিকে থাকাকে বুঝায়। শরিয়তের ভাষায় 'জিহাদ' বলে। দীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য মুমিনগণ মাল ও জান বা সময় দিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহর বাণী–

وَجَاهِدُوْا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

দীন ও শরিয়ত: দীন হচ্ছে পয়গাম্বরদের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহর গুণরাজি, পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি ঈমান এনে, জীবন পরিচালনার বিধানগুলো মেনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা। আর শরিয়ত হচ্ছে– ইবাদাতের রীতি, হালাল-হারাম সহ যাবতীয় সীমারেখার মধ্যে অবস্থান।

শরিয়তের উৎস: শরিয়াতের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। আবার সাধারণ লোকদের সুবিধার জন্য গবেষণা করে বিভিন্ন আইনসমূহ যে কিতাবে লিখিত হয়েছে তাই ফিকহ শাস্ত্র। আবার যে বিধানের বিবরণ ফিকহ্ এর ভিতর পূর্ণাঙ্গ নেই তা পালন করা ঠিক হলো কিনা, এই সম্পর্ক হলো তাসাউফের সাথে। অন্তরের ভিতর আল্লাহর প্রেম ও ভীতির মনোভাব সঞ্চার করার নামই তাসাউফ।

শরিয়তের বিধান : ইসলাম একটি চিরন্তন বিধান। এটি কোনো কওমের প্রচলিত নীতির উপর গড়ে ওঠেনি। এতে আল্লাহর অধিকার, বান্দার নিজের অধিকার,

অন্যবান্দাদের অধিকার এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। যে প্রকৃতিতে মানুষ সৃষ্টি, সেই প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই শরিয়ত। এই শরিয়ত সকল কওম ও যুগে কায়েম আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা: বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা বইয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়সমূহ (ঈমান, নামাজ, হজ্জ, যাকাত, রোজা ও জিহাদ) সম্পর্কে সঠিক ইসলামের পথ দেখান। এসব ইবাদাতের উদ্দেশ্য মানুষকে বাস্তব ও অর্থবহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এক মহা দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যোগ্য করে তোলা।

ঈমানের হাকীকত: জ্ঞানের আবশ্যকতা- ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ হলো মুহাম্মদ সা. এর প্রদত্ত শিক্ষা ও ব্যবস্থাকে বুঝে আন্তরিকতার সাথে জীবনের একমাত্র ব্রত ও আদর্শ হিসেবে এটাকে গ্রহণ করা। যিনি ইসলামকে জেনে, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মুসলমান। মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য কি শুধু জ্ঞানের। কাফেরের ন্যায় যদি মুসলমানও অজ্ঞ হয়, তাহলে সে সম্মান লাভ করতে পারে না। আল্লাহর বাণী–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

(সূরা মুজাদালা :১১)

চিন্তার বিষয়: পবিত্র কুরআন সৌভাগ্য ও সার্থকতা লাভের একমাত্র উৎস। কুরআন মুসলমানদের সাথে থাকা সত্ত্বেও তারা লাঞ্ছিত। বুঝা যায় নিশ্চয়ই তারা কুরআনের প্রতি জুলুম করেছে। তারা এই কিতাব দিয়ে জ্বিন-ভূত তাড়ায়, কিন্তু হেদায়েত চায়না। কবির ভাষায়–

"বিশ্ব নবীর সেরা মুজিজা, বিশ্ব রবের মহান দান
বনি আদমের পথের দিশারী মহাগ্রন্থ আল কুরআন।"

কালেমায়ে তাইয়্যেবা: এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য, বিধানদাতা এবং সৃষ্টিকারী নেই। এই কালেমা পড়ার উদ্দেশ্য হলো– দুনিয়ায় মানুষের জ্ঞান ও কাজকে ঠিক এমনভাবে করা, যেনো পরকালে তার পরিণাম ভালো হয়। আল্লাহ বলেন–

أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِيْ السَّمَاءِ

ইসলামের হাকীকত

মুসলমানের সংজ্ঞা : আল্লাহর হুকুম পালন করে চলা এবং কুরআনের বিপরীত বিধানবলীকে অমান্য করে চলার নাম ইসলাম। ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অমান্য করে কুফরী ও গোমরাহীর কারণে। আল্লাহর বাণী–

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

(সূরা আলে ইমরান : ৮৩)

অর্থাৎ "তোমরা কি আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য জীবনব্যস্থা খোঁজ? অথচ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তার আনুগত্য করে।"

ঈমানের পরীক্ষা: "আল্লাহ ও রসূলকে স্বীকার করি" মুখে স্বীকার করে কাজে বিরোধিতা করার নাম মুনাফেকী। তাই আল্লাহ ঈমানের দাবিতে সরল ও কঠিন বিধান দিয়েছেন। যদি কেবল সরল বিধানে মন চায় এবং গ্রহণ করে অন্যটার সময় অমান্য করলে সে পরীক্ষায় হেরে গেলো এবং মুনাফেকী করলো। কুফর ও ইসলামের মোকাবেলার সময় ঈমানের পরীক্ষা হয়। আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন–

> "ইসলামের রুহু হল অগ্নি সার আলোক খুদীর,
> আর সেখুদীর অগ্নি অস্তিত্ব ও আলো জিন্দেগীর।"

ইসলামের মানদণ্ড: মানুষের জীবন মৃত্যুসহ যাবতীয় দিক কতোটুকু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে পেরেছে তা যাচাই করা হবে মানদণ্ডের সঠিক পরিমাপের মাধ্যমে। মূলত নিজের বাঁচার জন্য পরকালে হিসাবের পূর্বে নিজের ত্রুটি জেনে তা সংশোধন করার জন্য এই মাপাকাঠী নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহর ভাষায় মাপকাঠি–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

(সূরা আনয়াম : ১৬২)

নামাজ-রোজার হাকীকত

নামাজ: মুসলমানদের আল্লাহর হুকুম পালনের প্রস্তুতির জন্য নামাজের ব্যবস্থা। এটি যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। জামায়াতের সাথে নামাজ পড়লে পরস্পর সংশোধনের মধ্য দিয়ে সৎ ও নেক্কার লোক গড়ে ওঠে। কিন্তু নামাজ যেভাবে পড়া দরকার সেভাবে না পড়ায় নামাজ ফলপ্রসূ হয়না। আল্লামা ইকবালের ভাষায়–

> বোঝা তুমি ভাব যারে তেমন সেজদা শুধু এক,
> হাজার প্রণীত হতে মুক্ত তব করিবে বিবেক।"

রোজা ও আত্মসংযম: রোজা আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। এর মধ্য দিয়ে মুমিন ক্ষুধা, যৌন চাহিদা ও শান্তির দাবিকে থামিয়ে আত্মসংযমী হয়। আর আত্মজ্ঞান যখন তার দেহকে আয়ত্ত করে যাবতীয় কামনা থেকে নিজের সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা আনতে পারে তখন তাই আত্মসংযম। কিন্তু মুসলমানরা রমজানে অভ্যস্ত হলেও রমজানের বিদায়ে তা হারায়।

যাকাতের হাকীকত

যাকাত আদায় না করা কৃপণতার উৎস। তাই মুমিনদের পরীক্ষার জন্য যাকাতের আদেশ দেন। যাকাত না দিলে পরকালে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। নিঃস্বার্থভাবে যাকাত দিতে হবে। নির্দিষ্ট ৮ শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাকাত বণ্টন করতে হবে।

হজ্জের হাকীকত

বিশ্বব্যাপী ইসলামি আন্দোলনের জন্য সম্মেলন হিসেবে হজ্জ ফরজ হয়। এতে বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়। চাকা যেমন আপন অক্ষে ঘুরে, তেমনি জীবনও আপন কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরে, এটাই হজ্জের রহস্য। হযরত ইব্রাহীম আ. কাবাঘর প্রতিষ্ঠা করেন এবং হজ্জ ফরজ হয়। যাতে করে মানুষ বিশ্ব ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু আজ হজ্জ করলেও তাদের স্বভাবে পরিবর্তন দেখা যায় না। কবি ব্যাঙ্গ করে বলেন–

> "যদিও ঈসার গাধা যায় মক্কা ভূমি,
> হেথাও থাকবে গাধা জেনে নিও তুমি।"

জিহাদের হাকীকত

মানুষের উপর একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করাই ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য চেষ্টা চালানোর নামই জিহাদ। ইকামতে দীনের জন্য নসিহত নয়, চাই রাষ্ট্র ক্ষমতা। রাষ্ট্রে ইসলামি নীতি চালু করে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতে হবে। মূলত নামাজ, রোজা সহ সকল ইবাদাত ফরজ করা হয়েছে জিহাদের জন্য। তাই জিহাদের বাসনা না নিয়ে ইবাদাত করলে তা হবে অর্থহীন। যদি এই দীন সত্যি বলে বিশ্বাস করা হয়, তাহলে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণ পণে সাধনা ও সংগ্রাম করতে হবে।

কবির ভাষায়-

> "জিহাদের মাঝে আছে জানি বহু জিন্দেগানী,
> চল সে পথে মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী।"

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম

বিশিষ্ট্য ইসলামি চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর দলিল দিয়ে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরতে তার এই দু'টি বইয়ে ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি প্রমাণ করেছেন–

William Sair Muir এর ভাষায়–

> "There can be no Question that, with its pure, monotheism and a code of founded in the main on justic and humanity."

উপসংহার

মাওলানা মওদূদী ইসলামি আন্দোলনের জন্য এক অশেষ খেমদত করে গেছেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। ইসলামি সাহিত্যে তার অবদান অনস্বীকার্য। তার সাহিত্যের প্রভাবে আজ সারা বিশ্ববাসী ইসলামকে সঠিক রূপে বুঝে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠার কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে। আজও তৈরি হচ্ছে ওমর ও খালিদের উত্তরসূরি বীর সেনানিরা। সর্বশেষ ইকবালের ভাষায় আহ্বান জানাতে চাই–

> "সত্য ন্যায়ের সবক নে ফের, সবক নে তুই বীরত্বের
> তোরে দিয়ে কাজ হবেরে আবার সারা দুনিয়ার ইমামতের।"

◆◆◆

মুহাম্মদ ফরহাদ হুসাইন

রচনাটি সময় দেয়ার সময় : জুলাই ২০০৫ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ ফরহাদ হুসাইন তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার আলিম ২য় বর্ষের সাধারণ বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

বিংশ শতাব্দীর মুসলিম জাহানের অন্যতম পুনর্জারণের শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ইসলামি পুনর্জাগরণের বিভিন্ন মূলনীতি পেশ করেছেন। মানব জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোকপাত করেছেন। মুসলিম জাতি যখন তাদের আত্মপরিচয় ভুলতে বসেছিলো মাওলানা সেই সময় মানবতার নিকট সঠিক ইসলাম ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী আলোচনার মাধ্যমে পেশ করেন। তিনি নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদের সঠিক অর্থ অনুধাবন এর মাধ্যমে কল্যাণ লাভের দিকে আহ্বান জানান। নিম্নে আমি উক্ত বই দু'টির ভূমিকা আলোকপাত করছি:

ইসলাম কি?

الإسلام। শব্দটি سلم ধাতু হতে باب إفعال এর মাছদার। অর্থ আনুগত্য ও বাধ্যতা বুঝায়। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তার বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলেই এর নাম হয়েছে ইসলাম। ইসলাম শব্দটি কুরআনুল কারীমে আছে।

(١) إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ (٢) اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

আল্লাহর কাছে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাই হলো ইসলামের দাবি।

জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলাম

ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী ব্যবসা হচ্ছে হালাল। সুদকে আল্লাহ হারাম করেছেন। ইসলাম ঘোষণা করছে তোমরা বিচারকের বেলায় নায়বিচার করো। অপরের প্রতি দুর্বলভাবে অন্যায় করা যাবেনা। ইসলাম আগমনে আরব সমাজের মাঝে অর্থনৈতিক বলতে কিছু ছিলো না তারা পরস্পরের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিতো। তাই এ ক্ষেত্রে ইসলাম সুসম বণ্টন নীতি দিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের যুগান্তকারী পদক্ষেপের দরুন বিশ্বব্যাপী শান্তির অমীয় বার্তা বইতে ছিলো।

মাওলানার অবদান

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা যতো মহামানব দেখি তারা একটি বা দুইটি বিষয়ের উপর গভীর দৃষ্টিপাত করেন। অপর পক্ষে মাওলানা মানব জীবনের এমন কোনো দিক বা বিষয়ে নাই যে বিষয়ে তিনি তার কলম ধরেন নাই। তার লেখার বিষয়গুলো হলোঃ

১. পারিবারিক জীবনে ইসলাম
২. সামাজিক জীবনে ইসলাম
৩. রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম
৪. নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ইসলাম, ইবাদাত, জিহাদের উপর লেখা
৫. অর্থনীতি
৬. সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা যেমন ইসলামী ব্যাংক
৭. পর্দার ক্ষেত্রে
৮. শ্রমিকের অধিকার
৯. আখেরাত তথা পরকালীন

সর্বোপরি কথা হলো তিনি কম বেশি সব বিষয়েই লিখেছিলেন।

ইসলাম পরিচিতি বইয়ের মূলকথা

অন্য সাধারণ কিতাবের ন্যায় কোনো গোড়ামী বা অন্ধত্বের কোনো প্রশ্রয় দেন নাই বরং স্বচ্ছ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই প্রত্যেকটি কথা পেশ করেছেন। কথা বলার যে ভঙ্গি কুরআন মাজিদে গ্রহণ করা হয়েছে। মাওলানা মওদূদী রহ.ও ঠিক সেই ভঙ্গি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন এ গ্রন্থে। ইসলাম পরিচিতি এই বইটি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে বহু উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এ পাঠ্য পুস্তক হিসেবে সিলেবাস করা হয়েছে। যা হতে ছাত্রছাত্রীরা উপকার লাভ করতে পারছে এবং পারবে। মাওলানা মওদূদীর এ বইটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান বিশ্বে আরবি, ইংরেজি, হিন্দী, গুজরাটি, সিন্ধি, তামিল, ফরাসি, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলা ভাষায় এ বইটি কয়েকবার সংস্কার করা হয় বইটির গুণগত মান ভালো হওয়ার জন্য। সাধারণ শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তারা যাতে পরবর্তীতে পূর্ণভাবে ইসলাম ও ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। আমাদের বর্তমান আলেম সমাজ যারা ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত তারা সঠিক ইসলাম হতে অনেক

দূরে, যাতে তারা আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতির এ শতকে ইসলামকে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানার্জনের জন্য আজকের জনগণ যাতে ভালোভাবে জানতে পারে তাই তার ক্ষুদ্র প্রকাশ।

'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' বইয়ের মূলকথা

আজ বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা সবচাইতে নির্যাতিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত তার অন্যতম কারণ হলো তারা আজ তাদের আদর্শ তথা ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে আছে। তাই তাদের আজ এই অবস্থা।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রাসেলের উক্তি–

> "Islam is the best religion of the world but muslim are worst nation because they were forway idology."

ইসলারে বুনিয়াদী বিষয়াবলী

ক. **ঈমানঃ** হযরত মুহাম্মাদ সা. যা নিয়ে আসছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান। ঈমানের মৌলিক বিষয় সাতটি:

খ. **ইসলামঃ** স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্টির জন্য বিধান হলো ইসলাম, যে ইসলাম গ্রহণ করে আমরা তাকে মুসলমান বলি।

গ. **নামাজঃ** নামাজ হলো মৌলিক ইবাদাত। কাফির এবং মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত। তা জান্নাতের চাবিকাঠি।

ঘ. **রোজাঃ** ইসলামের অন্যতম মৌলিক ইবাদত। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকার নাম রোজা।

অসহায় মানুষের না খেয়ে থাকার দুঃখ কষ্ট অনুভব করা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে সওয়াব লাভের আশা করা।

ঙ. **হজ্জঃ** হজ্জকে ইসলামের তৃতীয় রুকন বলা হয়।

হজ্জে যেয়ে মানুষ আল্লাহর ঘর যিয়ারতের সাথে তিনি তথায় তার সুদৃষ্টি কামনা করবে। তাছাড়া হজ্জ হলো বিশ্ব মুসলিম সভ্যতার মিলন কেন্দ্র, বাতিলের হাত হতে ইসলামকে রক্ষা করার আন্তর্জাতিক মহা সম্মেলন।

চ. **যাকাতঃ** ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম আয়ের উৎস হলো যাকাত। যাকাত ব্যবস্থা সমাজে থাকলে দরিদ্র থাকে না। অসহায় মানুষ শান্তি পেতে পারে। যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং মাওলানা এসব বিষয়ের গুরুত্ব বুঝার আহ্বান জানায়।

ছ. **জিহাদের প্রতি আহ্বানঃ** ইসলামি জীবন বিধান প্রতিষ্ঠর জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ অনিবার্য কারণ একমাত্র জিহাদের মাধ্যমে খাঁটি মুমিন কে তা জানা যায়। ওহুদ এর যুদ্ধ তার বাস্তব প্রমাণ। জিহাদের উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র إعلاء كلمة الله। আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা। এটি মুসলমানদের জন্য করণীয়।

উপরে উল্লেখিত ইবাদাতগুলো অন্তঃসার শূন্য আচার অনুষ্ঠান পরিণত হওয়ায় মুসলমানদের মানসিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

মুসলমান জাতি সৌভাগ্যক্রমে তার বাবা, দাদা মুসলমান থাকার ফলে তারাও আজ ইসলামের অনুসারী হয়েছে তাই তারা কল্যাণকামিতা ইবাদাত পালন করছে। **মানব জীবনের সঠিক সমাধান কালেমায়ে তাওহীদ–**

মানবজাতি ছোট একটি বাক্য পড়ার দরুন সে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায় সেই কালিমাটি হলোঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

যে ব্যক্তি একটু আগে রসূল সা.-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর সে কালিমা পড়ার দরুন যে, হলো তার উত্তম দেহরক্ষী। একটু আগে যে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবার উপযুক্ত ছিলো বর্তমানে সে জান্নাতে যাবার উপযুক্ত।

কালিমার সৈনিক অর্থ হলোঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, বিধানদাতা নাই আর মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রসূল সা.।

ইবাদতের উদ্দেশ্যঃ নামায, রোজা মানুষকে পরস্পরের অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত বন্ধু বানাতে পারে। যাকাত দুনিয়ার অর্থব্যবস্থা সুষ্ঠতা লাভ করতে পারে। এবং তা মানুষকে অর্থনৈতিক শোষণের হাত হতে মুক্তি দিতে পারে। হজ্জ বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানকে আন্দোলনের পথে চলতে সাহায্য করে।

সর্বাদিক গুরুত্ব ইবাদতঃ মাওলানার দৃষ্টিতে অমর ও চিরন্তন দায়িত্ব হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

আজকের হতাশাগ্রস্ত ও দুর্ভাগ্যজনক আত্মবিস্মৃতির পটভূমিতে মুসলিম জাতিকে তাদের পূর্বের মর্যাদার কথা স্মরণ করে দেন যেনো তারা আবারো তাদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে পারেন।

ইতোমধ্যে বইটির গুণগত মানও লেখার সফলতার কারণ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় মাওলানার এই বইটি প্রকাশিত হয়। যাতে ইসলামের আহ্বান জানানো আরো সহজ হয়।

মাওলানা এর আগে এই বইয়ের আলোচিত বিষয়াবলী ছোট ছোট আকারে পেশ করেছিলেন তিনি তাতে ব্যাপক সাড়া পাবার পর পাঠ্য কমিটি সেই বিষয়াবলী একসাথে করে লেখার ও ছাপার জন্য চেষ্টা করেন যার ফলে এই বইটি। সারা বিশ্বের অসংখ্য ইসলামি জ্ঞানার্জন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য।

উপসংহার

"Islam is the complete code of life." মানবতার সার্বিক সমাধান দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম একটি কল্যাণকামী জীবন ব্যবস্থা তাই এর সবগুলো দিক হলো উত্তম।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দিদ মাওলানা মওদূদী রহ. অতি স্পষ্ট ও তাৎপর্যভাবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ খুঁটিনাটি বিষয়ে অতি চমৎকার ভাবে আলোকপাত করছেন। আমরা যদি নিজেরা আমল করতে পারি তাহলে তার শ্রম স্বার্থক।

◆◆◆

মুহাম্মদ সাকের মাহমুদ (সুমন)

রচনাটি জমা দেয়ার সময় : জুলাই ২০০৫ ঈসায়ী। এ সময় মুহাম্মদ সাকের মাহমুদ (সুমন) সৈয়দপুর হাজী আলী হোসেন বেপারী আলিম মাদরাসার দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি এই প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

ভূমিকা

মুসলিম মিল্লাতের বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ছিলেন একজন অকুতোভয়ী সৈনিক, বিপ্লবী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

১৮৩১ সালে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার প্রায় ১০০ বছর পর ১৯৩১ সালে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. এ মহান কাজ পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লবের জাতির সামনে তুলে ধরেন। এবং সেই পথ জনসম্মুখে প্রকাশ করেছেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে।

রসূল সা. যথার্থই বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে এমন একজন মুজাদ্দিদ ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দীনকে সংস্কার করবেন। (আবু দাউদ)

বিংশ শতাব্দীর ইসলামি জাগরণের অগ্রপথিক, বীর সেনানী ও বিশ্বনন্দিত প্রতিভাধর আলেম। মাওলানা মওদূদী রহ. ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, দক্ষসংগঠক, মুফাসসির ও লেখক, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শাস্ত্রে কুরআন-হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত ও অনলবর্ষি বক্তা।

ইংরেজ লেখক Sayed vali Reza Nasir তাঁর Maudoodi and the Making of Islam Revivalism গ্রন্থে বলেছেন-

"Maulana Sayed Abul A'la Maudoodi was of the first Islamic thinker to develop a sys-tematic political reading of Islam and a plan for social action to realize his vison"

তিনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর দেয়া বিধানকে তার অকাট্য যুক্তি ও গঠনমূলক লেখনীর মাধ্যমে আল্লাহরই জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার সুমহান লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম করে গেছেন। গড়ে প্রতিদিন ১৬ পৃষ্ঠা ইসলামি চিন্তাধারা তাঁর বিপ্লবী কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে। কুরআনের আইন ও রসূলের আদর্শকে

সমাজের প্রতিটি মানুষের নিকট পৌছে দেয়াই ছিলো তাঁর লেখনীর মূল উদ্দেশ্য।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ১৯০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, আরবি ১৩২৯ হিজরীর ৩ রজব দক্ষিণাঞ্চলের আওরাঙ্গাবাদ শহরের এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আইনজীবি। নয় বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর পিতা তাঁকে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না করিয়ে সুদক্ষ, চরিত্রবান গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রেখে পড়াশুনা করান। এখানেই তিনি আরবি, ফারসি, ও উর্দু ভাষায় কুরআন, হাদিস, ফিকহ্ প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন।

গৃহ শিক্ষা শেষে তার ওস্তাদ নাদীমুল্লাহ্ হোসাইনী রহ.-এর পরামর্শে তাঁকে আওরাংগাবাদ ফুরকানিয়া মাদরাসায় রুম্মদিয়া মানের শেষবর্ষে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়া হয়। ছয় মাস পর বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

অত:পর মাদরাসার মুহতামীম তাঁকে মৌলভী বিভাগে ভর্তি করে নেন। এরপর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। উর্দু ভাষায় তিনি রসায়ন, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৯১৪ সালে মৌলভী বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণের পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য হায়দারাবাদ দারুল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে মাত্র ১৭ বছর বয়সে অর্থ সংকটের দরুণ সাংবাদিকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯২৭ সালে পত্রিকার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে ইহা 'আল জিহাদ' নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এবং পর্যায়ক্রমে তিনি শতাধিক ইসলামি সাহিত্য পুস্ত ক রচনা করেন। ওলামায়ে হিন্দ এবং মুসলিম লীগের কর্মসূচিতে এ দেশে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার নীতিমালা অনুপস্থিত থাকায় ১৯৪১ সালে মাত্র ৭৫ জন লোক নিয়ে তিনি 'জামায়াতে ইসলামী' প্রতিষ্ঠা করেন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ সংগঠনের আমীর নির্বাচিত হন।

১৯৫৩ সালে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে বই লেখার অজুহাতে মিথ্যা অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক আদালত তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। বিশ্বের জনগণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ফলে সরকার তাঁর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

১৯৫৫ সালে আইনের লড়াই এ তিনি মুক্তি লাভ করেন। বিরামহীন পরিশ্রমের দরুণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি জামায়াতে ইসলামির আমীরের দায়িত্বে ইস্তফা দেন। চিকিৎসার জন্য আমেরিকার বাফেলো হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে স্বাস্থ্যর অবনতি ঘটায় এ সংগ্রামী আমীর ১৯৭৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সে হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

ইসলামের জাগরণ সৃষ্টিতে মওদূদীর অবদান

কবি ফররুখ আহমদ বলেছেন–

> "গোলামীতে করে যদি কেউ গৌরব,
> কে বুঝাবে তারে আজাদির সৌরভ।"

বৃটিশ আধিপত্যের যাতাকলে নিস্পেষিত মুসলমানগণ যখন ইসলামকে সংকীর্ণতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছিল, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে যখন ধর্মবিহর্ভূত বিষয় মনে করা হতো। ঠিক তখনই মাওলানা মওদূদী রহ. ইসলামি জাগরণের আন্দোলন শুরু করেন। এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই উপমহাদেশের ঘুমন্ত মুসলমানদের জাগাতে তিনি ইসলামি সাহিত্য রচনা করে অনুপ্রাণিত করেন ইসলামের নির্ভেজাল মূলমন্ত্র। তারমধ্যে ইসলাম পরিচিতি ও ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা দু'টি অমূল্য গ্রন্থ যার তুলনায় সপ্ত রাজ্য তুচ্ছ। তার প্রণীত প্রতিটি গ্রন্থ এক একটি রত্নের সমতুল্য। নিম্নে দু'টি সাহিত্যের অবদান বর্ণিত হলো :

বিষয়ানুগ বক্তব্য

"রিসালায়ে দীনিয়াত বা ইসলাম পরিচিতি" ও 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' মাওলানা মওদূদী রহ. এর দু'টি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয় দ্বারা তিনি অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় তিনি এই গ্রন্থ দু'টিতে ইসলাম সম্পর্কিত গোড়ামী দূর করার প্রয়াস বাণী স্বচ্ছ ও নির্ভুল যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে পেশ করেছেন। আল কুআনে কথা বলার যে ভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে মাওলানাও সে ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন আলোচ্য বই দু'টিতে।

সঠিত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে ইসলাম পরিচিতি ও ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা বইয়ের ভূমিকা নিম্নরূপ– আল্লাহ বলেন :

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়েদাহ্ : ০৩)

ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান এবং আধুনিক যুগে মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত উপায় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কুরআন-হাদিসের আলোকে তিনি ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবার নীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি এবং ইসলামের কৃষ্টি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা জাতির বিবেকের সামনে তুলে ধরেছেন।

ইসলাম পরিচিতি বইয়ের বিষয়বস্তু

ইসলাম কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মের নাম নয়, বরং "Islam is the complete code of life." একমাত্র ইসলামেই রয়েছে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার শান্তিময় সমাধান। যেহেতু আলোচ্য বইটিতে ইসলামকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় আলোচনা কেন্দ্রিভূত হয়েছে তাই মাওলানা মওদূদী রহ. বইটির নামকরণ করেছেন 'ইসলাম পরিচিতি' যারা সারা জীবন ইসলামের মাঝে থেকেও ইসলামকে চিনতে পারলনা বা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানকে কাজে লাগাতে পারলোনা। মূলত তাদের মঝে ইসলামের সঠিক নীতি ও আদর্শের অবগুণ্ঠন মুক্ত করতে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর আলোচ্য বইখানি রচিত।

মানুষের মুক্তির পথ ইসলাম

সমগ্র বিশ্বে আজ একশ পঞ্চাশ কোটি মুসলমান ইহুদী চক্রের চক্রান্তের শিকার। এর প্রধান কারণটির দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, তাদের মাঝে ইসলাম নামের শব্দটিই কেবল আছে। বুনিয়াদী শিক্ষা নেই। ফলে মানব জীবনে যে অজ্ঞতা ও জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে তা মূলত এ কারণেই।

আল কুরআনের মত মহাগ্রন্থ মুসলমানদের নিকট থাকা সত্ত্বেও এবং মুসলমান তা প্রতিদিন পাঠ করা সত্ত্বেও তাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসছেনা। আল কুরআনের ভিত্তিতে গতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না। সে প্রেক্ষাপটে ইসলামের বুনিয়াদী গ্রন্থটি বিরাট সাফল্যের মাপকাঠি।

নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত এর বিধান

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভ ঈমান, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত। আলোচ্য বই দু'টিতে অন্যান্য সাধারণ ইসলামি সাহিত্যের ন্যায় জটিল ভাষা ও তত্ত্বের অবতারণা না করেই আল্লামা মওদূদী রহ. সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করে

ইসলামের সঠিক পরিচয় পেতে পাঠক হৃদয়ে যেনো অন্ধত্বের কোনো ছোঁয়া না লাগে সে বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান হয়ে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করেছেন।

যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দিক থেকে দু'টি গ্রন্থই অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আল্লামা মওদূদী রহ. অযথা পাণ্ডিত্য প্রকাশের পদ্ধতি পরিহার করে পাঠক হৃদয়ের অন্ধকার কুঠুরিতে আলোক সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য বই দু'টিতে ইসলামের সঠিক বিধানসমূহকে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান হিসেবে প্রমাণ করাই ছিলো তাঁর লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মওদূদীর সাহিত্য

বিশ্বের যেখানেই ইসলামি আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেখানেই মওদূদীর সাহিত্যের পিপাসা অনুভূত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ছাড়াও ভারত, সিংহল, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও কোরিয়ায় আল্লামা মওদূদী রহ.-এর সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। তাঁর সাহিত্যাবলি লক্ষ কোটি মানব সন্তানের অন্তরে বিপ্লবের জোয়ার এনে দিয়েছে।

উপসংহার

ইসলামি জাগরণের অগ্নি পুরুষ ও বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা ও সাহিত্যের জোয়ার ইসলামি জাগরণের সাথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর বলিষ্ঠ ও সুমহান চিন্তাধারা আমাদের ব্যক্তি সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের উজ্জ্বল পাথেয়।

যতোদিন দুনিয়া থাকবে ততোদিন মুসলিম বিশ্বকে তাঁর সাহিত্যাবলি আলো বিতরণ করবে। এই প্রত্যাশায় আমি বলছি–

> "নাহি সেতো আজ ধুলার ধরায়,
> আছে শুধু তাঁর জ্বালানো আলো
> পথ হারা কত লক্ষ পথিক
> সেই আলোতে পথ পেল।"

◆◆◆

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

দাম : ১০ টাকা